

সৃষ্টিগত

তারুণ্যের উৎসবে দেশের ক্রীড়াঙ্গন	২	দেড় যুগ পর দেশের শীর্ষ ফুটবলে	৩৯
সম্পাদকীয়	৩	কাবাডি মাতাচ্ছেন চিজকো	৪০
আমরা ক্রীড়ামোদী	৪	ফখরুদ্দিন আহমেদ	৪১
ফিরলেন না তামিম ইকবাল	৬	সারা বছর খেলাটা মাঠে	৪২
রেকর্ডে তামিমের কীর্তির জয়গান	৮	ক্রীড়াঙ্গনের একটা সুষ্ঠু পরিবেশ	৪৪
চ্যাম্পিয়নস ট্রফি	১০	নেপাল কাবাডি লিগে	৪৫
চ্যাম্পিয়নস ট্রফির বাংলাদেশ দল	১১	ওয়ার্ল্ড র‍্যাপিড-ব্রিটজে বাস্তবতা	৪৬
টাইগ্রেসদের বিশ্বকাপের টিকিট	১২	ফুটবল উন্মাদনা ও উত্তাল দিনের	৪৭
উড়ছে মোহামেডান ধুকছে কিংস	১৪	২০৩৪ সালে সৌদি আরবে	৪৮
টেস্ট কম, ওয়ানডে বেশি	১৬	এ ছবি কার?	৪৯
বিপিএল ক্রিকেট : টি-টোয়েন্টি	১৭	আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের হীরকজয়ন্তী	৫০
উড়ছে রংপুর, ডুবছে ঢাকা	১৮	শব্দজট	৫১
রেকর্ডের ভাঙাগড়া	২০	দ্বিতীয় বিভাগ দাবা লিগ	৫২
বিজয় দিবসের খেলাধুলা	২২	পাকিস্তান ও দুবাইয়ে খেলবে	৫৩
একান্ত ব্যক্তিগত	২৫	কুইজমালা	৫৪
ছোট বিশ্বকাপে বড় স্বপ্ন	২৬	শ্রীলঙ্কায় ড্র করেছে টাইগ্রেসরা	৫৫
তাসকিনের বিশ্ব রেকর্ড	২৮	সাকিবকে নিয়ে যেন বিতর্ক না হয়	৫৬
ফেডারেশন কাপে	৩০	ক্রিকেট দলের ৩ অধিনায়ক	৫৭
ফুটবল থেকে যা পেয়েছি	৩২	ফুটবল লিগে ডাবল হ্যাটট্রিকের	৬০
তায়কোয়ানডোতে সেনাবাহিনী	৩৪	ঢাকার ফুটবলের গোড়ার কথা	৬২
৪ ম্যাচে ৬ সেঞ্চুরি	৩৬	ক্রীড়াঙ্গনে তৃণমূলের নায়কেরা	৬৪
সেই সারওয়ার ইমরান এখন	৩৮		



ফিরলেন না তামিম ইকবাল

বাংলাদেশের সেরা ব্যাটসম্যানদের একজন তামিম ইকবাল। ২০০৫ সালের শেষদিকে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে ব্যাট করতে নেমে বাংলাদেশকে জয়ের পথে নিয়ে যান। সেই ধারাবাহিকতায় হয়ে উঠেন বাংলাদেশ দলের পরম নির্ভরতা। ২০০৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হওয়ার পর অনেক কীর্তি ও মাইলফলকের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন বাঁ-হাতি এই ব্যাটসম্যান। ২০২৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে ম্যাচটি হয়ে আছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর শেষ ম্যাচ।



ছোট বিশ্বকাপে

২৬

ছোট বিশ্বকাপে বড় স্বপ্ন নিয়ে নারীদের অনূর্ধ্ব-১৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ক্রিকেট মালয়েশিয়ায় খেলতে গেছে বাংলাদেশ দল। ১৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে ছোটদের ব্যাট-বলের লড়াইয়ের এই টুর্নামেন্ট। ১৬ দলের টুর্নামেন্টের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ২ ফেব্রুয়ারি।



জাতীয় তায়কোয়ানডোতে

৩৪

২৬ জানুয়ারি থেকে অনুষ্ঠিত হয়েছে তিন দিনব্যাপী জাতীয় সিনিয়র ও জুনিয়র তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতা। ১৭টি জেলা ক্রীড়া সংস্থাসহ সেনাবাহিনী, বিজিবি, আনসার ও ভিডিপি, পুলিশ, বিকেএসপি ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬০৫ জন খেলোয়াড় অংশ নেন। সিনিয়র পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সেনাবাহিনী।



তারুণ্যের শক্তিকে উজ্জীবিত করে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই' স্লোগান সামনে রেখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে দেশব্যাপী নানা রকম খেলাধুলা মাঠে গড়িয়েছে।

ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিদায়ী বছরের ৩০ ডিসেম্বর থেকে তারুণ্যের উৎসব শুরু হয়েছে, যা আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলমান থাকবে। 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' মূলত প্রধান উপদেষ্টা নোবেল লরিয়েট প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস এর ধারণা থেকে উৎসারিত। তাঁর উদ্দীপক ঘোষণা থেকেই এ উৎসবের প্রতিপাদ্য 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই' নির্ধারণ করা হয়। আর এ উৎসবকে বাস্তবে রূপ দিতে দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' উদ্বাপন-সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভাপতি আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তারুণ্যের উৎসব সারাদেশব্যাপী তো বটেই, এমন কি বিদেশে বাংলাদেশের মিশনসমূহে সমান গুরুত্ব দিয়ে উৎসবটি উদ্বাপন করা হচ্ছে। এ উৎসবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে তরুণদের মাধ্যমে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা, পারস্পারিক সহযোগিতার মানসিকতা গড়ে তোলা এবং বাংলাদেশের বৈচিত্র্য ও সংস্কৃতির সৌন্দর্যকে উদ্বাপন করা।

বিশেষ করে নতুন আঙ্গিকে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) প্ল্যাটফর্ম কাজে লাগিয়ে ছোট ছোট সৃষ্টিশীল উদ্যোগের মাধ্যমে তারুণ্যের উৎসব উদ্বাপিত হচ্ছে। সবশ্রেণির তরুণ-যুবাদের মাঝে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করতে এ উৎসব সহায়তা করছে। দেশব্যাপী এ উৎসব উদ্বাপনের জন্য জাতীয় পর্যায়ে থেকে শুরু করে বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় নানারকম কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। উৎসব চলাকালীন দেশের প্রথিতযশা ক্রিকেটার, ফুটবলার ও বিভিন্ন খেলোয়াড়দের জীবনীভিত্তিক ফিচার গণমাধ্যমে প্রচার ও সম্প্রচার করার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ফলে তাদের দেখে দেশের উদীয়মান খেলোয়াড়রা উদ্বুদ্ধ হবেন। এর মাধ্যমে তরুণদের শক্তি, খেলাধুলার শক্তি ঐক্যের শক্তি গড়ে তুলতে কাজ করবে। দিন যত গড়াচ্ছে তারুণ্যের উৎসব ততই আনন্দঘন অনুষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের আয়োজনে বিপিএলের পর্দা উঠার পর দেশি-বিদেশি তারকাদের নয়নজুড়ানো পারফরম্যান্সে প্রতিটি ম্যাচ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়ে উঠছে, শিরোপা জয়ের মিশনে দলগুলোর মধ্যে লড়াই জমে উঠছে, মাঠে দর্শকের ঢল নামছে। শুধু তাই নয়, গত ৫ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে শেখ হাসিনা সরকারের পতন ও সেসময়ে ঘটে যাওয়া নানারকম পৈশাচিক ঘটনাবলী বিপিএলে স্মরণ করিয়ে দিতে স্টেডিয়ামের একটি ব্লক-৩৬ করা হয়েছে।

বিপিএল মাঠে গড়ানোর পর দেশের অন্যতম জনপ্রিয় খেলা ফুটবলও বসে নেই তারুণ্যের উৎসবে। ইতোমধ্যে সিলেটের গোয়াইনঘাটে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের আয়োজনে সিলেট বিভাগীয় ও জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের



কক্সবাজারে বিচ ফুটবলে তারুণ্যের উৎসব

সহযোগিতায় খাসিয়া ও চা বাগান শ্রমিকদের নিয়ে ব্যতিক্রমধর্মী ফুটবল ফেস্টিভালের আয়োজন করে স্থানীয় পর্যায় সাড়া জাগিয়েছে। কক্সবাজারে বিচ ফুটবল টুর্নামেন্ট, জেলা পর্যায় টুর্নামেন্ট আয়োজনে তোড়জোর চলছে। এমন কি, যমুনার চরে একটি ফুটবল ম্যাচ আয়োজন করা হচ্ছে। ফুটবলের নানা আয়োজনে দেশব্যাপী বেশ সাড়া ফেলছে। শুধু তাই নয়, উৎসব চলাকালীন ইউরোপ থেকে জনপ্রিয় তারকা ফুটবলার আনারও চেষ্টা চলছে। এদিকে জাতীয় খেলা কাবাডি নিয়েও বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন বিশাল কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ফেডারেশনটি ১ লাখ থেকে ১ লাখ ২৫ হাজার ছেলেমেয়ের অংশগ্রহণে ১০৫টি খেলা

১.৫০ লাখ, 'ক' শ্রেণির জেলার জন্য ১.২০ লাখ, 'খ' শ্রেণির জেলার জন্য ১.০ লাখ, 'গ' শ্রেণির জেলার জন্য ৯০ হাজার, উপজেলা পর্যায়ে ৮০ হাজার, জেলা ক্রীড়া অফিসের জন্য ৫০ হাজার এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের জন্য ১.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এর ফলে ক্রিকেট, ফুটবলের মতো হকি, সাঁতার, অ্যাথলেটিকস, শুটিং, কাবাডি, ভলিবল, দাবা, ভারোত্তোলন, ব্যাডমিন্টন, হ্যান্ডবল, টেনিস, টেবিল টেনিস, গলফ, আর্চারি, রোলার স্কেটিং, ক্যারাম, জিমন্যাস্টিকস, বাস্কেটবল, বক্সিং, জুডো, কারাতে, তায়কোয়ানডো, উশু, রোইং, কুস্তি, শরীর গঠন, বিলিয়ার্ড অ্যান্ড মুকার,

তারুণ্যের উৎসবে দেশের ক্রীড়াঙ্গন

মোরসালিন আহমেদ

আয়োজন পরিকল্পনা করেছে। বর্তমানে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ নিয়ন্ত্রিত ঘরোয়া ক্রীড়াঙ্গনে ৫৫টি ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে। ওইসব ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে বেশ কিছু খেলা মাঠে গড়িয়েছে। আবার সিংহভাগ খেলা মাঠে গড়ানোর অপেক্ষায় রয়েছে। ক্রীড়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত সবাই এক এক করে তারুণ্যের উৎসবে এখন মেতে উঠছেন।

সর্বোপরি তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ সফল করার লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, অ্যাফিলিয়েটেড ক্রীড়া ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশন নানারকম কর্মসূচি আয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এসব আয়োজন সফল সমাপ্তির জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগ স্থানীয় পর্যায় অর্থাৎ বিভাগীয় পর্যায়ে

স্কোয়াশ, সাইক্লিং, ব্রিজ, খো খো, রাগবি, ফেন্সিং, বাশাআপ, ঘুড়ি, কিকবক্সিং, আন্তর্জাতিক তায়কোয়ানদো, ব্যুস্টান, মাউন্টেনিয়ারিং, সার্কিং, ইয়োগা, সেপাক টাকরো, চুকবল, থ্রোবল, জুজুৎস, বেসবল-সফটবল, টার্গেট বল, মহিলা ক্রীড়া সংস্থা, বাংলাদেশ কান্ট্রি গেমস, মার্শাল আর্ট কনফেডারেশন, বধির ক্রীড়া সংস্থা ছাড়াও নানা কর্মসূচি রেখেছে ন্যাশনাল প্যারালিম্পিক কমিটি অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন। এর ফলে তারুণ্যের উৎসবের মাধ্যমে বিমিয়ে পড়া ক্রীড়াঙ্গন আবার সরব হয়ে উঠছে, চাঞ্চল্যতা ফিরে পাচ্ছে এবং তারুণ্যের শক্তি আর ঐক্যে পুরো দেশ এখন উৎসবে পরিণত হতে চলেছে, যা নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে নতুন দিগন্তের সূচনা হবে।



সিলেটের গোয়াইনঘাটে চা শ্রমিক ও খাসিয়া জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে দিনব্যাপী তারুণ্যের উৎসব

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

উপদেষ্টা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

এবং

চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

সম্পাদক

মাহমুদ হোসেন খান দুলাল

প্রোডাকশন ম্যানেজার

মো. মোশারফ হোসেন

উপ-সহকারী সম্পাদক

মো. মাহমুদুল হাসান খান ফাহাদ

রিপোর্টার

মোহাম্মদ আবদুল অদুদ চৌধুরী তুহিন
এটিএম শরিফুল ইসলাম রুবেল

অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

মুহাম্মদ শাহ্ জামাল

মো. ফরিদুল ইসলাম

সিনেমা প্রজেকশনিষ্ট

বিকাশ তনচংগ্যা

প্রফ রিডার

মো. সাজ্জাদ হোসেন সবুজ

গ্রাফিক্স ডিজাইন

আবির মাহমুদ

সম্পাদকীয়

ক্রীড়াঙ্গনের ইতিহাস সংরক্ষণে আমরা
কবে মনোযোগী হবো?

যতই দিন যায়, স্বাভাবিক নিয়মেই তাগিদ অনুভূত হয়। বর্তমানকে করতে হলে এ ছাড়া গত্যন্তর বেশি জরুরি ক্রীড়াঙ্গনে। রেকর্ড বা মাইলফলক স্থাপিত কি না, চটপট তা যাচাই করার অতীতকে ছাড়িয়ে যেতে হলে সে ক্ষেত্রে পূর্বের তথ্য ও উপাত্ত অত্যন্ত



পেছন ফিরে তাকানোর একটা অতীতের দর্পণে বিচার-বিশ্লেষণ নেই। আর এ বিষয়টি সবচেয়ে ক্রীড়াঙ্গনে যখন কোনো একটা হয়, তেমনটা আগে হয়েছে প্রয়োজন অনুভূত হয়, তা ছাড়া অতীতের কাছেই ফিরতে হয়। অপরিসর্য। সেটা ছাড়া তো কোনো কিছু

পরিমাপ করা যায় না। যতই দিন অতিবাহিত হচ্ছে, ততই বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে তথ্য ও উপাত্তকে কার্যত অনাবশ্যক মনে করা হচ্ছে। তথ্য ও উপাত্ত সংরক্ষণ করার ব্যাপারে কোনো ইচ্ছা বা আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না। প্রয়োজনের সময় প্রকৃত অর্থেই হতাশ হতে হয়। রেকর্ড, মাইলফলক বা এ-সংক্রান্ত কোনো কিছু মিলিয়ে দেখতে চাইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হতে হয়। যে কারণে রেকর্ড ও মাইলফলকের ক্ষেত্রে চলছে একটা গোঁজামিল। এ বিষয়ে আমাদের সবারই কমবেশি দায়বদ্ধতা রয়েছে। আমরা রেডিমেড তথ্য-উপাত্ত পেতে চাই। না পেলে ইচ্ছা অনুসারে সাজিয়ে দিই। সত্য না মিথ্যা, তা যাচাই করার অভিপ্রায় সাধারণত থাকে না। অযাচিত তথ্য-উপাত্তই মোটামুটিভাবে সর্বজনস্বীকৃত হয়ে ওঠে। তথ্য বা উপাত্ত সংরক্ষণে আমাদের কার্পণ্য বা অমনোযোগিতা রীতিমতো প্রবাদ হয়ে আছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের কৃষ্ণকর্ণের ঘুম কি আদৌ ভাঙবে?

তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণে প্রাতিষ্ঠানিকভাবেও আমাদের অনিচ্ছা ও ব্যর্থতার কোনো তুলনা হয় না। আসলে রুঢ় সত্য হচ্ছে, সেই মন-মানসিকতাই গড়ে উঠেছে। জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশন, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ক্রীড়া সংস্থা, ঢাকা ও ঢাকার বাইরের ক্লাবসমূহ, বিভিন্ন ক্রীড়াসংশ্লিষ্ট সংগঠন বছরব্যাপী ক্রীড়া কার্যক্রম চালিয়ে থাকে। দেশের মাটিতে আয়োজন করা হয় আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, তা ছাড়া আন্তর্জাতিক প্রযোগিতায় নিয়মিত অংশ নেয় বাংলাদেশ দল। খেলাধুলা আয়োজন এবং অংশগ্রহণ কিংবা ক্রীড়াবিষয়ক কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর তথ্যাবলি সংরক্ষণে উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ধীরে ধীরে তথ্য ও উপাত্ত হারিয়ে যায়। আগে কোনো খেলা বা এ-সংক্রান্ত কার্যক্রম করা হলে সে উপলক্ষে একটি সুভেনির বা স্মরণিকা প্রকাশ করা হতো। তাতে সন্নিবেশিত হতো তথ্য, উপাত্ত ও ছবি। এই সুভেনির অনেকটা আর্কাইভের কাজ করত। বিগত অনেক বছর ধরে এ ধরনের প্রকাশনা ক্রমশ দুর্বল হয়ে উঠেছে। অথচ সাম্প্রতিককালে প্রযুক্তিগত সুবিধা সুলভ হয়ে যাওয়ায় তথ্য, উপাত্ত, ছবি সংরক্ষণ করা মোটেও ব্যয়বহুল নয়। একটুখানি সদিচ্ছা থাকলেই তা সংরক্ষণ করা সম্ভব। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মধ্যে সেই আগ্রহ দেখা যায় না। অধিকাংশ ক্রীড়া ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনে কোনো তথ্য, উপাত্ত ও ছবি সংরক্ষণ করা হয় না। কেউ কেউ করলেও পরবর্তীকালে সেই ধারাবাহিকতাও বজায় রাখা হয় না। এমনকি অতীতের সুভেনির বা খেলাধুলা-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রীতিমতো ঝেড়ে মুছে ফেলে দেওয়া হয়েছে। খেলাধুলা আয়োজনের পর এ-সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণে কী এক অজ্ঞাত কারণে গরজ বা তাগিদ অনুভব করা হয় না। এ কথা কবুল করে নেওয়া যায়, বেশির ভাগ ক্রীড়া সংগঠকদের মধ্যে ইতিহাসবোধ বা সচেতনতা নেই বললেই চলে। তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষিত না হলে যে নিজেদের কার্যক্রমও মুছে ফেলা হয়, সেই বিবেচনাও কাজ করে না। টেলিভিশন ফুটেজে একটু মুখ দেখানো হলেও কেল্লাফতে মনে করা হয়। ভবিষ্যৎ নিয়ে কে আর ভাবতে যায়? কিন্তু এই ভাবনাটা না ভাবলে ক্রীড়াঙ্গনের এগিয়ে যাওয়া সহজ হবে না।

সম্পাদকীয় কার্যালয়

৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পক্ষে সচিব কর্তৃক ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।

সম্পাদক কর্তৃক দি গুডলাক প্রিন্টার্স, ১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।

রেজিঃ নং ডিএ-৪২২। ফোন : ৪১০৫০৫৩৭। ফ্যাক্স : ৪১০৫০৫৫৭।

e-mail : krirajagat@gmail.com এবং krirajagat@yahoo.com

ক্রীড়াঙ্গনের জন্য ইতিহাস সৃষ্টিকারী ‘২০২৪’

দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল ২০২৪ সাল। নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে শেষ হয়ে গেল ২০২৪ সাল। এ বছর যেমন বাংলাদেশের রাজনীতিতে দারুণভাবে পরিবর্তন হয়েছে, ঠিক তেমনি ক্রীড়াঙ্গনেও দেখা গেছে বিস্ময়কর পরিবর্তন ও ইতিহাস সৃষ্টিকারী একটি বছর হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে আমাদের বিভিন্ন খেলাধুলার বেলায়ও। অথচ বছরের শুরুতে তেমন সাফল্য আসেনি খেলাধুলায়। মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু করেছে এ দেশের ক্রীড়াঙ্গনে জয়ের পরিবর্তনের ধারা, যা দেখে সত্যি সত্যিই দেশের মানুষ বেশ উপকৃত হয়েছিল। প্রথমে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের কথা আসা যাক, এবার আবারও টানা শিরোপা ধরে রাখতে চেষ্টা করেছে এবং সফল হয়েছে আমাদের নারী ফুটবলাররা। সাফে গতবারের মতো এবারও চ্যাম্পিয়নস হয়ে শিরোপা ধরে রাখতে পেরেছে আমাদের নারী ফুটবলাররা, যা নারী ফুটবলের বিরাট অর্জন। এবার আসা যাক অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল নিয়ে কথা। এই অনূর্ধ্ব-১৯ দলটা আবারও শিরোপা ধরে রাখতে পেরেছে ২০২৪ সালে এসেও। এ দলটা শক্তিশালী টিম ভারতকে পরাজিত করে আবারও এ বছরে ইতিহাস সৃষ্টি করছে রীতিমতো, যা সত্যি সত্যিই বিস্ময়কর এক ঘটনা ঘটলো এ বছরেই। এবার আসা যাক জাতীয়



ক্রিকেট দল নিয়ে কথা। এই জাতীয় দলকে নিয়ে আমরা খেলাপ্রমীদের আশা-ভরসা অনেক থাকে সব সময়ই। তাই বেশি আলোচিত হয় ইদানীং আমাদের জাতীয় দলের এ ক্রিকেট খেলাটাকে নিয়ে। এবারই ১ম জাতীয় দল পাকিস্তানে গিয়ে পাকিস্তান টিমকে হোয়াইটওয়াশ করে আসতে পেরেছে টেস্ট ক্রিকেটে এই ২০২৪ সালেই, যা কেউ কখনো ভাবেনি এমনটি ঘটবে। এখানে থেমে যাননি আমাদের খেলোয়াড়েরা। বছরের শেষ সফরেও ইন্ডিজ এর বিপক্ষে একটি টেস্ট জয় এবং টি-টোয়েন্টি সিরিজে রীতিমতো সবাইকে অবাক করে ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ করে ছেড়েছে আমাদের টাইগাররা। টি-টোয়েন্টিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল বিশ্ব চ্যাম্পিয়নস হওয়া একটি দল তাই তাদের হোয়াইটওয়াশ করে এমন লজ্জায় ভূপাতিত করতে পারাটা টাইগারদের জন্য এবং আমাদের দেশের জন্য অনেক বিরাট কিছু এবং অত্যন্ত সম্মানেরও বটে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ এর বিপক্ষে এমন সাফল্যগুলো এসেছে আমাদের আবার বিজয়ের মাসে, তাই এটা জাতির জন্য বাড়তি কিছুও বটে। কেননা, যেকোনো জয়ের চেয়ে বিজয়ের মাসে বিজয়ী হওয়াটা বাড়তি একটা উন্মাদনা জাতির জন্য। সবকিছু মিলে দেখা যাচ্ছে, ২০২৪ সালটা এ দেশের সব ক্রীড়াঙ্গনের জন্য ইতিহাস সৃষ্টিকারী একটি বছর ছিল। যার কারণে হয়তোবা পরবর্তী সময়েও বেশ স্মরণীয় হয়ে থাকবে জাতির হৃদয়ে এ বছরটি। আশা করি, ২০২৫ সালে এসেও এই জয়ের ধারাগুলো সব খেলাধুলাতে অব্যাহত রাখতে চেষ্টা করবে আমাদের সব খেলোয়াড়েরা, সেই শুভকামনা রইল

মোহাম্মদ রাসেদুল আলম (রাসেল)

কালাম উল্লাহর বাড়ি, আলম মঞ্জিল, মাইজভান্ডার, আমতলী,
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম ৪৩৫২।

সেরা চিঠি লেখককে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ক্রস চেক/বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ২৫ জানুয়ারি ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। - সম্পাদক



কোচ ছোটনের নেতৃত্বে এগিয়ে যাবে ফুটবল

বাংলাদেশের ফুটবল ইতিহাসের এক উজ্জ্বল নাম গোলাম রাব্বানী ছোটন, যিনি বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের সাবেক কোচ হিসেবে দেশের ক্রীড়া জগতে বিপ্লবী পরিবর্তন নিয়ে এসেছেন, এবার নতুন দায়িত্বে এলিট একাডেমি ফুটবল দলের কোচ হিসেবে যোগ দিয়েছেন।

২ জানুয়ারি বাফুফের প্রেস কনফারেন্স রুমে সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়, ছোটন এলিট একাডেমি ফুটবল দলের নতুন কোচ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁর কোচিং

ক্যারিয়ারে বাংলাদেশের নারী ফুটবল দলকে আন্তর্জাতিক মানে তুলে আনার অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং এবার তাঁর লক্ষ্য পুরুষদের ফুটবলেও নতুন দিগন্ত উন্মোচন করা।

ছোটন তাঁর কোচিং ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেছেন। তিনি বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে দলের উন্নতি ও সাফল্যের জন্য বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সময়ে



বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল আন্তর্জাতিক ফুটবল দৃশ্যে পরিচিতি লাভ করে এবং তার নেতৃত্বে দল পেয়েছিল একাধিক আন্তর্জাতিক অর্জন। ছোটনের অধীনে, এলিট একাডেমি ভবিষ্যতে স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভালো ফলাফল আশা করছে। তাঁর নতুন দায়িত্ব গ্রহণের পর এলিট একাডেমির ফুটবল দলকে প্রস্তুতির জন্য নানা কৌশল ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে শুরু করেছেন। তরুণ ফুটবলারদের মানসিকতা, শারীরিক শক্তি এবং দক্ষতা উন্নত করার প্রতি তাঁর বিশেষ নজর রয়েছে। এ ছাড়া দলের মধ্যে একটি সুস্থ প্রতিযোগিতা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি করতেও তিনি সচেষ্ট। এলিট একাডেমি ফুটবল দলের নতুন অধ্যায় শুরু হচ্ছে ছোটনের নেতৃত্বে এবং ক্রীড়া বিশ্লেষকরা আশা করছেন, তাঁর নির্দেশনায় একাডেমি ফুটবল বিশ্বে নতুন উচ্চতা ছুঁতে সক্ষম হবে।

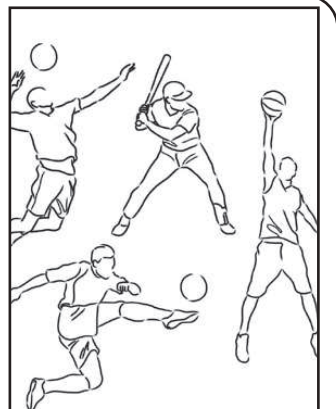
এদিকে ছোটনের কোচিংয়ে এলিট একাডেমি ফুটবল দলের প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে পৌঁছেছে। দলের তরুণ ফুটবলাররা নতুন কোচের অধীনে প্রশিক্ষণ নিয়ে আগামী প্রতিযোগিতাগুলিতে নিজেদের সেরাটা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। বাংলাদেশের ফুটবলে গোলাম রাব্বানী ছোটনের অবদান অবিস্মরণীয় এবং তাঁর নেতৃত্বে ফুটবল দলগুলোর উন্নতি এবং সাফল্য যে আরও একধাপ এগিয়ে যাবে, তা নিঃসন্দেহে বলাই যায়।

সাফায়েত আহমেদ রাব্বি

কেরানীগঞ্জ, ঢাকা - ১৪২১।



১ জানুয়ারি ২০২৫ সংখ্যার প্রচ্ছদ



বাংলাদেশের গর্ব এবং অহংকার আমাদের সৈকত

আইসিসির এলিট প্যানেলে অনেক আগের থেকেই রয়েছেন আমাদের গর্ব সৈকত সাহেব। আম্পায়ার হিসেবে দারুণ এবং দিন দিন উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছেন আমাদের সৈকত সাহেব। যার কারণে বিশ্ব ক্রিকেটের নামকরা সিরিজ বর্ডার-গাভাস্কার টেস্ট সিরিজ টি-টোয়েন্টিতে তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ আম্পায়ার পদে দায়িত্ব দিয়েছেন আইসিসি। কিন্তু উক্ত সিরিজে আইসিসি যে তাঁকে আম্পায়ার এর দায়িত্ব দিয়ে কোনো ভুল করেনি তা তিনি বার বার প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন, মেলবোর্নে সোয়া তিন লক্ষ দর্শকদের সামনে ও তাঁর আম্পায়ারিং এ কেউ উল্লেখযোগ্য ভুল ধরতে পারেনি। মেলবোর্নে তিনি থার্ড আম্পায়ার এর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ভারতের ব্যাটসম্যান জয়সোয়াল যখন পিছনে কিপারের হাতে আউট হয়েছিলেন তখন মেইন আম্পায়ার তাঁকে আউট দেননি। তখন অজিরা যখন থার্ড আম্পায়ার এর সাহায্য নেই তখন আমাদের সৈকত সাহেব সেটি ভালো করে দেখে আউট দিয়ে দেন। অবশ্য এটি নিয়ে ভারতীয় দের নাথাকলে শেষ নেই এবং অনেকে উল্টা পাল্টা সমালোচনাও করে গেছেন এ আউটটিকে নিয়ে। কিন্তু তারা এ রকম করলে কি হবে যেখানে বিশ্বের সাবেক সেরা খেলোয়াড়েরা সৈকতের সুনাম করে গেছেন, সেখানে গুটি কয়েক মানুষেরা বদনাম করলেও আসলে কিছু এসে যায় না বলে মনে করি। এ আউটটি নিয়ে যখন বিতর্ক করার কেউ কেউ চেষ্টা চালায় ঠিক সেই মুহুর্তে অজিদের সাবেক সেরা আম্পায়ার সাইমন টাফেল বলেছিলেন, এটা পরিষ্কার আউট, এটাতে ভুল হওয়ার কিছু নেই, সৈকতের সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল। ভারতের সাবেক কোচ রবি শাস্ত্রী বলেছিলেন, তৃতীয় আম্পায়ার চাইলে ম্লিকো না ও মানতে পারেন, বলটি আসলে জয়সোয়ালের গ্লাভসে লেগে দিক পরিবর্তন করেছে, তাই সৈকত আউট দিয়েছেন, তাই আমার কাছে মনে হয়েছে এটি সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল। ইংল্যান্ডের সাবেক খেলোয়াড় মাইকেল ভন ও বলেছিলেন এটি নিশ্চিত আউট এখানে কোনো কথা বলার সুযোগ নেই। অজিদের সাবেক সেরা খেলোয়াড় পনডিং, মার্ক ওয়াহ ও বলেছিলেন এটি থার্ড আম্পায়ার সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। আসলে সাবেক বাঘা বাঘা খেলোয়াড়েরা যখন সৈকতের সুনাম করতে বাধ্য হচ্ছে তখন তার আর পিছনে ফিরে না তাকালেও চলবে। দিন দিন যেভাবে সৈকত সাহেব আম্পায়ারিং এ ভালো পারফরম্যান্স করে বেড়াচ্ছেন প্রতিটি সিরিজে, এমনটি চলতে থাকলে আশা করা যায় তিনি একদিন বিশ্ব সেরাদের সেরা কাতারে চলে যেতে পারবেন, এবং ওই দিনটি ও আশা রাখি বেশি দূরে নয়। তার মতো একজন গর্বিত আম্পায়ার পাওয়া আমাদের দেশের জন্য অত্যন্ত সম্মানের এবং গর্বের। আশা রাখি দেশের সম্মান তার জন্য সামনের দিন গুলোতে আরো অনেক অনেক বৃদ্ধি পাবে, সেটা কামনা রইলো দেশবাসীর

খাদিজাতুল কোবরা, প্রযত্নে- মাহাবু সাহেব,
বায়তুল শরফ মাদ্রাসার পশ্চিমে, ধলই, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

লাল-সবুজ জার্সিতে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলে খেলার ছাড়পত্র মিলেছে হামজা চৌধুরীর



বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত যুক্তরাজ্য প্রবাসী ফুটবলার হামজা দেওয়ান চৌধুরী বাংলাদেশের জাতীয় ফুটবল দলের হয়ে আন্তর্জাতিক ম্যাচে অংশগ্রহণের আনুষ্ঠানিক অনুমতি পেয়েছেন। ফিফার ফুটবল ট্রাইব্যুনালের প্লেয়ার স্ট্যাটাস চেম্বার এই অনুমতি প্রদান করেছে, যার ফলে চৌধুরী এখন থেকে বাংলাদেশ দলের জার্সি গায়ে মাঠে নামতে পারবেন।

হামজা চৌধুরী, যিনি বর্তমানে ইংল্যান্ডের শীর্ষ ফুটবল লিগ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দল 'লেস্টার সিটি এফসি'তে খেলে থাকেন, তার প্রতিভা ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তিনি ইংল্যান্ডের যুবদলের হয়ে খেলার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এবং প্রিমিয়ার লিগে তার খেলার মাধ্যমে ফুটবল বিশেষজ্ঞদের প্রশংসা পেয়েছেন। তবে তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন এবং জাতিগতভাবে বাংলাদেশের জন্য খেলার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ফিফার ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তে বাংলাদেশের ফুটবল দলের কোচ এবং কর্মকর্তারা আশাবাদী যে হামজা চৌধুরীর অভিজ্ঞতা এবং প্রতিভা জাতীয় দলের জন্য মূল্যবান হবে। এই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের ফুটবল মহলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং এটি দেশের ফুটবলের উন্নতির জন্য একটি বড় সাফল্য বলে বিবেচিত হচ্ছে। হামজা চৌধুরী তাঁর খেলার মাধ্যমে দেশের জন্য নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করবেন, এমনটি বিশ্বাস করেন দেশের ফুটবল সমর্থকরা। তাঁর মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গেই নতুন উদ্দীপনা এবং শক্তি পাবে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল, যা ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে আরও ভালো ফলাফল অর্জনে সহায়ক হবে। এখন পর্যন্ত, হামজা চৌধুরী কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচে বাংলাদেশ প্রতিনিধিত্ব না করলেও, ভবিষ্যতে তাঁকে দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক ম্যাচে অংশ নিতে দেখা যাবে, এমনটি আশা করা হচ্ছে।

রাশেদ আহমেদ, গুলশান, ঢাকা-১২১২।

ক্রিকেট মাঠ থেকে রণাঙ্গনে এক অমর ক্রীড়াবীরের গল্প

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অনেক ক্রীড়াবিদের নাম জড়িয়ে আছে, কিন্তু শহীদ জুয়েল একটি আলাদা স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি কেবল একজন দক্ষ ক্রিকেটারই ছিলেন না, বরং জাতির স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। শহীদ জুয়েলের জীবনগatha আমাদের কাছে একটি প্রেরণার প্রতীক। শহীদ জুয়েলের পুরো নাম আব্দুল হালিম চৌধুরী জুয়েল। তিনি জনগ্রহণ করেছিলেন ১৯৪৯ সালে, পাবনা জেলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাধর। ক্রিকেট ছিল তার শৈশবের অন্যতম সঙ্গী। ঢাকা স্টেডিয়ামে (বর্তমান বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম) তৎকালীন সময়ে তার ব্যাটিং দেখে অনেকেই তাকে 'বাংলার ব্র্যাডম্যান' বলে ডাকতেন। শহীদ জুয়েল ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় ক্রিকেট দলের অন্যতম

সেরা ব্যাটসম্যান। ১৯৬৯ সালে তিনি পাকিস্তানের ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দেন। তার স্টাইলিশ ব্যাটিং এবং স্পিন-বোলিং দক্ষতা দর্শকদের মুগ্ধ করত। কিন্তু তার প্রতিভা পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের কাছে উপেক্ষিত হয়েছিল, যা বাঙালি ক্রিকেটারদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক আচরণের একটি উদাহরণ। ১৬ ডিসেম্বর, যখন বাংলাদেশের বিজয়ের সূচনা হচ্ছিল, সেই সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী শহীদ জুয়েলসহ আরও দুই বীর মুক্তিযোদ্ধা-শহীদ মুশতাক ও শহীদ আজাদকে নির্মমভাবে হত্যা করে। বিজয়ের ঠিক আগমুহুর্তে এই হত্যাকাণ্ড বাঙালি জাতির হৃদয়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। স্বাধীনতার পর শহীদ জুয়েলের আত্মত্যাগকে স্মরণীয় করে রাখতে তাকে জাতীয়ভাবে সম্মাননা দেওয়া হয়। শহীদ জুয়েলের নামে

একটি স্টেডিয়াম এবং স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তিনি বাংলাদেশের ক্রীড়া ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। শহীদ জুয়েলের জীবন আমাদের শেখায় যে প্রতিভা কখনো কেবল ব্যক্তিগত গৌরবের জন্য নয়, বরং তা জাতির কল্যাণেও উৎসর্গ করা যায়। আজকের প্রজন্মের ক্রীড়াবিদদের জন্য শহীদ জুয়েল এক অমূল্য প্রেরণা। শহীদ জুয়েল ছিলেন এমন একজন ক্রীড়াবিদ, যিনি তার প্রতিভা ও সাহসের সমন্বয়ে বাংলাদেশকে মুক্ত করতে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তার মতো মহান আত্মত্যাগ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে দেশের জন্য ভালোবাসা ও আত্মনিবেদন কখনো বৃথা যায় না। শহীদ জুয়েল, তুমি বাংলার আকাশে চিরকালীন নক্ষত্র হয়ে জ্বলতে থাকবে।

রাশেদ আহমেদ, গুলশান, ঢাকা-১২১২।



শেষ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবেই
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে
‘বিদায়’ বলে দিয়েছেন
তামিম ইকবাল।
বাংলাদেশের জার্সি গায়ে
আর কখনো খেলবেন না

তিনি। এর ফলে উজ্জ্বল এক তারকার ১৬
বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের অবসান
ঘটল। তামিম একবার বলেছিলেন, ‘আমাকে
ভুলে যাইয়েন না, মনে রাখবেন।’ আসলে
মুখে কিছু বলার দরকার ছিল না। তাঁর হয়ে
যা বলার তা তো বলছে রেকর্ড-পরিসংখ্যানই।
চাইলেও যে ভোলা যাবে না, পারফরম্যান্সের
দ্যুতিতে কীর্তমান তামিমকে মনে রাখতে বাধ্য
বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাস।

আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির দলে তামিম
ইকবালকে খুব করে চেয়েছিল বাংলাদেশের
টিম ম্যানেজমেন্ট। বিসিবি সভাপতি ফারুক
আহমেদ আশা করে আসছিলেন আগে থেকেই,
অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত অনুরোধ
করেছিলেন, অন্য দুই নির্বাচক আবদুর রাজ্জাক
ও হান্নান সরকারকে নিয়ে প্রধান নির্বাচক
গাজী আশরাফ হোসেন লিপু নিজে সিলেটে
গিয়ে তামিমের সাথে কথাও বলেছেন। কিন্তু
প্রথমেই ফেরার প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়া এই
বাঁহাতি ওপেনার পরে জোরাজুরিতে পরিবারের
সঙ্গে কথা বলে ভেবে দেখার জন্য দু-তিন দিন
সময় চেয়ে নেন। অবশ্য বিসিবিকে বেশিদিন
অপেক্ষায় রাখেননি তামিম। ১০ জানুয়ারি রাতে
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজের
ভেরিফায়েড আইডিতে এক পোস্টের মাধ্যমে
অবসরের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন
তিনি।

এবারই অবশ্য প্রথম নয়। এর আগে ২০২৩
সালের জুলাইয়ে চট্টগ্রামে আফগানিস্তানের
বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডের
পর হট করে সংবাদ সম্মেলন
ডেকে জাতীয় দল থেকে
সরে যাওয়ার ঘোষণা
দিয়েছিলেন তামিম
ইকবাল। নানা কারণে
চাপে পড়ে আচমকা
ওই সিদ্ধান্ত নেওয়ার
পর তৎকালীন
প্ধানমন্ত্রীর
অনুরোধে চব্বিশ
ঘণ্টা পর অবসর
ভেঙে ফিরেও

ফিরলেন না তামিম ইকবাল

মো. মাহবুবুর রশিদ

এসেছিলেন। ২০২০ সালে শেষবার আন্তর্জাতিক
টি-টোয়েন্টি খেলার পর সাময়িক বিশ্রামে যাওয়ার
কথা বলে পরে এই সংস্করণকে গুডবাই জানিয়ে
দেওয়া তামিমের যাবতীয় ধ্যান-জ্ঞান ছিল ওই
বছরের ওয়ানডে বিশ্বকাপ নিয়ে, স্বপ্ন ছিল
অনেক, ছিল পরিকল্পনাও। অধিনায়ক হিসেবে
দাপট দেখিয়ে বাছাইপর্বের বৈতরণী পার করার
পর দলটা গোছাছিলেন ভারতে অনুষ্ঠিত ওই
বিশ্বআসরের জন্য। অবসরের নাটকীয়তার পর
বিশ্বকাপ সামনে রেখে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে
ঘরের মাঠে দুটি ওয়ানডে ম্যাচও খেলেছিলেন।
কিন্তু নিয়তির কী মর্মম পরিহাস, ক্রিকেটীয়
কারণে নয়, শ্রেফ কূটকৌশলের মারপ্যাঁচে
বিশ্বকাপটা আর খেলা হয়নি তামিমের!

অধিনায়ক সাকিব
ও প্রধান কোচ
হাথুরুসিংহের
পরিকল্পনায়
ঘোষণার

আল হাসান
চন্ডিকা
অড্ডুত
দল

আগেই
অযাচিতভাবে
তাকে মূলত
ক্ষেপিয়ে
তোলার
জন্য

প্রস্তাব
দেওয়া
হয় কিছু
ওপেনিং থেকে
নেমে ব্যাটিং
জন্য! আজীবন

ম্যাচে
নিচে
করার

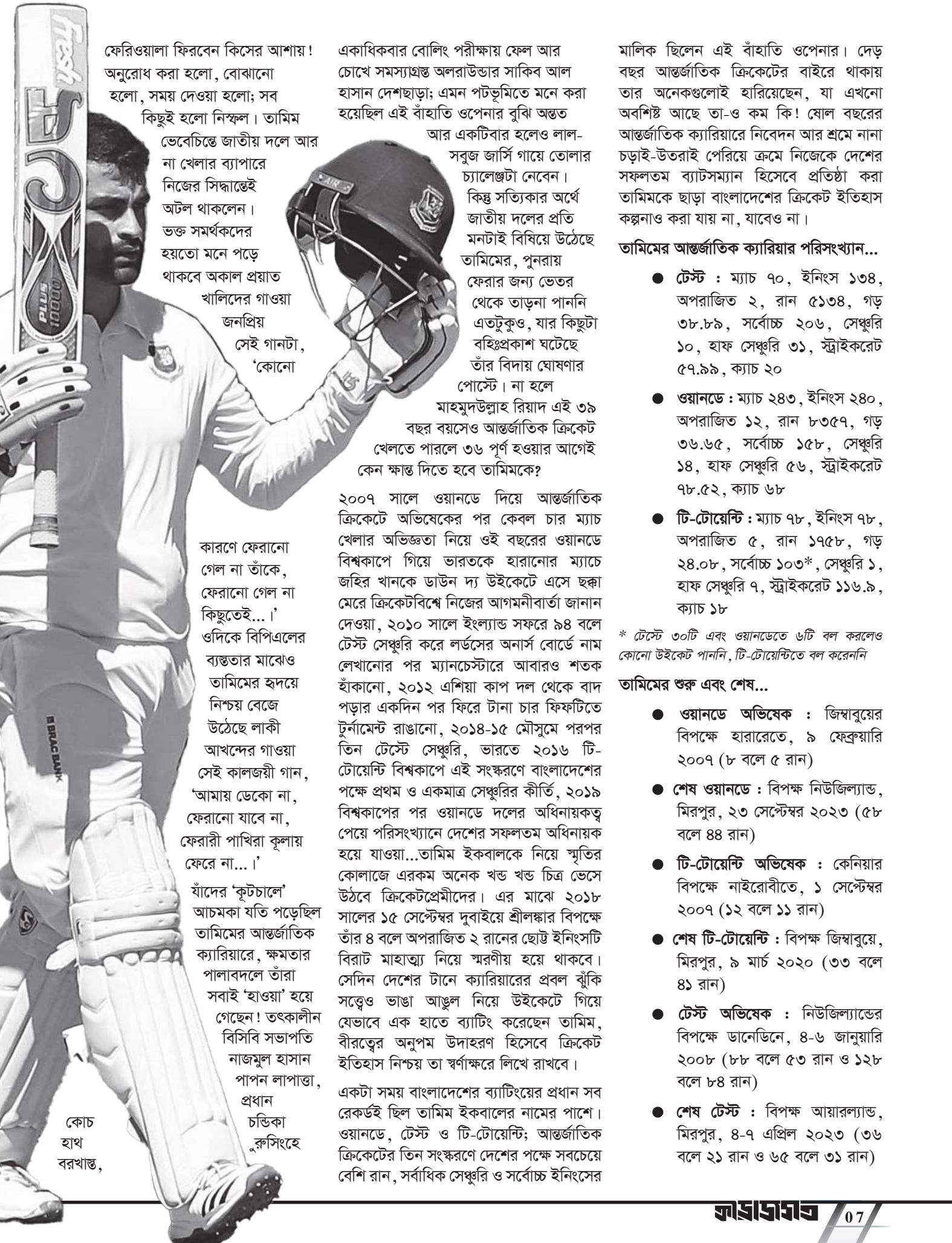
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ওপেনিং করা তামিম
দলে নিজের এমন অবস্থান মানতে না পেরে
অভিমান ও ক্ষোভে নিজেই নিজের নাম
প্রত্যাহার করে নেন বিশ্বকাপ দল থেকে।
এরপর একটি বেসরকারি টেলিভিশনের সঙ্গে
সাক্ষাৎকারে তখনকার অধিনায়ক সাকিব
আল হাসান যে রুঢ় ভাষায় রসিয়ে রসিয়ে
সমালোচনা আর ব্যঙ্গ করে একের পর এক
অভিযোগের তির ছুঁড়েছেন এক সময়ের
প্রিয় বন্ধু ও সতীর্থ তামিমের প্রতি, এমন
ন্যাকারজনক ঘটনা ক্রিকেট বিশ্ব আগে কখনো
দেখেছে কি-না সন্দেহ!

এরপর ঘড়ির কাঁটায় সময় পেরিয়েছে, পদ্মা-
মেঘনায় অনেক জলও গড়িয়েছে। আর তামিম
ইকবালকে নিয়ে ধোঁয়াশা কেবলই বেড়েছে।
বিসিবির কেন্দ্রীয় চুক্তিতে নিজেকে না
রাখতে জানিয়ে দিলেও তামিম কিন্তু
অবসরের ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু
বলেননি, তৈরি করেছেন রহস্যময়তা।
এদিকে বাংলাদেশ দলেও তাঁর শূন্যতা
পূরণ হয়নি, বরং প্রয়োজনীয়তা অনুভব
হয়েছে প্রতিনিয়ত। প্রায় দেড় বছর
জাতীয় দলের চৌহদ্দিতে নেই তামিম,
কিন্তু ওপেনিংয়ে এই বাঁহাতি ওপেনারের
জায়গা নিতে পারেননি কেউ। এতদিন
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাইরে থাকার পরও
প্রাসঙ্গিক থেকেছেন তামিম, মনে হয়েছে তাঁর
অভাব। গত বিপিএলে ফরচুন বরিশালকে প্রথম
শিরোপা এনে দেওয়ার পথে শুধু ক্যারিশমাটিক
অধিনায়কত্বই করেননি তামিম, পাশাপাশি
দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়ে প্লয়ার অব দ্য
টুর্নামেন্টের পুরস্কারও জিতেছেন। এবারও একই
ফ্যাশনইজির হয়ে বিপিএলে ভালো খেলছেন
তামিম। এ ছাড়া বিপিএলের আগে এনসিএল
টি-টোয়েন্টিতে চট্টগ্রাম বিভাগের হয়ে ৪ ম্যাচ
খেলে ঝোড়ো গতির দুই ফিফটিতে উত্তাল ছিল
তামিমের ব্যাট।

এদিকে বাংলাদেশ দল ওয়ানডেতে কাটাচ্ছে
দারুণ দুঃসময়। ২০২৪ সালে পছন্দের
সংস্করণে টাইগারদের হটাৎ করে ছলছাড়া হয়ে
যাওয়ার প্রধান কারণ ওপেনিংয়ের বাজে দশা
এবং টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানদের ফর্মহীনতা।
এমন অবস্থায় চ্যাম্পিয়নস ট্রফির মতো বড়
আসরে তামিমের অভিজ্ঞতা ও সামর্থ্যের
ওপর আস্থা রেখেই মূলত তাঁকে
ফিরিয়ে আনার জন্য এত
তোড়জোড়

চালানো হলো।
কিন্তু আকাজ্জিত বিশ্বকাপের
স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে যাঁর, সেই স্বপ্নের





ফেরিওয়ালা ফিরবেন কিসের আশায়!
অনুরোধ করা হলো, বোঝানো
হলো, সময় দেওয়া হলো; সব
কিছুই হলো নিষ্ফল। তামিম

ভেবেচিন্তে জাতীয় দলে আর
না খেলার ব্যাপারে
নিজের সিদ্ধান্তেই
অটল থাকলেন।
ভক্ত সমর্থকদের
হয়তো মনে পড়ে
থাকবে অকাল প্রয়াত
খালিদের গাওয়া
জনপ্রিয়
সেই গানটা,
'কোনো

কারণে ফেরানো
গেল না তাঁকে,
ফেরানো গেল না
কিছুতেই...।'
ওদিকে বিপিএলের
ব্যস্ততার মাঝেও
তামিমের হৃদয়ে
নিশ্চয় বেজে
উঠেছে লাকী
আখন্দের গাওয়া
সেই কালজয়ী গান,
'আমায় ডেকো না,
ফেরানো যাবে না,
ফেরারী পাখিরা কূলায়
ফেরে না...।'

যাঁদের 'কূটচালে'
আচমকা যতি পড়েছিল
তামিমের আন্তর্জাতিক
ক্যারিয়ারে, ক্ষমতার
পালাবদলে তাঁরা
সবাই 'হাওয়া' হয়ে
গেছেন! তৎকালীন
বিসিবি সভাপতি
নাজমুল হাসান
পাপন লাপান্তা,
প্রধান
চন্ডিকা
রুঙ্গসিংহে

কোচ
হাথ
বরখাস্ত,

একাধিকবার বোলিং পরীক্ষায় ফেল আর
চোখে সমস্যাগ্রস্ত অলরাউন্ডার সাকিব আল
হাসান দেশছাড়া; এমন পটভূমিতে মনে করা
হয়েছিল এই বাঁহাতি ওপেনার বুঝি অন্তত

আর একটিবার হলেও লাল-

সবুজ জার্সি গায়ে তোলার
চ্যালেঞ্জটা নেবেন।

কিন্তু সত্যিকার অর্থে
জাতীয় দলের প্রতি
মনটাই বিষিয়ে উঠেছে
তামিমের, পুনরায়
ফেরার জন্য ভেতর
থেকে তাড়না পাননি
এতটুকুও, যার কিছুটা
বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে
তাঁর বিদায় ঘোষণার
পোস্টে। না হলে

মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ এই ৩৯
বছর বয়সেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট
খেলতে পারলে ৩৬ পূর্ণ হওয়ার আগেই
কেন ক্ষান্ত দিতে হবে তামিমকে?

২০০৭ সালে ওয়ানডে দিয়ে আন্তর্জাতিক
ক্রিকেটে অভিষেকের পর কেবল চার ম্যাচ
খেলার অভিজ্ঞতা নিয়ে ওই বছরের ওয়ানডে
বিশ্বকাপে গিয়ে ভারতকে হারানোর ম্যাচে
জহির খানকে ডাউন দ্য উইকেটে এসে ছক্কা
মেরে ক্রিকেটবিশ্বে নিজের আগমনীবার্তা জানান
দেওয়া, ২০১০ সালে ইংল্যান্ড সফরে ৯৪ বলে
টেস্ট সেঞ্চুরি করে লর্ডসের অনার্স বোর্ডে নাম
লেখানোর পর ম্যানচেস্টারে আবারও শতক
হাঁকানো, ২০১২ এশিয়া কাপ দল থেকে বাদ
পড়ার একদিন পর ফিরে টানা চার ফিফটিতে
টুর্নামেন্ট রাঙানো, ২০১৪-১৫ মৌসুমে পরপর
তিন টেস্টে সেঞ্চুরি, ভারতে ২০১৬ টি-
টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এই সংস্করণে বাংলাদেশের
পক্ষে প্রথম ও একমাত্র সেঞ্চুরির কীর্তি, ২০১৯
বিশ্বকাপের পর ওয়ানডে দলের অধিনায়কত্ব
পেয়ে পরিসংখ্যানে দেশের সফলতম অধিনায়ক
হয়ে যাওয়া...তামিম ইকবালকে নিয়ে স্মৃতির
কোলাজে এরকম অনেক খন্ড খন্ড চিত্র ভেসে
উঠবে ক্রিকেটপ্রেমীদের। এর মাঝে ২০১৮
সালের ১৫ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে
তাঁর ৪ বলে অপরাজিত ২ রানের ছোট্ট ইনিংসটি
বিরাট মাহাত্ম্য নিয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।
সেদিন দেশের টানে ক্যারিয়ারের প্রবল ঝুঁকি
সত্ত্বেও ভাঙা আঙুল নিয়ে উইকেটে গিয়ে
যেভাবে এক হাতে ব্যাটিং করেছেন তামিম,
বীরত্বের অনুপম উদাহরণ হিসেবে ক্রিকেট
ইতিহাস নিশ্চয় তা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবে।

একটা সময় বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ের প্রধান সব
রেকর্ডই ছিল তামিম ইকবালের নামের পাশে।
ওয়ানডে, টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি; আন্তর্জাতিক
ক্রিকেটের তিন সংস্করণে দেশের পক্ষে সবচেয়ে
বেশি রান, সর্বাধিক সেঞ্চুরি ও সর্বোচ্চ ইনিংসের

মালিক ছিলেন এই বাঁহাতি ওপেনার। দেড়
বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাইরে থাকায়
তার অনেকগুলোই হারিয়েছেন, যা এখনো
অবশিষ্ট আছে তা-ও কম কি! শোল বছরের
আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে নিবেদন আর শ্রমে নানা
চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ক্রমে নিজেকে দেশের
সফলতম ব্যাটসম্যান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা
তামিমকে ছাড়া বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাস
কল্পনাও করা যায় না, যাবেও না।

তামিমের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান...

- **টেস্ট** : ম্যাচ ৭০, ইনিংস ১৩৪,
অপরাজিত ২, রান ৫১৩৪, গড়
৩৮.৮৯, সর্বোচ্চ ২০৬, সেঞ্চুরি
১০, হাফ সেঞ্চুরি ৩১, স্ট্রাইকরেট
৫৭.৯৯, ক্যাচ ২০
- **ওয়ানডে** : ম্যাচ ২৪৩, ইনিংস ২৪০,
অপরাজিত ১২, রান ৮৩৫৭, গড়
৩৬.৬৫, সর্বোচ্চ ১৫৮, সেঞ্চুরি
১৪, হাফ সেঞ্চুরি ৫৬, স্ট্রাইকরেট
৭৮.৫২, ক্যাচ ৬৮
- **টি-টোয়েন্টি** : ম্যাচ ৭৮, ইনিংস ৭৮,
অপরাজিত ৫, রান ১৭৫৮, গড়
২৪.০৮, সর্বোচ্চ ১০৩*, সেঞ্চুরি ১,
হাফ সেঞ্চুরি ৭, স্ট্রাইকরেট ১১৬.৯,
ক্যাচ ১৮

* টেস্টে ৩০টি এবং ওয়ানডেতে ৬টি বল করলেও
কোনো উইকেট পাননি, টি-টোয়েন্টিতে বল করেননি

তামিমের শুরু এবং শেষ...

- **ওয়ানডে অভিষেক** : জিম্বাবুয়ের
বিপক্ষে হারারেতে, ৯ ফেব্রুয়ারি
২০০৭ (৮ বলে ৫ রান)
- **শেষ ওয়ানডে** : বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড,
মিরপুর, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ (৫৮
বলে ৪৪ রান)
- **টি-টোয়েন্টি অভিষেক** : কেনিয়ার
বিপক্ষে নাইরোবীতে, ১ সেপ্টেম্বর
২০০৭ (১২ বলে ১১ রান)
- **শেষ টি-টোয়েন্টি** : বিপক্ষে জিম্বাবুয়ে,
মিরপুর, ৯ মার্চ ২০২০ (৩৩ বলে
৪১ রান)
- **টেস্ট অভিষেক** : নিউজিল্যান্ডের
বিপক্ষে ডানেডিনে, ৪-৬ জানুয়ারি
২০০৮ (৮৮ বলে ৫৩ রান ও ১২৮
বলে ৮৪ রান)
- **শেষ টেস্ট** : বিপক্ষে আয়ারল্যান্ড,
মিরপুর, ৪-৭ এপ্রিল ২০২৩ (৩৬
বলে ২১ রান ও ৬৫ বলে ৩১ রান)

রেকর্ডের পাতায় তামিমের কীর্তির জয়গান



অনেক অনুরোধের পরও চ্যাম্পিয়নস ট্রফির বাংলাদেশ দলে না ফিরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকেই বিদায় বলে দিয়েছেন তামিম ইকবাল। অভিজ্ঞ এই বাঁহাতি ওপেনারের ব্যাট থেকে অনেকগুলো 'প্রথম' দেখেছে বাংলাদেশের ক্রিকেট, উপহার দিয়েছেন অসংখ্য স্মরণীয় মুহূর্ত; রাঙিয়েছেন রেকর্ড বইয়ের নানা পাতা। তামিমের প্রায় ষোল বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের অলিগলি খুঁজে উল্লেখযোগ্য রেকর্ড-পরিসংখ্যান ও মাইলফলকের কিছু গল্প তুলে আনা হয়েছে এই প্রতিবেদনে...।

ওয়ানডেতে সর্বাধিক রান সংগ্রাহক

একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে সর্বোচ্চ ৮৩৫৭ রান সংগ্রাহক তামিম (২৪৩ ম্যাচের ২৪০ ইনিংসে) দেশের একমাত্র 'আট হাজারি' ক্লাবের সদস্য। দুইয়ে মুশফিকুর রহিম (২৭২ ম্যাচের ২৫৪ ইনিংসে ৭৭৯৩)। টেস্টে উল্টো চিত্র, দুইয়ে তামিম (৭০ ম্যাচের ১৩৪ ইনিংসে ৫১৩৪), এক-এ মুশফিক (৯৪ ম্যাচের ১৭৪ ইনিংসে ৬০০৭)। টি-টোয়েন্টিতে তামিম এক সময় শীর্ষে থাকলেও এখন চারে (৭৪ ম্যাচের ৭৪ ইনিংসে ১৭০১), এন নম্বরে সাকিব (১২৯ ম্যাচের ১২৭ ইনিংসে ২৫৫১)। তিন সংস্করণ মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে রানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানের মধ্যে দুইয়ে তামিম (৩৮৭ ম্যাচের ৪৪৮ ইনিংসে ১৫১৯২ রান) এবং সম্প্রতি এক নম্বরে উঠে গেছেন মুশফিক (৪৬৮ ম্যাচের ৫২১ ইনিংসে ১৫৩০০ রান)।

দেশের সর্বকনিষ্ঠ ওয়ানডে সেঞ্চুরিয়ান

২০০৮ সালের ২২ মার্চ মিরপুরে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে ম্যাচে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরির (১৩৬ বলে ১২৯) দিন তামিমের বয়স ছিল ১৯ বছর ২ দিন। ওয়ানডেতে এখনো বাংলাদেশের সর্বকনিষ্ঠ সেঞ্চুরিয়ান তিনি। তামিম ভেঙ্গেছেন সাকিবের রেকর্ড। এই বাঁহাতি অলরাউন্ডার ২০০৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সেন্ট জোনেসে কানাডার বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডে সেঞ্চুরি (১৫২ বলে অপরাজিত ১৩৪) করেছিলেন ১৯ বছর



৩৪১ দিন বয়সে। সব মিলিয়ে এই সংস্করণে তামিমের চেয়ে কম বয়সে সেঞ্চুরির রেকর্ড আছে আর মাত্র ৫ জনের, যথাক্রমে- পাকিস্তানের শহীদ আফ্রিদি (১৬ বছর ২১৭ দিন), আফগানিস্তানের উসমান গনি (১৭ বছর ২৪২ দিন), পাকিস্তানের ইমরান নাজির (১৮ বছর ১২১ দিন) ও সেলিম এলাহী (১৮ বছর ৩১২ দিন) এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাইতিজা মুক্কালাল্লার (১৮ বছর ৩৫৫ দিন)।

এক মাঠেই এত রান!

মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে ৮৭ ওয়ানডের ৮৫ ইনিংসে তামিমের রান ২৮৯৭। এই সংস্করণে এক ভেন্যুতে সর্বাধিক রানের বিশ্ব রেকর্ড এটি। তালিকায় তারপরই আছেন মুশফিকুর রহিম (৯৬ ম্যাচের ৯১ ইনিংসে ২৬৮৪) ও সাকিব আল হাসান (৮৯ ম্যাচের ৮৫ ইনিংসে ২৬৫৬), তাঁরাও কীর্তি গড়েছেন মিরপুরেই। বাংলাদেশের তিন খেলোয়াড়ের আগে ওয়ানডেতে নির্দিষ্ট এক মাঠে সর্বোচ্চ রানের বিশ্ব রেকর্ডের মালিক ছিলেন শ্রীলঙ্কার সনাথ জয়াসুরিয়া, কলম্বোর রমেশ প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কার এই সাবেক তারকা করেছেন ২৫১৪ রান (৭১ ম্যাচের ৭০ ইনিংসে, ১৯৯২ থেকে ২০০৯ সময়কালে), এখন তিনি তালিকার চারে।

টি-টোয়েন্টিতে দেশের প্রথম

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের প্রথম ও একমাত্র সেঞ্চুরিয়ান তামিম। ভারতে অনুষ্ঠিত ২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে

ধর্মশালায় ওমানের বিপক্ষে এই বাঁহাতি ওপেনারের ব্যাট থেকে এসেছিল ৬৩ বলে ১০ বাউন্ডারি ও ৫ ছক্কায় সাজানো অপরাজিত ১০৩ রানের দুর্দান্ত একটি ইনিংস। এই সংস্করণে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ইনিংসের মালিকও তামিম (অপরাজিত ৮৮, প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ, মিরপুর, ১০ ডিসেম্বর ২০১২)।

সর্বাধিক সেঞ্চুরিয়ান

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে সবচেয়ে বেশি ২৫টি সেঞ্চুরি এসেছে তামিমের ব্যাট থেকে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২০ সেঞ্চুরির মালিক মুশফিক। ওয়ানডেতে সর্বাধিক ১৪টি সেঞ্চুরি এসেছে এই বাঁহাতি ওপেনারের উইলো থেকে (৯টি করে সেঞ্চুরি নিয়ে যুগ্মভাবে দুইয়ে সাকিব ও মুশফিক)। টেস্টে তামিমের সেঞ্চুরি সংখ্যা ১০ (এ ক্ষেত্রে মুমিনুলের সেঞ্চুরি সর্বোচ্চ ১৩টি, মুশফিকের ১১) এবং টি-টোয়েন্টিতে ১। তিন সংস্করণ মিলিয়ে তামিমের মোট হাফ সেঞ্চুরির ইনিংস ৯৪টি, ফিফটির তালিকায় তাঁর ওপরে কেবল সাকিব (১০০টি)।

প্রথম দেড় শ

ওয়ানডেতে বাংলাদেশের হয়ে একাধিক ১৫০ রানের ইনিংস আছে শুধু তামিমের। ২০০৯ সালের ১৬ আগস্ট ব্লাওয়েতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে প্রথম বাংলাদেশি ব্যাটসম্যান হিসেবে এই সংস্করণে দেড় শ রানের ইনিংস খেলেছিলেন তিনি (১৩৮ বলে ১৫৪ রান)। ২০২০ সালের ৩ মার্চ সিলেটে একই প্রতিপক্ষের সঙ্গে তামিম ভাঙেন নিজের রেকর্ড, ১৫৪ ছাপিয়ে করেন ১৫৮ রান। অবশ্য ঠিক পরের ম্যাচে তাঁর রেকর্ড টপকে ১৭৬ রানের ইনিংস খেলে তালিকার শীর্ষে নাম লেখান লিটন দাস। ২০২৩ সালের ২০ ডিসেম্বর নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে নেলসনে ১৫১ বলে ১৬৯ রান আসে সৌম্য সরকারের ব্যাট থেকে। ওয়ানডেতে বাংলাদেশের ১৫০ ছাড়ানো ব্যক্তিগত ইনিংস এই চারটিই।

যেখানে তৃতীয় সর্বোচ্চ

ওয়ানডেতে ওপেনিংয়ে তৃতীয় সর্বোচ্চ ২৯২ রানের জুটির অংশীদার তামিম। লিটন দাসকে (১৭৬) সঙ্গে নিয়ে ২০২০ সালের ৬ মার্চ সিলেটে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে তামিম (১০৯ বলে অপরাজিত ১২৮) গড়েছিলেন ২৯২ রানের পার্টনারশিপ, বৃষ্টির কারণে ম্যাচটি ছিল ৪৩ ওভারের। ওয়ানডে ইতিহাসে উদ্বোধনী জুটিতে এরচেয়ে বেশি রান তোলা নজীর আছে আর কেবল দুটি- ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন ক্যাম্পবেল ও শাই হোপের ৩৬৫ রান (বিপক্ষ আয়ারল্যান্ড, ডাবলিন, ৫ মে ২০১৯) এবং পাকিস্তানের ইমাম উল হক ও ফখর জামানের ৩০৪ রান (বিপক্ষ জিম্বাবুয়ে, ব্লাওয়ে, ২০ জুলাই ২০১৮)।



চার-ছক্কার ফুলঝুরি

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি ১৮৯টি ছক্কা মেরেছেন তামিম (ওয়ানডেতে ১০৩, টি-টোয়েন্টিতে ৪৫, টেস্টে ৪১); সবচেয়ে বেশি ১৭৬৮টি (ওয়ানডেতে ৯২৫, টেস্টে ৬৫৫, টি-টোয়েন্টিতে ১৮৮) চারের রেকর্ডও তাঁর। এক্ষেত্রে তিন সংস্করণ মিলিয়ে মুশফিকের ছক্কা ১৭৩, চার ১৪৫৬ এবং সাকিবের ছক্কা ১৩৫টি, চার ১৫১৩টি।

৯৪ বলে দ্রুততম সেঞ্চুরি

বাংলাদেশের প্রথম ও একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে সেঞ্চুরি করে 'ক্রিকেটের মক্কা' খ্যাত লর্ডসের অর্নাস বোর্ডে নাম লিখিয়েছেন তামিম। ২০১০ সালে ইংল্যান্ড সফরে লর্ডসে অনুষ্ঠিত প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৫৫ রানে আউট হলেও দ্বিতীয় ইনিংসে এই বাঁহাতি ওপেনারের ব্যাট থেকে আসে ১০০ বলে ১৫ বাউন্ডারি ও ২ ছক্কা সাজানো ১০৩ রানের ঝড়ো ইনিংস। ইংলিশ বোলারদের শাষণ করে তামিম তিন অংক পূর্ণ করেছিলেন ৯৪ বলে, যা বাংলাদেশের হয়ে দ্রুততম টেস্ট সেঞ্চুরির রেকর্ড। পরে অবশ্য ৯৪ বলে শতক হাঁকিয়ে তাকে ছুঁয়েছেন সৌম্য সরকার (২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে হ্যামিল্টন টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ১৭১ বলে ১৪৯ রান করার পথে)। সেবার ইংল্যান্ড সফরের দ্বিতীয় টেস্টে ম্যানচেস্টারে প্রথম ইনিংসে ১১৪ বলে ১০৮ রানের আরেকটি দুর্দান্ত ইনিংস খেলেছিলেন তামিম।

সেঞ্চুরির হ্যাটট্রিক

তানা তিন টেস্টে সেঞ্চুরি পাওয়া বাংলাদেশের একমাত্র ব্যাটসম্যান তামিম। ২০১৪ সালের নভেম্বরে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে খুলনায় প্রথম টেস্টে ১০৯ ও ২০ রান করার পর একই প্রতিপক্ষের সঙ্গে চট্টগ্রামে ১০৯ ও ৬৫ এবং পরের টেস্টে ২০১৫ সালের এপ্রিলে পাকিস্তানের বিপক্ষে খুলনায় ২৫ ও ২০৯।

তানা ৫ পঞ্চাশোর্ধ ইনিংস

টেস্টে পরপর ৫ ইনিংসে ফিফটি ছাড়ানো বাংলাদেশের একমাত্র ব্যাটসম্যান তামিম (২০১০ সালের মার্চে মিরপুরে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৮৫ ও ৫২, পরের টেস্টে একই প্রতিপক্ষের সঙ্গে লর্ডসে ৫৫ ও ১০৩ এবং ম্যানচেস্টারে প্রথম ইনিংসে ১০৮)। ওয়ানডেতে তানা ৫ ইনিংসে হাফ সেঞ্চুরি করা বাংলাদেশের প্রথম ব্যাটসম্যানও তামিম (২০১২ এশিয়া কাপে মিরপুরে পাকিস্তানের বিপক্ষে ৬৪, ভারতের বিপক্ষে ৭০, শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৫৯, ফাইনালে আবার পাকিস্তানের বিপক্ষে ৬০ এবং পরের সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে খুলনায় ৫৮)। তামিমের পর এই সংস্করণে পরপর ৫ ইনিংসে পঞ্চাশোর্ধ ইনিংস খেলতে পেরেছেন আর কেবল সাকিব (২০১৯ বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৭৫, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৬৪, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১২১ এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে অপরাধিত ১২৪ রান করার আগে আয়ারল্যান্ডে ত্রিদেশীয় সিরিজে নিজের শেষ ম্যাচে স্বাগতিকদের সঙ্গে অপরাধিত ছিলেন ৫০ রানে)।

ওপেনিং জুটিতে বিশ্ব রেকর্ড

টেস্টে ওপেনিংয়ে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ৩১২ রানের জুটির একপ্রান্তে ছিলেন তামিম। পাকিস্তানের বিপক্ষে ২০১৫ সালে খুলনা টেস্টের প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশ ৩৩২ রানে অলআউটের পর পাকিস্তান করেছিল ৬২৮ রান। ২৯৬ রানে পিছিয়ে থেকে ব্যাট করতে নামা বাংলাদেশকে উদ্বোধনী জুটিতে ৩১২ রান এনে দেন তামিম (২৭৮ বলে ২০৬) ও ইমরুল (২৪০ বলে ১৫০) এবং ৬ উইকেটে ৫৫৫ রান তুলে ম্যাচ ড্র করতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। টেস্টে কোনো দলের দ্বিতীয় ইনিংসে ওপেনিং জুটিতে এটিই সবচেয়ে বেশি রানের বিশ্ব রেকর্ড হিসেবে টিকে আছে এখনও। এর আগের রেকর্ড ছিল ১৯৬০ সালের আগস্টে ওভাল টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় ইনিংসে (ম্যাচের তৃতীয়) ইংল্যান্ডের জিওফ পুলার (১৭৫) ও কলিন কাউন্ডের (১৫৫) মধ্যকার ওপেনিং জুটির ২৯০ রান।

ম্যাচসেরা ও সিরিজসেরার পুরস্কার

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২২ বার প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচ হয়েছেন তামিম (ওয়ানডেতে ১৬ বার, টেস্টে ৩ বার, টি-টোয়েন্টিতে ৩ বার)। বাংলাদেশের হয়ে তাঁর চেয়ে বেশি এই স্বীকৃতি পেয়েছেন কেবল সাকিব আল হাসান, ৪৫ বার (ওয়ানডেতে ২৭ বার, টি-টোয়েন্টিতে ১২ বার, টেস্টে ৬ বার)। দেশের পক্ষে সিরিজ সেরার রেকর্ডও তামিমের ওপরে কেবল সাকিব। ৭ বার প্লেয়ার অব দ্যা সিরিজের পুরস্কার পেয়েছেন তামিম (ওয়ানডেতে ৬ বার, টেস্টে ১ বার)। সাকিব শীর্ষে আছেন ১৭ বার সিরিজ সেরা হয়ে (ওয়ানডেতে ৭ বার, টি-টোয়েন্টিতে ৫ বার, টেস্টে ৫ বার)।

শূন্য রানে আউটের শীর্ষে

চার-ছক্কা-রান-সেঞ্চুরির বিপরীতে অন্যরকম একটা বিব্রতকর রেকর্ডও রয়েছে তামিমের নাম। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি ৩৬টি (ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ ১৯, টেস্টে ১১, টি-টোয়েন্টিতে ৬) 'ডাক' মারার রেকর্ড তাঁর! এক্ষেত্রে দুইয়ে মাশরাফি মর্তুজা। বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক কোনো রান না করার আগেই আউট হয়েছেন ৩৩ বার (ওয়ানডেতে ১৫, টেস্টে ১৩, টি-টোয়েন্টিতে ৬)।

ওয়ানডের সেরা অধিনায়ক

বাংলাদেশের জার্সি গায়ে ওয়ানডেতে ৩৭ ম্যাচে টস করে ২১টিতে জয়ের (পরাজয় ১৪, ফলহীন ২) স্বাদ পেয়েছেন অধিনায়ক তামিম। সাফল্যের শতকরা হার ৬০ শতাংশ। পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, এই সংস্করণে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেওয়া ১৭ অধিনায়কের মধ্যে সাফল্যের হারে তামিমই সেরা। ৮৮টি ওয়ানডেতে নেতৃত্ব দিয়ে ৫০টিতে জয় পেয়ে দুইয়ে থাকা মাশরাফির সাফল্যের শতকরা হার ৫৮.১৩ শতাংশ। এ ছাড়া তামিম ১টি টেস্টে নেতৃত্ব দিয়ে পরাজয় দেখেছেন (২০১৭ সালের জানুয়ারিতে ক্রাইস্টচার্চে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে, বাংলাদেশ হেরেছিল ৯ উইকেটে)। টি-টোয়েন্টিতে কখনো বাংলাদেশের অধিনায়কত্ব করেননি তামিম।





অনতিদূরে ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ মার্চ আইসিসি চ্যাম্পিয়ান্স ট্রফি অপেক্ষমাণ। প্রায় বিশ্বকাপের সমমর্যাদাবিশিষ্ট ব্যাংকধারী আটটি দেশ দুই ভাগে ভাগ হয়ে এই প্রতিযোগিতায় নামছে। আমরাও

আছি। বাংলাদেশের কৃতিত্ব এই যে তারা সমশক্তিধর ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং শ্রীলঙ্কাকে ডিঙিয়ে মূল আসরে নাম লিখিয়েছে। বাংলাদেশের গ্রুপে রয়েছে ভারত, পাকিস্তান এবং নিউজিল্যান্ড। মূল খেলা হবে আয়োজকদের দেশে। তবে ভারত ওই দেশে যেতে নারাজ। তাদের অজুহাত নিরাপত্তা। বাস্তবে পুরোটাই রাজনৈতিক। এমনটা হয়েছে বহুবার। বড় বড় দেশগুলোও অতীতে এই পথেই হেঁটেছে। এমনকি 'প্রেটেন্সি শো অন আর্থ' অলিম্পিকেও একাধিকবার এই চিত্র দেখা গেছে। এই কারণে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের মধ্যস্থতায় ভারতের খেলাগুলো সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে স্থানান্তরিত হয়েছে। এ জন্য উদ্দিষ্ট দেশের সঙ্গে আমাদের মাঠে নামতে হবে মরু

একটা দেশের খেলাধুলার পতন ঘটে, যদি তাঁদের মধ্যে অঞ্চলপ্রিয়তা, সাম্প্রদায়িকতা, রাজনীতির প্রভাব এবং স্বজনপ্রীতির উপস্থিতি দেখা দেয়। সুখের বিষয়, আমাদের মধ্যে এগুলো নেই। এ জন্যই ভালো খেলোয়াড়দের ব্যর্থতা আমরা সহজে মেনে নিতে পারি না। আগের দিনের 'হটনায়ক' যদি পরের দিন 'ভিলেন' হয়ে যান, তবে তাঁর শেষের রূপটিই চোখে পড়ে।

সংশোধন এবং নিরাময় করতে পারেন। যে ব্যক্তি ভালো সাঁতারু তাঁর পক্ষে বড় বড় নদী পার হওয়া কঠিন কিছু নয়। উল্লেখিত, ব্যাধিগ্রস্ত হলে খালও

চ্যাম্পিয়ান্স ট্রফির প্রাক্কালে এসব কথাগুলো বলা আবশ্যিক ভেবে মনে করছি। প্রথম খেলা ভারতের সঙ্গে। এ ক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের খুব শক্ত মনোবলের দরকার। ওদের রেকর্ড আমাদের চেয়ে ভালো। তাই বলে হাল ছেড়ে দেওয়া যাবে না। ভারতপ্রীতি আমাদের সহজাত ব্যাধি। কি ফুটবলে কি ক্রিকেটে। যদিও (৩) চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ওদের সিংহভাগ খেলোয়াড়ই আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাঁদের রেকর্ডও আকাশছোঁয়া, কিন্তু সীমিত ওভারের ক্রিকেটের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এখানেই যে একজন বা দুজন ব্যাটসম্যান অতি মাননীয় ব্যাট চালাতে পারলে ফলাফল নিজেদের করতলগত সম্ভব। ফুটবলে এটা কদাচিত ঘটে। আমাদের পক্ষের কেউ যদি বলেন, 'আমরা ফ্রান্স কিংবা আর্জেন্টাইনকে ফুটবলে হারাব'—তা হবে বাতুলতা, কিন্তু ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়া, ভারত, বা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়া বাস্তবায়িত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে কেউ তাকে অসম্ভব মনে হবে না। আমাদের ব্যাট বাহিনী অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ দল। গুরুটা অর্থাৎ টপ অর্ডাররা যদি কিনারাতেই তরিনা ডুবিয়ে দেন এবং শক্ত ভিত্তি গড়তে পারেন, তবে মরু শহর ও আমাদের জন্য পুষ্পায়িত হয়ে উঠতে পারে।

তিনটি খেলার মধ্যে অন্তত দুটিতে জিততে পারলে আমাদের দল সেমিফাইনালে উঠবে। এইটুকু একান্ত পরিচিত দেশ। তাদের বিরুদ্ধে জিততে

চ্যাম্পিয়ান্স ট্রফি! দুরতিক্রম্য বন্ধুর পথ

আশরাফ উদ্দিন খান

শহরে ২০ ফেব্রুয়ারি। বাকি দুই খেলা যথারীতি রাওয়ালপিন্ডির মাঠে। একই মাসের ২৪ ও ২৭ তারিখে।

পঞ্চাশ ওভারের খেলায় আমাদের একটা সুনাম রয়েছে। শক্তিধর ক্রিকেট খেলিয়ে দেশগুলো একাধিকবার বাংলাদেশের কাছে হার মেনেছে। অবশ্য আমাদের সুনামের বেশ কিছু অংশ সম্প্রতি ক্যারিবীয় সাগরে নিমজ্জিত হয়েছে। তবু যা অবশিষ্ট আছে, তা দিয়েই অসাধ্য সাধন হওয়া অসম্ভব নয়।

প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কতটুকু কী করতে পারব। অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের দক্ষতা ও ঘাটতির দৃশ্য বারবার পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই আসরে শেষোক্ত দৃশ্যটি আমরা দেখতে চাই না। ১৮ কোটি দেশগামী অধিরচিতে অনেকটা না হলেও কিছুটা সাফল্যের চিত্র দেখতে দিন গুনছি।

এই ট্রফির পূর্ববর্তী আসরে আমরা কখনো সফল হইনি। এবারও চূড়ান্ত পর্বে আরোহনকে অসম্ভবই মনে করছি। কিন্তু সব বিভাগে (বোলিং, ব্যাটিং, ও ফিল্ডিং) সর্বোচ্চ পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে পারলে সেমিফাইনালে উঠা অসম্ভব নয়, আমাদের খেলোয়াড়দের দক্ষতা বা পারঙ্গমতার ঘাটতি আছে বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। অত্যাধিক টুকু রয়েছে, তা হচ্ছে, আত্মবিশ্বাস, সংযমতা, মনোবল, দৃঢ়তা আর মনোসংযোগের। এসব ব্যাধি দূরীকরণের জন্য কোনো পরামর্শকের প্রয়োজন পড়ে না। প্রত্যেকেই আপন আপন প্রচেষ্টায় এর

অতিক্রমণ সম্ভব নয়।

এই রোগে আক্রান্ত সবাই নন। মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন। তাঁরা সব সময়ই ব্যর্থতার রোগে ভোগেন না, মাঝেমধ্যে আলোর ফুলঝুরিও ছোটান। তাই বলতে হয়, যাদের সম্মানের শিখরে বসিয়ে জয়মাল্য পরিয়ে পরম তৃপ্তি লাভ করি, তাঁরা কেন নিজেদের সর্বোপরি দেশকে সর্বোচ্চ শিখরে আসীন করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন না। এটা বলছি, অনেকের জন্যই, তবু বিশেষ করে বলতে হচ্ছে, 'টপ অর্ডার' ব্যাটসম্যানদের উদ্দেশ্য করে। একজন ব্যাটার যদি পাঁচ-সাত বার দশের কোটা পার হতে ব্যর্থ হন—তবে তিনি নবম বা দশমবারে যত রানই করেন না কেন, তাঁকে পুনরায় সুযোগ দেওয়া কতটা যুক্তি সংগত, তা 'বিজ্ঞ নির্বাচকমণ্ডলীকে ভেবে দেখা প্রয়োজন বলে মনে করি। আমার মতে, নামীদামি ব্যাটারদের আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি দেখা দিলে তাঁদের বদলে উঠতি খেলোয়াড়দের অন্তর্ভুক্ত করলে দোষের কিছু হবে না।

একটা দেশের খেলাধুলার পতন ঘটে, যদি তাঁদের মধ্যে অঞ্চলপ্রিয়তা, সাম্প্রদায়িকতা, রাজনীতির প্রভাব এবং স্বজনপ্রীতির উপস্থিতি দেখা দেয়। সুখের বিষয়, আমাদের মধ্যে এগুলো নেই। এ জন্যই ভালো খেলোয়াড়দের ব্যর্থতা আমরা সহজে মেনে নিতে পারি না। আগের দিনের 'হটনায়ক' যদি পরের দিন 'ভিলেন' হয়ে যান, তবে তাঁর শেষের রূপটিই চোখে পড়ে।

চাইলে তিন বিভাগেই নিখুঁতভাবে খেলতে হবে। গুরুটা ভালো করলে বোলার বা ফিল্ডাররাও মরিয়া হয়ে দেশের পতাকা উত্তীর্ণ করতে সমর্থ হবেন। যেকোনো এক বিভাগের পা পিছলে গেলে গোটা দলের জন্যই তা হবে 'পপাত ধরনীতল'।

আমাদের রয়েছে নব্বই মাইল বেগে বল ছোঁড়ার একাধিক বোলার। দুই দিকেই ঘূর্ণী নিক্ষেপক প্রায় আধা ডজন স্পিনার; সীমিত ওভারের খেলায় বিশেষজ্ঞ কিছু ব্যাটার ও ভালো মানের একাধিক উইকেট রক্ষক। ফিল্ডিংয়ে কিছুটা সমস্যা আছে, যা অধিকাংশ দলেই বিরাজমান। দরকার নিখুঁত পরিচালনা ও খেলোয়াড়দের অনুকূল শারীরিক ভাষা। চাই সর্বোপরি সবার দৃঢ়চিত্ত মনোবল এবং আত্মনিয়োগের মানসিকতা।

তিনটি দেশের সঙ্গে লড়াইয়ে কোনটিতেই সাফল্য না পেলেও অবাধ হওয়ার কিছু থাকবে না। দুঃখ লাগবে লড়াইবিহীন আত্মসমর্পণ করলে। বীরোচিত লড়াই করেও উচ্চশিরে বিদায় নেওয়া যায়, তবে লক্ষ্য হবে বিজয় আর বিজয়। তিন গ্রুপে আফগানিস্তানের জন্যও একই কথা প্রযোজ্য। বাস্তবে কী চিত্র দেখা যাবে, তা অনুমান করা গেলেও আমরা ভালো ফলাফলেরই আশাবাদী। খেলোয়াড়দের কাছে আমাদের দাবি তাঁরা যেন খেলার মাঠে নামেন এই মনোভাব নিয়ে যে 'ডু অর ডাই' তিন ভাষায় 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'। বাংলা কবির ভাষায় 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্য মেদিনী'।

এবারের আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে বাংলাদেশের জার্সিতে শেষবারের মতো চার পাণ্ডবের সম্মিলন ঘটবে, এমন কিছু দেখার জন্য অধীর আগ্রহ ছিল ক্রিকেটপ্রেমীদের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হচ্ছে না। যথারীতি দলে আছেন মুশফিকুর রহিম ও মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। কিন্তু নেই তামিম ইকবাল ও সাকিব আল হাসান। আইসিসি কর্তৃক নির্ধারিত ডেডলাইন ১২ জানুয়ারির মধ্যে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির জন্য ঘোষিত ১৫ সদস্যের বাংলাদেশ দলে চমক বলতে লিটন কুমার দাসের বাদ পড়া এবং পারভেজ হোসেন ইমনের জায়গা পাওয়া। এর বাইরে অনুমিতদের সবাই আছেন দলে। অবশ্য ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঘোষিত এই দলে পরিবর্তন আনার সুযোগ রয়েছে।

বিসিবি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিল তামিম ইকবালকে ফেরাতে। কিন্তু বাঁহাতি এই অভিজ্ঞ ওপেনার দলের অধিনায়ক ও নির্বাচকদের অনুরোধ উপেক্ষা করে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছেন। আর সাকিব নেই ভিন্ন কারণে। গত সেপ্টেম্বরে ইংল্যান্ডে কাউন্টি ক্রিকেট খেলার সময় তাঁর বোলিং অ্যাকশন নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন আঙ্গোয়াররা। এ জন্য ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বার্মিংহামের লাফবোরো ইউনিভার্সিটিতে আইসিসি অনুমোদিত কেন্দ্রে অ্যাকশনের পরীক্ষা দেন সাকিব। পরে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) জানায়, সাকিব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। ফলে বোলিং নিষিদ্ধ হয় তাঁর। নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্তি পেতে গত ২১ ডিসেম্বর চেন্নাইয়ে আবারও পরীক্ষা দেন সাকিব। কিন্তু শ্রী রমচন্দ্র সেন্টার ফর স্পোর্টস সায়েন্সে দেওয়া স্বতন্ত্র পুনর্মূল্যায়ন পরীক্ষায়ও পাস করেননি এই অলরাউন্ডার। আবারও পরীক্ষা দিয়ে ছাড়পত্র পাওয়ার আগপর্যন্ত সাকিবের তাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বোলিং করার সুযোগ নেই। ফলে সাকিবকে কেবল ব্যাটসম্যান হিসেবেই নেওয়ার সুযোগ ছিল বাংলাদেশের। কয়েক মাস ধরে চোখের সমস্যায় ভোগায় ব্যাটিংয়েও সময়টা ভালো যাচ্ছে না তাঁর। ফলে সাকিবকে দলে নেওয়ার ঝুঁকি কিংবা প্রয়োজন মনে করেননি নির্বাচকরা।

লিটন দাসের বাদ পড়া এক অর্থে চমক হলেও অন্যভাবে দেখলে তা খুবই স্বাভাবিক। ওয়ানডেতে রীতিমতো রান করতেই যেন ভুলে গেছেন এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান! পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটে শেষ ৭ ইনিংসেই দুই অংকের কোটা ছুঁতে পারেননি, রানের যোগফল ১৩! এই সংস্করণে লিটন সবশেষ হাফ সেঞ্চুরি পেয়েছেন ২০২৩ বিশ্বকাপে স্বাগতিক ভারতের বিপক্ষে পুনতে (৮২ বলে ৬৬)। ওই বিশ্বকাপেই পাকিস্তানের বিপক্ষে ৪৫ ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ৩৬ রানের মোটামুটি দুটো ইনিংস খেলার পর থেকেই তাঁর ব্যাটে ভয়াবহ রানখরা! বিশ্বকাপের পর ওই বছরের ডিসেম্বরে নিউজিল্যান্ড সফরে ওয়ানডে সিরিজের তিন ম্যাচে ২২, ৬ ও অপরাধিত ১ রান করা লিটন গত বছরের মার্চে ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে চট্টগ্রামে প্রথম দুই ওয়ানডেতে উপর্যুপরি 'ডাক' মারার পর তৃতীয় ম্যাচের আগে দল থেকে বিদায় করে ঢাকা প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগে খেলার



আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে কেমন করবে বাংলাদেশ?

জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে। সবশেষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের ওয়ানডে দলে ফেরানো হলেও তিন ম্যাচে যথাক্রমে ২, ৪ ও ০ রানে আউট হয়ে আটকে ছিলেন ব্যর্থতার বৃত্তে। ওয়ানডেতে হোয়াইটওয়াশ হওয়া বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়িয়ে টি-টোয়েন্টিতে হোয়াইটওয়াশ করে ক্যারিবিয়দের! টি-টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশকে অসাধারণ নেতৃত্ব দিলেও ব্যাটিংয়ে অব্যহত ছিল লিটনের দুর্দশা, তিন ম্যাচে করেছিলেন সাকুল্যে ১৭ রান (০, ৩ ও ১৪)। এরপর ঢাকা ক্যাপিটালসের

যমুন হুনা চ্যাম্পিয়নস ট্রফির বাংলাদেশ দল মো. মুলতানুর রহমান

হয়ে বিপিএলেও প্রথম চার ম্যাচে হতাশ করার পর পঞ্চম ম্যাচে একাদশ থেকে বাদ পড়ে ষষ্ঠ ম্যাচে ফিফটি পেলেও বিশেষ করে সাদা বলে তাঁর শোচনীয় অবস্থা লুকানোর মতো নয়। এত কিছু পরও তামিম ইকবাল না ফেরায় শ্রেফ অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়ে ওপেনিংয়ে লিটনের টিকে যাওয়ার কিছুটা সম্ভাবনা থাকলেও নির্বাচকরা তাঁকে বাদ দিয়ে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন বলাই যায়। লিটন না থাকায় চ্যাম্পিয়নস ট্রফির বাংলাদেশ দলের উদ্বোধন করবেন দুই বাঁহাতি তানজিদ হাসান তামিম ও ইনজুরি থেকে মুক্তির অপেক্ষায়



চ্যাম্পিয়নস ট্রফির দলে সুযোগ পেয়েছেন তরুণ ব্যাটসম্যান পারভেজ হোসেন ইমন

থাকা সৌম্য সরকার। চোটে পড়ার আগে সৌম্য ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে বেশ ভালো ব্যাটিং করেছেন। অন্যদিকে শট খেলার সীমাবদ্ধতা ও স্ট্রাইক রোটেটে সমস্যা থাকলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে নিজেকে বদলে প্রথম দুই ওয়ানডেতে পজেটিভ ব্যাটিং করে আস্থা অর্জন করেছেন। ব্যাকাপ ওপেনার হিসেবে রাখা হয়েছে পারভেজ হোসেন ইমনকে। তরুণ মারকুটে এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যানের ওয়ানডে অভিজ্ঞক হয়নি এখনো, তবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ৭টি এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের শেষ ম্যাচে সুযোগ পেয়ে ২১ বলে ৩৯ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলে সম্ভাবনার দ্যুতি ছড়িয়েছেন। দরকার মনে করলে পারভেজকে ওপেনিং কিংবা টপ অর্ডারে খেলাতে পারবে টিম ম্যানেজমেন্ট।

দুই ওপেনারের পর অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত এবং তারপর তাওহিদ হুদয়, মুশফিকুর রহিম, মাহমুদউল্লাহ ও উইকেটকিপার জাকের আলী আছেন ব্যাটসম্যান হিসেবে। এই পজিশনগুলোয় আসলে তাঁদের বিকল্প নেই। কিন্তু একাদশে সাত বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যান খেলাতে পারবে না বাংলাদেশ। কারণ, সাকিব আল হাসান নেই বলে সেক্ষেত্রে একজন বোলার কম পড়ে যাবে। অফস্পিন অলরাউন্ডার মেহেদী হাসান মিরাজ তো একাদশে অটোমেটিক চয়স। বাঁহাতি স্পিনার হিসেবে নাসুম আহমেদের খেলার সম্ভাবনাও থাকছে অনেক। প্রতিপক্ষ ও উইকেট বুঝে খেলানো হতে পারে লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেনকে। পেস বোলিংয়ে দারুণ সুসময় পার করা বাংলাদেশ দলে রাখা হয়েছে চার পেসার-তাসকিন আহমেদ, নাহিদ রানা, তানজিম হাসান সাকিব ও মোস্তাফিজুর রহমান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সবশেষ ওয়ানডে সিরিজের দল থেকে বাদ পড়েছেন দুই পেসার শরীফুল ইসলাম ও হাসান মাহমুদ। সেই দল থেকে লিটন ছাড়া আরও বাদ পড়েছেন আফিফ হোসেন। বলা যায় এভেইলেবলদের মধ্য থেকে সম্ভাব্য সেরা দলটাই সাজিয়েছেন নির্বাচকরা। এই দল নিয়ে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে কতটা কী করতে পারবে বাংলাদেশ, সেটাই দেখার বিষয়।

● চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে বাংলাদেশ দল : নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), মুশফিকুর রহিম, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, মেহেদী হাসান মিরাজ, সৌম্য সরকার, তাওহিদ হুদয়, পারভেজ হোসেন ইমন, তাসকিন আহমেদ, নাহিদ রানা, জাকের আলী অনিক, তানজিদ হাসান তামিম, তানজিম হাসান সাকিব, মোস্তাফিজুর রহমান, রিশাদ হোসেন ও নাসুম আহমেদ।

মো. মাহবুবুর রশিদ

দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলতে এবারই প্রথম ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গেছে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। বাংলাদেশি মেয়েরা ইতিপূর্বে একবারই গিয়েছিল ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ, ২০১৮ সালে উইমেনস টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করতে। এবারের সফরে স্বাগতিকদের সঙ্গে ৩টি ওয়ানডে ও ৩টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে নিগার সুলতানা জ্যোতির দল। ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজটি আইসিসি উইমেনস চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্ভুক্ত। শুধুই একটি দ্বি-পাক্ষিক সিরিজ নয়, ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরটি অন্য আরেকটি কারণে বাংলাদেশ নারী দলের জন্য মহাগুরুত্বপূর্ণ। ক্যারিবীয় মেয়েদের ওয়ানডে সিরিজে হারাতে পারলে আগামী নারী বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার টিকিট হাতে পাবে টাইগ্রেসরা। ১৯, ২১ ও ২৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে তিনটি ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি সিরিজের ম্যাচগুলো মাঠে গড়াবে যথাক্রমে ২৭, ২৯ ও ৩১ জানুয়ারি। প্রত্যেকটি ম্যাচেরই ভেন্যু সেট কিটসের ওয়ানার পার্ক।

চলতি বছরের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত হবে উইমেনস ওয়ানডে বিশ্বকাপের ত্রয়োদশ আসর। ৮ দলের ওই টুর্নামেন্টে স্বাগতিক ভারতসহ চলমান আইসিসি উইমেনস চ্যাম্পিয়নশিপের সেরা ৬টি দল সরাসরি অংশ নেবে এবং অন্য ২টি দল আসবে বাছাইপর্বের বৈতরণী পেরিয়ে। ভারত তো আছেই; এর বাইরে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলঙ্কা এরইমধ্যে বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছে। সরাসরি কোটায় আরেকটি জায়গার জন্য লড়াই করছে বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ডের মেয়েরা। নির্ধারিত ২৪ ম্যাচ শেষ করে ২১ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত পয়েন্ট তালিকার ছয় নম্বরে অবস্থান করে সুবিধাজনক জায়গায় রয়েছে হোয়াইট ফার্নসরা। এ ছাড়া ২১ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট (জয় ৭, পরাজয় ৯, টাই ১, ফলহীন



ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জিতে আগামী বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে তো বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল?

টাইগ্রেসদের বিশ্বকাপের টিকিট কাটার মিশন

মেয়েদের ঠিক পরেই সাতো আছে বাংলাদেশ। ক্যারিবীয় মেয়েদের বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জিততে পারলে বাংলাদেশের পয়েন্ট হবে ২৩ এবং তখন দুই ধাপ এগিয়ে পঞ্চম স্থানটি নিশ্চিত হবে। সে ক্ষেত্রে ছয় নেমে যাবে ২২ পয়েন্ট পাওয়া শ্রীলঙ্কা এবং বাদ পড়বে গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে



আগেই ছিটকে গেছে ২০১৩ আসরের রানার্সআপ ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২৪ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট পাওয়া পাকিস্তানের নারী দলের পরিণতিও তাই। ১০ দলের উইমেনস চ্যাম্পিয়নশিপের একেবারে তলানির দলটি হলো

আয়ারল্যান্ড।

বিশ্বকাপে চোখ রেখে নিগার-নাহিদারা আশায় বুক বেঁধে ওয়েস্ট ইন্ডিজ পাড়ি জমাতেও এক্ষেত্রে অতীত পরিসংখ্যান কিন্তু টাইগ্রেসদের জন্য মোটেই সুখকর নয়, বরং দুঃস্বপ্নের মতো। রেকর্ডের পাতা উল্টিয়ে দেখা যাচ্ছে, এখন পর্যন্ত কোনো সংস্করণেই ক্যারিবীয় মেয়েদেরকে হারাতে পারেনি বাংলাদেশ নারী দল। ওয়ানডেতে দুই দল মোকাবিলা করেছে কেবল একবারই। ২০২২ সালে নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত গত নারী বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে টাইগ্রেস বোলাররা নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৯



৪) নিয়ে

নিউজিল্যান্ডের

উইকেটে ১৪০ রানে বেঁধে রাখলেও পরে ব্যাটারদের ব্যর্থতায় ৪৯.৩ ওভারে ১৩৬ রানে অলআউট হয়ে প্রায় জিততে জিততে বাংলাদেশ ম্যাচটা হেরে যায় মাত্র ৪ রানে। টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের সঙ্গে ৪ সাক্ষাতে প্রত্যেকবারই জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে ক্যারিবিয় মেয়েরা। যথাক্রমে ৩৬ রান, ৪৯ রান, ৬০ রান ও ৮ উইকেট- পরাজয়ের ব্যবধানগুলো জানান দিচ্ছে এই ফরম্যাটে একেবারেই লড়াই জমাতে পারেনি বাংলাদেশি মেয়েরা। ২০১৬ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা জেতা ওয়েস্ট ইন্ডিজ নারী দলের বিপক্ষে এবারও তেমন আশা নেই এবং এই সংস্করণ নিয়ে আসলে তেমন ভাবনাও নেই টাইগ্রেসদের। যত দুশ্চিন্তা ওয়ানডে সিরিজ নিয়েই।

এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ হেরে গেলে বাংলাদেশ নারী দলের আগামী বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন যে পুরোপুরি ধুলিমাখ হয়ে যাবে, ব্যাপারটি মোটেই তা নয়। সে ক্ষেত্রে নিগার সুলতানাদের খেলতে হবে বাছাইপর্ব এবং উঠতে হবে ফাইনালে। ৬ দলের ওই কোয়ালিফায়ারের সময় ও ভেন্যু এখনো চূড়ান্ত করেনি আইসিসি। উল্লেখ্য, টাইগ্রেসরা ইতিপূর্বে একবারই খেলেছে ওয়ানডে বিশ্বকাপে, ২০২২ সালে নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত গত আসরে। সেবার বাছাইপর্ব উত্তরেই বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে নাম লিখিয়েছিল বাংলাদেশের মেয়েরা। যদিও সেখানে একটা ‘কিন্তু’ ছিল! ঘটনা হলো, ২০২১ সালের নভেম্বরে জিম্বাবুয়েতে অনুষ্ঠিত বাছাইপর্ব শেষ হতে পারেনি। করোনা ভাইরাসের নতুন ধরণ ওমিক্রনের কারণে কোয়ালিফিকেশন পর্ব মাঝপথে পড় হয়ে গেলে ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকায় বাংলাদেশ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তানকে নারী বিশ্বকাপের মূল আসরে খেলার সুযোগ দেওয়া হয়। কিছুদিন আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গিয়ে ওয়ানডে

সিরিজে হারলেও ক্যারিবিয়দের হোয়াইটওয়াশ করে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতে এসেছে বাংলাদেশ পুরুষ ক্রিকেট দল। তার আগে প্রথম টেস্টে পরাজিত হওয়ার পর দ্বিতীয় টেস্টে জয় তুলে নিয়েছিলেন মিরাজ-তাসকিনরা। সেই ক্যারিবিয় দ্বীপপুঞ্জ এবার টাইগ্রেসদের বিশ্বকাপের সরাসরি টিকিট কাটার স্বপ্নপূরণ হয় কি-না, সেটাই দেখার বিষয়। এমনিতে বাংলাদেশ নারী দলের বোলিংটা বেশ শক্তিশালী। পেস ও স্পিন, উভয় বিভাগে রয়েছে বৈচিত্র্য। কিন্তু ব্যাটিং বেশ নড়বড়ে, রয়েছে ধারাবাহিকতার অভাবও। ব্যাটাররা নিজেদের সামর্থ্যের শেষ বিন্দু নিংড়ে উজাড় করে দিতে সমর্থ হলে কঠিন মিশনে ইতিবাচক অর্জনের মুখ দেখা অসম্ভব কিছু নয়।

ফিরেছেন লতা, নেই জাহানারা

আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সর্বশেষ হোম সিরিজের দলে কয়েকটি পরিবর্তন এনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের সমন্বিত দল সাজিয়েছেন বিসিবির নারী ক্রিকেটের নির্বাচকরা। বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলকে যথারীতি নেতৃত্ব দেবেন উইকেটকিপার ব্যাটার নিগার সুলতানা জ্যোতি। অস্ট্রেলিয়ায় ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেত যাওয়া জাহানারা আলম দলে নেই। টাইগ্রেসদের অভিজ্ঞ এই পেসার বিসিবির কাছ থেকে দুই মাসের জন্য ছুটি নিয়েছেন। এ ছাড়া পারফরম্যান্সের কারণে বাদ পড়েছেন রিতু মনি। টানা ছন্দহীনতায় থাকা এই পেস অলরাউন্ডারকে আপাতত বিশ্রামে রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন নির্বাচক সাজ্জাদ আহমেদ। তাঁর জায়গায় দুই সংস্করণের দলেই এক বছরেরও বেশি সময় পর ফেরানো হয়েছে লতা মণ্ডলকে। অভিজ্ঞ এই অলরাউন্ডার ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি এবং ওই বছরের জুলাইয়ে ভারতের সঙ্গে শেষবার ওয়ানডে খেলেছেন। লতাকে ফেরানোর ব্যখ্যা দিতে গিয়ে সাজ্জাদ আহমেদ বলছিলেন, ‘লতাকে নেওয়া হয়েছে মূলত পেস বোলিং

অলরাউন্ডার হিসেবে। আমরা যেহেতু বাড়তি পেসার নিইনি। তাই প্রয়োজন পড়লে লতার মিডিয়াম পেস বোলিং কাজে লাগাতে পারবে দল। রিতুও পেস অলরাউন্ডার। তাই লাইক ফর লাইক বদলি বলা যায় এটি।’ এ ছাড়া ওয়ানডেতে ফেরার তালিকায় আছেন বাঁহাতি পেসার ফারিহা ইসলাম তুষা। অন্যদিকে ওয়ানডে দলের নিয়মিত মুখ ফারজানা হক পিঙ্কিও ফিরেছেন টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে। ৩১ বছর বয়সী ডানহাতি এই ওপেনার সংক্ষিপ্ত সংস্করণে লাল-সবুজ জার্সি গায়ে সর্বশেষ ম্যাচটি খেলেছেন ২০২৩ সালের মে মাসে। পাশাপাশি আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি সিরিজে বিশ্রামে থাকা পেসার মারুফা আক্তার ও সুলতানা খাতুনকেও ফেরানো হয়েছে ক্যারিবিয়ান সফরের দলে।

- **বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল :** নিগার সুলতানা জ্যোতি (অধিনায়ক), নাহিদা আক্তার (সহ-অধিনায়ক), মুর্শিদা খাতুন, দিলারা আক্তার, শারমিন আক্তার, সোবহানা মোস্তারি, স্বর্ণা আক্তার, লতা মণ্ডল, রাবেয়া খান, ফাহিমা খাতুন, ফারিহা ইসলাম তুষা, সুলতানা খাতুন, ফারজানা হক পিঙ্কি, তাজ নেহার, সানজিদা আক্তার, মারুফা কাতার।

সিরিজের সূচি...

প্রথম ওয়ানডে	: ১৯ জানুয়ারি
দ্বিতীয় ওয়ানডে	: ২১ জানুয়ারি
তৃতীয় ওয়ানডে	: ২৪ জানুয়ারি
প্রথম টি-টোয়েন্টি	: ২৭ জানুয়ারি
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি	: ২৯ জানুয়ারি
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি	: ৩১ জানুয়ারি

* উভয় সংস্করণের সিরিজের সব কটি ম্যাচই অনুষ্ঠিত হবে সেন্ট কিটসের ওয়ার্লার পার্কে

নতুন দায়িত্বে ফুটবল ফেডারেশনে ফিরলেন ছোটন

মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) দায়িত্বে আবারও ফিরলেন গোলাম রব্বানী ছোটন। দীর্ঘদিন মেয়েদের দল নিয়ে কাজ করলেও এবার ভিন্ন দায়িত্বে ফিরলেন। আগামী এক বছরের জন্য বাফুফের এলিট ফুটবল একাডেমি এবং ইয়ুথ ডেভেলপমেন্টের প্রধান হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দলের সাবেক প্রধান কোচ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। জাতীয় দল ও বয়সভিত্তিক দলের হয়ে একাধিক শিরোপা জেতার এ কারিগর স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে বাফুফে থেকে দূরে সরে যান। এত বেশি অর্জনের পরও এ কোচকে

অবজ্ঞা করার অভিযোগ ছিল। অনেক না বলা কথা নিয়ে ২০২৩ সালের ২৩ মে দায়িত্ব ছেড়েছিলেন। এরপর সাইফুল বারী টিটুর পর পিটার বাটলার নারী দলের কোচ হয়ে ২০২৪ সালে সাফে আবারও চ্যাম্পিয়ন হয় সাবিনা খাতুনের দল। জাতীয় দলের দায়িত্ব ছাড়ার পর ছোটন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দলের কোচ হয়েছিলেন। সময়ে হিসেবে ১৯ মাস পর বাফুফেতে ফিরলেন নতুন বছরের গোড়ার দিকে নতুন দায়িত্বে।

বাফুফের এলিট একাডেমির প্রধান কোচ হওয়ার পাশাপাশি এক বছরের জন্য হেড অব ইয়ুথ অ্যান্ড বিএফএফ এলিট একাডেমি পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তাঁকে। বাফুফের সহ-সভাপতি ও

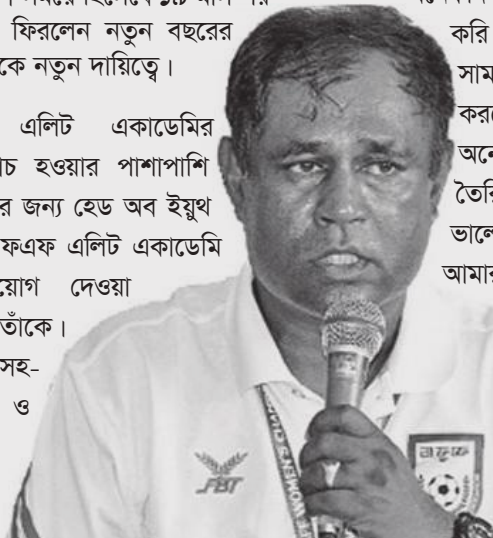
ডেভেলপমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান নাসের শাহরিয়ার জাহেদীর কল্যাণেই নতুন দায়িত্বে ফিরেছেন ছোটন। যদিও এখনই দায়িত্ব পাচ্ছেন না, কিছুদিন পর নতুনভাবে কাজ শুরু করবেন। নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর ছোটন বলেন, ‘বাফুফেতে ফেরার ব্যাপারে অনেকদিন ধরেই কথা চলছিল। আমি মনে

করি আগে যেভাবে কাজ করেছি, সামনের দিনগুলোতেও সেভাবে কাজ করবো। তরুণদের উন্নতি করার

অনেক জায়গা রয়েছে, খেলোয়াড় তৈরির পাশাপাশি ফুটবলাররা যেন ভালো মানুষ হিসেবে তৈরি হয় সেটাই আমার লক্ষ্য থাকবে’। ২০০৯ সালে

নারী ফুটবল দলের দায়িত্ব নিয়ে সেই কাজটিই

দক্ষতার সাথে করে গেছেন ছোটন।



রফিকুল ইসলাম



বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা এখনো জেতা হয়নি মোহামেডানের। চারবার রানার্সআপ হওয়াই সাদা-কালোদের সেরা সাফল্য।

প্রথম তিনবার রানার্সআপ হ'য়ে দীর্ঘ ১৪ বছর পর গত আসরে দ্বিতীয় স্থান ফিরে পেয়েছে তারা। গত মৌসুমের তিনটি প্রতিযোগিতায়ই রানার্সআপ মোহামেডান। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে মতিঝিলের ঐতিহ্যবাহী দলটি এবারের মতো শুরু করতে পারেনি কখনো। প্রথম ৭ রাউন্ডের সব কটি ম্যাচই জিতেছে তারা। পূর্ণ ২১ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে আলফাজ আহমেদের দল। আবাহনীর চেয়ে ৫ পয়েন্টে এগিয়ে তারা।

অদ্ভুত নিয়মের ফিক্সচারে লিগের প্রথম ৫ রাউন্ডের মধ্যেই হয়েছে আকর্ষণীয় তিন বড় ম্যাচ। কিংস-মোহামেডান, মোহামেডান-আবাহনী ও কিংস-আবাহনীর লড়াই শেষ হওয়ার পরই বলতে গেল প্রথম পর্বের আকর্ষণ শেষ। বড় ম্যাচগুলো বাজিমাত করেছে মোহামেডান। তারা প্রথমে বসুন্ধরা কিংস ও পরে আবাহনীকে হারিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে নিজেদের তুলে নিয়েছে অনেক ওপরে। অন্য বড় ম্যাচে আবাহনী হারিয়েছে বসুন্ধরা কিংসকে। প্রথম মবারের মতো বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জিততে মুখিয়ে আছেন মোহামেডান সমর্থকরা। পাঁচ শামুকে নিজেদের পা না কাটলে এবার মোহামেডানের সামনে দারুণ সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।

ঘটনাবলুল চ্যালেঞ্জ কাপ হেরে মৌসুম শুরু করা মোহামেডানের বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ যাত্রা হয়েছিল নবাগত ঢাকা ওয়াডার্সকে ৬-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে। এর পর বসুন্ধরা কিংস, আবাহনী, পুলিশ এফসি, ফটিস এফসি, চট্টগ্রাম আবাহনী ও রহমতগঞ্জকে হারিয়ে জয়রথই আছে মোহামেডান। টানা ৭ ম্যাচ জয়; মোহামেডান সমর্থকদের জন্য আশাবাদী হয়ে ওঠার দারুণ গল্পই লিখে যাচ্ছেন সোলেমান দিয়াবাতো, এমানুয়েল সানডে আর মুজাফফরভরা।

বিদেশিহীন আবাহনী ৭ ম্যাচের পাঁচটি জিতেছে। মোহামেডানের বিপক্ষে হারের পর ফটিস এফসির বিপক্ষে ড্র করে আরও দুটি মূল্যবান পয়েন্ট হারিয়েছে তারা। তবে সবশেষ ম্যাচে চট্টগ্রাম আবাহনীকে হারিয়ে সাবেক চ্যাম্পিয়নরা উঠে এসেছে পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে। টেবিলে ভালো অবস্থানেই আছে। আকাশি-নীলরা অন্য চার ম্যাচ জিতেছে ইয়ংমেল ক্লাব, ঢাকা ওয়াডার্স, বসুন্ধরা কিংস ও বাংলাদেশ পুলিশ এফসির বিপক্ষে। কোচ মারুফুল হকের অধীনে আবাহনী লড়াই করছে শিরোপা ফিরিয়ে আনতে। তবে বিদেশি না থাকায় তারা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে লিগ শেষ করে সেটাই দেখার বিষয়। ৬ রাউন্ডের মধ্যে ৫ পয়েন্ট হারানোর পর হতাশ হয়ে পড়েছিল সমর্থকরা। সবশেষ ম্যাচ জিতে পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসায় আবার আশাবাদী হয়ে উঠছেন তারা।

শিরোপা প্রত্যাশী সব দলেরই বড় ম্যাচ শেষ। এখন



উড়ছে মোহামেডান ধুকছে কিংস



সবাই চাইবে ছোটদের কাছে পয়েন্ট না হারাতে। সেটা পারলে টেবিলে ভালো একটা অবস্থানে থেকেই দ্বিতীয় পর্ব শুরু করতে পারবে। পুরোনো ঢাকার ক্লাব রহমতগঞ্জ এখন পর্যন্ত নিজেদের চিনিয়েছে অন্যভাবে। টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে থেকে এগিয়ে চলছিল কামাল বাবুর দল। সপ্তম রাউন্ডে মোহামেডানের বিপক্ষে জিততে পারলে যৌথভাবে শীর্ষে থাকতে পারতো তারা। মোহামেডান এই দলটির কাছে ফেডারেশন কাপ হার দিয়ে শুরু করেছিল। যে হারটি তাদের বিদায়ের পথ তৈরি করেছিল। ফেডারেশন কাপে হারের প্রতিশোধ নিয়ে আলফাজ আহমেদের দল লিগে এককভাবে টেবিলের শীর্ষ স্থান দখল করেছে।

ঐতিহ্যবাহী মোহামেডান গত মৌসুমে দ্বিতীয় হয়ে লিগ শেষ করে এবার নিজেদের আরও ধারালোভাবে উপস্থাপন করতে পারছে মাঠে। ১০ জনের দল নিয়ে কিংসকে হারানোর পরের ম্যাচে হারিয়েছে চির প্রতিদ্বন্দ্বী আবাহনীকে। ওই দুটি জয় মোহামেডানের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে। দলের আক্রমণভাগের প্রাণভোমরা সোলেমান দিয়েবাতো দুটি বড় জয় এনে

দিয়েছেন। মালির এই ফরোয়ার্ড কিংস ও আবাহনীর বিপক্ষে গোল করেছেন।

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের এগারতম আসরে যোগ হয়েছিল বসুন্ধরা কিংস। তার আগের ১০ বারের মধ্যে ৬ বারই শিরোপা উদযাপন করেছে আবাহনী। এক কথায় ২০০৭ সালে শুরু হওয়ার পেশাদার ফুটবলে একচেটিয়া দাপট দেখিয়েছে আবাহনী। সেই আবাহনী রং হারাতে শুরু করে বসুন্ধরা কিংসের আগমনের পর থেকে। কিংসের আগমনের আগে আবাহনীর প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল মোহামেডান। কিংস এসে মোহামেডানকে সরিয়ে সেই জায়গাটা শুধু নেয়নি, এক পর্যায়ে আবাহনীকেও নিচে নামিয়ে আসন পেতে বসে শীর্ষে।

২০১৮-১৯ মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে উঠে আর পেছনে তাকায়নি কিংস। একের পর এক শিরোপা জিততে থাকে তারা। টানা পাঁচটি শিরোপা জিতে কিংস অনন্য কীর্তিও গড়ে ঘরোয়া ফুটবলে। গত দুই আসর থেকে আবাহনীও নিচে নামতে থাকে। কিংসের প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে যায় মোহামেডান। গত মৌসুমে ট্রেবল জিতেছে কিংস, তিনটিতেই রানার্সআপ মোহামেডান। প্রাপ্তির খাতা শূন্য রেখেই মৌসুম শেষ করে আবাহনী। রেকর্ড টানা পাঁচ শিরোপা জেতা কিংস এবার মোটেই সুবিধা করতে পারছে না মাঠে। এক কথায় প্রিমিয়ার লিগে তারা ধুকছে। ৭ ম্যাচের মধ্যে কিংস মোহামেডান ও আবাহনীর কাছে হারের পর ড্র করেছে ব্রাদার্স ইউনিয়নের বিপক্ষে। ৭ ম্যাচে পয়েন্ট নেই ৮টি। তারা শীর্ষে থাকা মোহামেডানের চেয়ে পিছিয়ে অনেক। চ্যাম্পিয়নরা পয়েন্ট টেবিলের পঞ্চম স্থানে। শেষ দুই ম্যাচ তারা জিতেছে পুলিশ ও ইয়ংমেলের বিপক্ষে।

আবাহনী ও কিংসের দ্বৈরথে সব সময়ই ফেবারিট থেকেছে ঘরোয়া ফুটবলের নতুন শক্তিশালী দলটি। আকাশি-নীল সমর্থকদের জন্য সবচেয়ে বড় হতাশার ছিল কিংসের বিপক্ষে মাঠে নামলেই তাদের প্রিয় দলের হার। বেশি হলে ড্র। ২০২০ সালে করোনার কারণে লিগ বাতিল হয়ে যায় কয়েক রাউন্ড পর। বাতিল হওয়া ওই লিগে দেখা হয়নি আবাহনী-কিংসের। বাকি ৫ লিগে দুই দলের দেখা হওয়া ১০

ম্যাচের মাত্র দুটি ড্র করতে পেরেছিল আবাহনী, বাকি ৮টিই হেরেছিল।

অর্ধশতাব্দী ৩০ ম্যাচ পর আবাহনীকে ধরা দিয়েছে কাক্সিত সেই জয়। এগারতম ম্যাচে এসে আবাহনীর মুখে কিংসকে হারানোর হাসি। চলমান লিগের চতুর্থ রাউন্ডে মুখোমুখি হয়েছিল দুই দল। কুমিল্লার ভাষা শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে তুমুল উত্তেজনার ম্যাচে আবাহনী ১-০ গোলে জিতে কিংসের বিপক্ষে প্রথম উদযাপন করে।

আবাহনী এমন এক ম্যাচে কিংসকে হারিয়েছে যখন তাদের দলে কোনো বিদেশিই নেই। আর্থিক ও সাংগঠনিক সংকটে এবার বিদেশি ছাড়াই খেলেছে আবাহনী। মোহামেডানের কাছে হারের পর আবাহনীর জন্য ঘুরে দাঁড়ানো যখন জরুরি ছিল তখন কিংসকে হারিয়ে পায়ের নিচে মাটি ফিরিয়ে আনে তারা। মোহামেডানের কাছে হারের ঘা শুকাতে কিংসের বিপক্ষে জয়ের চেয়ে বড় আর কি হতে পারে। জয়ের ধারায় থেকে আবাহনী লিগে ভালোভাবেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে দুই দলের অভিষেক দ্বৈরথ তীজতায় ভরপুর ছিল আবাহনীর। ২০১৯ সালের ২৩ জানুয়ারি প্রথম সাক্ষাতে আবাহনীকে ৩-০ গোলে হারিয়েছিল কিংস। ওই আসরের ফিরতি লেগে কিংসের জয় ছিল ১-০ ব্যবধানে। পরের আসরের প্রথম লেগে আবার কিংসের বিপক্ষে বিধ্বস্ত হয় আবাহনী, জয়ের ব্যবধান ৪-১। ওই আসরের দ্বিতীয় লেগে ১-১ গোলে ড্র করে আবাহনী প্রথমবার হার এড়াতে সক্ষম হয় কিংসের বিপক্ষে। পরের সাক্ষাৎও ড্র হয়েছিল ২-২ গোলে। এর পর টানা পাঁচ ম্যাচ আবাহনী হারে ৩-২, ২-১, ১-০, ২-০ ও ২-১ গোলে। অবশেষে সব হারের জবাব আবাহনী দিয়েছে বিদেশি ছাড়া দল নিয়ে কিংসকে হারিয়ে।

৮ পয়েন্ট হারিয়ে খাদের কিনারায় টানা পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস। মৌসুমের প্রথম টুর্নামেন্ট বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ কাপ জেতা দলটি বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে নিজেদের হারিয়ে খুঁজছে। অথচ কি দুর্দান্তভাবেই না শুরু করেছিল শিরোপা জয়ের ডাবল হ্যাটট্রিকের মিশন। চট্টগ্রাম আবাহনীকে ৭ গোলে উড়িয়ে দিয়ে লিগ শুরু করা দলটি দ্বিতীয় ম্যাচেই মাটিতে নামে মোহামেডানের কাছে ঘরের মাঠে ১-০ গোলে হেরে। সেই যে পতন শুরু চ্যাম্পিয়নদের, সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে তারা। ৭ ম্যাচে দলটির সংগ্রহ মাত্র ১৩ পয়েন্ট। মোহামেডান ও আবাহনী বাকি ম্যাচগুলোয় পয়েন্ট না হারালে কিংসকে বেশ ভালো ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে প্রথম পর্ব শেষ করতে হবে।

সপ্তম রাউন্ড শেষে কোনো পয়েন্ট না হারানো দল মোহামেডান ও কোনো না পাওয়া দল চট্টগ্রাম আবাহনী। শেষ মূহুর্তে দলবদল করা চট্টগ্রাম আবাহনী ঘুরে দাঁড়াতে না পারলে রেলিগেশনের দিকেই এগিয়ে যাবে দ্রুত। গোলের লড়াইয়ে এগিয়ে আছেন রহমতগঞ্জের ঘানা ইয়ান ফরোয়ার্ড স্যামুয়েল বোয়েটেং। ওয়াডারার্সের বিপক্ষে ডাবল হ্যাটট্রিক করা ঘানার প্রিমিয়ার লিগে খেলার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এই ফুটবলারের গোল ১১টি। ৭ গোল নিয়ে তাঁর পেছনে আছেন ব্রাদার্সের সেনেগালের ফরোয়ার্ড চেক সিনে।

এক নজরে ফলাফল

প্রথম রাউন্ড

- ২৯.১১.২০২৪ : ব্রাদার্স-২ (সিসে, জাকারিয়া) : পুলিশ এফসি-১ (মানিক)
 ২৯.১১.২০২৪ : ওয়াডারার্স-০ : মোহামেডান-৬ (দিয়াবাত-২, সানডে, রাকিব, বোয়েটিং, সৌরভ)
 ২৯.১১.২০২৪ : বসুন্ধরা কিংস-৭ (জারেদ-২, রাকিব-২, ফাহিম, মিগুয়েল, জনি) : চট্টগ্রাম আবাহনী-০
 ৩০.১১.২০২৪ : রহমতগঞ্জ-৩ (ওশেই, তাজ, ফেলিক্স) : ফার্সি এফসি-১ (মনজুরুল)
 ৩০.১১.২০২৪ : ইয়ংমেন্স ক্লাব-০ : আবাহনী-২ (এনামুল গাজী, জাফর ইকবাল)

দ্বিতীয় রাউন্ড

- ০৬.১২.২০২৪ : মোহামেডান-১ (দিয়াবাত) : বসুন্ধরা কিংস-০
 ০৬.১২.২০২৪ : চট্টগ্রাম আবাহনী-০ : রহমতগঞ্জ-২ (জীবন-২)
 ০৭.১২.২০২৪ : আবাহনী-১ (সুমন রেজা) : ওয়াডারার্স-০
 ০৭.১২.২০২৪ : পুলিশ এফসি-৪ (আল-আমিন-২, জয়ন্ত, মানিক) : ইয়ংমেন্স ক্লাব-১ (তুরায়েভ)
 ০৭.১২.২০২৪ : ফার্সি এফসি-১ (পা ওমর) : ব্রাদার্স-১ (জাকারিয়া)।

তৃতীয় রাউন্ড

- ১৩.১২.২০২৪ : ইয়ংমেন্স ক্লাব-০ : ফার্সি এফসি-৩ (নোভা-২, ওমর সার)
 ১৩.১২.২০২৪ : ব্রাদার্স-২ (চিক সিনে) : চট্টগ্রাম আবাহনী-০
 ১৪.১২.২০২৪ : ওয়াডারার্স-০ : পুলিশ এফসি-৪ (আল-আমিন-২, দিপক।
 ১৪.১২.২০২৪ : মোহামেডান-১ (দিয়াবাত) : আবাহনী-০
 ১৪.১২.২০২৪ : বসুন্ধরা কিংস-৪ (জোনাথন, মিগুয়েল, সোহেল রানা, তপু বর্মণ) : রহমতগঞ্জ-১ (জীবন)।

চতুর্থ রাউন্ড

- ২০.১২.২০২৪ : পুলিশ এফসি-১ (আল-আমিন) : মোহামেডান-৩ (এমানুয়েল টনি, সানডে, দিয়াবাত)
 ২০.১২.২০২৪ : আবাহনী-১ (সুমন রেজা) : বসুন্ধরা কিংস-০
 ২১.১২.২০২৪ : চট্টগ্রাম আবাহনী-০ : ইয়ংমেন্স ক্লাব-২ (জায়েম, জকমনভ)
 ২১.১২.২০২৪ : ফার্সি এফসি-১ (ভ্যালেরি) : ওয়াডারার্স-১ (সাকিব)
 ২১.১২.২০২৪ : রহমতগঞ্জ-৩ (স্যামুয়েল বোয়েটেং-২, জীবন) : ব্রাদার্স-১ (চেক সেনে)

পঞ্চম রাউন্ড

- ২৭.১২.২০২৪ : ওয়াডারার্স-১ (শাকিল আলী) : চট্টগ্রাম আবাহনী-০
 ২৭.১২.২০২৪ : মোহামেডান-১ (এমানুয়েল সানডে) : ফার্সি-০
 ২৭.১২.২০২৪ : বসুন্ধরা কিংস-১ (মজিবর জনি) : ব্রাদার্স-১ (চেক সেনে)
 ২৮.১২.২০২৪ : আবাহনী-২ (আকাশ, ইমন) : পুলিশ এফসি-০
 ২৮.১২.২০২৪ : ইয়ংমেন্স ক্লাব-১ (তুরায়েভ) : রহমতগঞ্জ-৬ (বোয়েটেং-২, রাজন-২, তাজউদ্দিন, জীবন)

ষষ্ঠ রাউন্ড

- ০৩.০১.২০২৫ : ফার্সি এফসি-০ : আবাহনী-০
 ০৩.০১.২০২৫ : ব্রাদার্স-৩ (মুস্তাফা, চেক সিনে, সাজ্জাদ) : ইয়ংমেন্স ক্লাব-০
 ০৩.০১.২০২৫ : পুলিশ এফসি-০ : বসুন্ধরা কিংস-৫ (জোনাথন-২, জনি, রাকিব, মিগুয়েল)
 ০৪.০১.২০২৫ : চট্টগ্রাম আবাহনী-১ (জিতু) : মোহামেডান-৫ (সৌরভ-২, মনজুর, সানডে, সেলিম রেজা (আত্মঘাতী)
 ০৪.০১.২০২৫ : রহমতগঞ্জ-৬ (বোয়েটেং-৬) : ওয়াডারার্স-১ (সাইয়েস সামসুদ)

সপ্তম রাউন্ড

- ১০.০১.২০২৫ : বসুন্ধরা কিংস-৪ (জোনাথন, ফাহিম, রফিকুল, রাকিব) : ইয়ংমেন্স ক্লাব-১ (টুটুল বাদশা-আত্মঘাতী)
 ১০.০১.২০২৫ : মোহামেডান-৩ (জিশান, দিয়াবাত, সানডে) : রহমতগঞ্জ-১ (বোয়েটেং)
 ১০.০১.২০২৫ : ওয়াডারার্স-১ (সিফাত) : ব্রাদার্স-৪ (ইমন (আত্মঘাতী), মাহবুবুর, কিংসলে, চেক সিনে)
 ১০.০১.২০২৫ : পুলিশ এফসি-১ (মোরশেদুল) : ফার্সি এফসি-১ (নোভা)
 ১১.০১.২০২৫ : চট্ট.আবাহনী-০ : আবাহনী-৪ (ইব্রাহিম-২, এনামুল গাজী, আসাদুল মোল্লা)

সবশেষ পয়েন্ট টেবিল

দল	ম্যাচ	জয়	ড্র	হার	গোল	পয়েন্ট
মোহামেডান	৭	৭	০	০	২০/৩	২১
আবাহনী	৭	৫	১	১	১০/১	১৬
রহমতগঞ্জ	৭	৫	০	২	২২/১১	১৫
ব্রাদার্স	৭	৪	২	১	১৪/৭	১৪
বসুন্ধরা কিংস	৭	৪	১	২	২১/৫	১৩
ফার্সি এফসি	৭	১	৪	২	৭/৭	৭
পুলিশ এফসি	৭	২	১	৪	১১/১৪	৭
ঢাকা ওয়াডারার্স	৭	১	১	৫	৪/২২	৪
ইয়ংমেন্স ক্লাব	৭	১	০	৬	৫/২২	৩
চট্ট.আবাহনী	৭	০	০	৭	১/২৩	০

মো. মাহবুবুর রশিদ

নিজেদের পছন্দের সংস্করণ ওয়ানডেতে গত বছর বাংলাদেশ মাত্র ৯টি ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছিল। সেখানে ৩ জয়ের বিপরীতে ৬ পরাজয়ের ফলে পারফরম্যান্সও ছিল চরম হতাশাজনক। এ বছর অবশ্য অনেকগুলো ওয়ানডে ম্যাচ পাচ্ছে বাংলাদেশ, সংখ্যাটা কমপক্ষে ২১ যা আরও বাড়তে পারে। তবে গত বছর যেখানে ১০টি টেস্ট খেলেছিল বাংলাদেশ, ২০২৫ সালে টেনেটুনে মাত্র ৪টি টেস্ট পাওয়া এই সংস্করণে টাইগারদের অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে তো অবশ্যই।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি অভিযান শেষ করে বাংলাদেশ দল মার্চে ঘরের মাঠে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সাদা বলের ক্রিকেটের দুটো সিরিজ খেলবে। বাংলাদেশ সফরে এসে জিম্বাবুয়ের ৩টি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে। এরপর মে মাসে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল যাবে পাকিস্তান সফরে। সেখানে পাকিস্তানিদের বিপক্ষে টাইগাররা মোকাবিলা করবে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে ও ৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে। জুনে নির্ধারিত রয়েছে বাংলাদেশের শ্রীলঙ্কা সফরের সূচি। লঙ্কান দ্বীপে ২ টেস্ট এবং ৩টি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবেন মিরাজ-তাসকিনরা। গত নভেম্বর-ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সর্বশেষ টেস্ট খেলার পর সাদা পোশাকে আবারও মাঠে নামার জন্য বাংলাদেশকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে ছয় মাসেরও বেশি সময়। এই সংস্করণে এমন বিরতি অবশ্য বাংলাদেশের জন্য নতুন কিছু নয়, বরং বেশ পুরোনোই। রেকর্ডের পাতা খেঁটে দেখা যাচ্ছে, এর আগে ২০১০ সালের জুনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এবং ২০১১ সালে অস্ট্রেলিয়ার জিম্বাবুয়ের সঙ্গে বাংলাদেশের টেস্ট সিরিজ খেলার মধ্যে 'গ্যাপ' ছিল প্রায় ১৬ মাসের! এ ছাড়া ২০০৬ সালের এপ্রিলের পর বাংলাদেশ টেস্ট খেলেছিল ২০০৭ সালের মে মাসে, প্রায় ১৩ মাস পর!

যা-ই হোক, চলতি বছরের আগস্টে বাংলাদেশ সফরে আসবে ভারতীয় ক্রিকেট দল। দ্বিপক্ষীয় ওই সিরিজে ৩টি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি ম্যাচে মোকাবিলা করবে উভয় দল। টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এশিয়া কাপ আয়োজনের সম্ভাবনা রয়েছে সেপ্টেম্বরে। ভেন্যু এখনো চূড়ান্ত না হলেও এশিয়া মহাদেশের শ্রেষ্ঠত্বের এই আসর সবসময়ই বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাংলাদেশ সফরের সম্ভাব্য সময় অক্টোবর-নভেম্বর। সেখানেও কোনো টেস্ট নেই, আছে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে ও সমান সংখ্যক ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। নভেম্বর-ডিসেম্বরে পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলতে আয়ারল্যান্ড ক্রিকেট দল উড়ে আসবে বাংলাদেশে। ৩টি ওয়ানডে ও ৩টি ওয়ানডের পাশাপাশি ওই সিরিজে রয়েছে ২টি টেস্টও। যদিও টেস্ট সিরিজটি যে হবেই, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। মোটামুটি এই হলো ২০২৫ সালে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সূচির খতিয়ান। উল্লেখিত সূচি ছাড়াও দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা এবং নতুন চুক্তির ভিত্তিতে আরও সিরিজ যুক্ত হতে পারে, বাড়তে পারে ম্যাচের সংখ্যা।

এ ছাড়া বছরের একেবারে শেষ দিকে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের ভারত সফরে যাওয়ার কথা রয়েছে। ডিসেম্বরের ওই সিরিজে ৩টি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে আগস্ট-সেপ্টেম্বরেই টাইগ্রেসরা হয়তো ভারত যাবে ওয়ানডে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করতে। চলতি মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জিততে পারলে সরাসরি উইমেনস বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে নিগার সুলতানা জ্যোতির দল, নইলে পেরুতে হবে বাছাইপর্বের বৈতরণী।

এ বছর টেস্ট কম, ওয়ানডে বেশি বাংলাদেশের

নিগার সুলতানা জ্যোতির দল। ওয়ানডে সিরিজ জিততে পারলে আগস্ট-সেপ্টেম্বরে আট দলকে নিয়ে ভারতে অনুষ্ঠেয় আগামী উইমেনস বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার টিকিট পাবে টাইগ্রেসরা।



ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে বিদায় নিয়েছে ঘটনাবল্হ ২০২৪ সাল। যে বছরটায় নাটকীয় সব পরিবর্তন দেখেছে পুরো বাংলাদেশ। আর সেই পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে দেশের ক্রিকেটেও। ক্রিকেট বোর্ড প্রধান থেকে শুরু করে জাতীয় দলের কোচ, সবই বদলেছে। বাংলাদেশ ক্রিকেটও তাই নতুন করে আসা ২০২৫ সালে পা রেখেছে ভিন্ন এক রূপে।

স্মৃতির পাতায় আশ্রয় নেওয়া ২০২৪ সালে বাংলাদেশের ক্রিকেট আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পার করেছে তুমুল ব্যস্ত সময়। এবারের এই ২০২৫ সালেও লাল-সবুজ দলের থাকছে প্রচুর ব্যস্ততা। গত বছর তিন সংস্করণ মিলিয়ে (টি-টোয়েন্টি ২৪, টেস্ট ১০, ওয়ানডে ৯) টাইগাররা খেলেছিল মোট ৪৩ ম্যাচ। এবার সংখ্যাটা সামান্য কিছু হলেও বাড়তে পারে। বাংলাদেশ জাতীয় পুরুষ ও নারী ক্রিকেট দলের ব্যস্ত সূচি থাকছে পুরো বছরেই। ডিসেম্বরের শেষ থেকে একাদশ বিপিএল চলার সুবাদে পুরো জানুয়ারি মাস এবং ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত পুরুষ ক্রিকেটাররা ব্যস্ত থাকছেন ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের ঘরোয়া বড় এই আসর নিয়ে। অবশ্য বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল এরই মধ্যে পাড়ি জমিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্যারিবীয় মেয়েদের সঙ্গে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে ও সমানসংখ্যক ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে

গত নভেম্বর-ডিসেম্বরে বছরের শেষ সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে অনুমুখর অভিজ্ঞতা হয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় পুরুষ ক্রিকেট দলের। টেস্ট সিরিজ ১-১ এ ড্র করার পর ওয়ানডে সিরিজে ৩-০ তে হোয়াইটওয়াশ হয়ে চরম হতাশা উপহার দেওয়ার পর ঘুরে দাঁড়িয়ে একই ব্যবধানে ক্যারিবীয়দেরকে টি-টোয়েন্টি সিরিজে অবিশ্বাস্যভাবে ধবলধোলাই করে চমকে দিয়েছে টাইগাররা। ২০২৫ সালে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রাখবে ওয়ানডে দিয়ে। অনেক নাটকের পর শেষ পর্যন্ত 'হাইব্রিড মডেলে' আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি অনুষ্ঠিত হবে পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মাঠে। আট দলকে নিয়ে ফেব্রুয়ারি-মার্চের ওই বৈশ্বিক আসরে বাংলাদেশ পড়েছে 'এ' গ্রুপে, তুলনামূলকভাবে যে গ্রুপটি অনেক কঠিন। ২০ ফেব্রুয়ারি দুবাইয়ে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের মাধ্যমে শুরু হবে বাংলাদেশের মিশন। এরপর ২৪ ফেব্রুয়ারি নিউজিল্যান্ড এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি স্বাগতিক পাকিস্তানের মোকাবেলা করবে টাইগাররা। উভয় ম্যাচের ভেন্যু রাওয়ালপিন্ডি। গ্রুপ পর্বের প্রায় অসম্ভব গণ্ডি পেরুতে পারলে তবেই বাংলাদেশ খেলবে নকআউট পর্ব তথা সেমিফাইনালে। বিপিএল ক্রিকেট ধামাকা শেষ করাই বাংলাদেশের খেলায়াড়দের শুরু করতে হবে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির প্রস্তুতি।





টি-টোয়েন্টির আসল চরিত্রে ফিরেছে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ-বিপিএল। রানের বন্যায় ভাসছে টুর্নামেন্ট। অন্তত বিপিএলের শুরুটা দেখে তেমনটাই মনে হয়। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ততম এই সংস্করণে রান উপকে যাওয়ার চ্যালেঞ্জ না থাকলে

একেবারেই জমে না। খেলা হয়ে যায় ম্যারম্যারে। হারায় দর্শক-সমর্থকদের সমর্থন। তাতে মাঠ হয়ে যায় ফাঁকা। প্রাণহীন। এত দিন ক্রিকেট মাঠের চরিত্র হুবহু তেমন না হলেও দর্শক-সমর্থকদের আক্ষেপ ছিল রান কম হওয়ার। খেলা দেখে মজা না পাওয়ার। কিন্তু এবার বদলে যাওয়া বাংলাদেশের মাঠও যেন বদলে গেছে। চার-ছক্কার ফুলঝুরি। রানে ভাসছে মিরপুরের হোম অফ ক্রিকেট।

তবে এদেশের ক্রিকেটে আনন্দ আর আক্ষেপের জায়গাটা যেন চলে একই সমান্তরালে। যতই দিন বদলে যাক, কিংবা দিন বদলের ডাক দেওয়া হোক, না পাওয়ার আক্ষেপ দূরে রাখা যায়নি। সেরেও যায়নি। বরাবরের মতো টিকিটের জন্য আক্ষেপ করতে হয়েছে দর্শকদের, বেদনায় পুড়তে হয়েছে সমর্থকদের। তাতে উদ্বোধনী ম্যাচের টিকিট পেতে বিক্ষোভও করেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। পরে সমালোচনার মুখে টুর্নামেন্ট শুরুর আগমুহুর্তে টিকিট বিক্রির ঘোষণা দেয় বিসিবি। পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী, বিপিএলের উদ্বোধনী দিন সকাল ১০টা থেকে টিকিট বিক্রি করার কথা ছিলো। কিন্তু মিরপুরে কোনো বুথে টিকিট বিক্রি করা হয়নি সেদিন। কোনো বুথে কিংবা অনলাইনে টিকিট না পেয়ে বিপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচ মাঠে গড়ানোর আগে বিক্ষুব্ধ দর্শকরা মিরপুর স্টেডিয়ামে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। ভেঙে ফেলে ব্যানার-ফেস্টুনও। হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় মিরপুরের হোম অব ক্রিকেটের প্রধান ফটক। পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। নিয়ন্ত্রণ হলো কি হলো না, সেটা বিষয় নয়; বিপিএলের খেলা দেখা নিয়ে দর্শক-সমর্থকদের যে আক্ষেপ ছিলো সেটা আর কাটানো গেল না। নতুন দিনের নতুন বাংলাদেশে কতকিছুই হয় কিন্তু ক্রিকেটপ্রেমীদের দুঃখ ঘোচে না। বরাবরের মতো টিকিট না পাওয়ার যন্ত্রণায় ঘরে ফিরতে হয়। পরে অবশ্য স্বাভাবিক হয়ে আসে টিকিট বিক্রির কার্যক্রম।

টিকিট না পাওয়ার মাতম নিয়েই শুরু হয় এবারের বিপিএল। কিন্তু মাঠে নেমেই ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো এমন পারফরমেন্স দেখালো যে তাতে টিকিট না পাওয়ার আক্ষেপটা আরও বেড়ে গেল ক্রিকেটামোদীদের। টি-টোয়েন্টি মানেই চার-ছক্কার ধুমধারাক্ষা। প্রবল প্রতাপে বোলারদের মাঠের বাইরে আছড়ে ফেলা। নানা অব্যবস্থাপনা নিয়ে শুরু হলেও সেই হিসেবে মাঠের বিপিএল প্রথম দিনেই সুপারহিট। যেমন পারফরমেন্স দর্শকরা চান, তেমন ক্রিকেটই উপহার দেন খেলোয়াড়রা। তাতে ধীর গতির পীচের অপবাদটাও ঘুচে যায় মিরপুরের। সব মিলিয়ে বহু কাঠখড় পুড়িয়ে যাঁরা টিকিট নিয়ে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে এসেছিলেন, তাঁদের জন্য সোনার সোহাগা। বলা যায়, পয়সা উশুল। রান বন্যায় ভেসেছে ম্যাচ দুটি। চলতি বিপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচটা হয়ে থাকবে আসরের অন্যতম স্মরণীয়। কারণ, টুর্নামেন্ট শুরুর আগে দুর্বীর রাজশাহীকে নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা কিংবা

বিপিএল ক্রিকেট:

ফিরেছে টি-টোয়েন্টি স্টাইলে পরাগ আরমান

মাতামাতি ছিল না। কিন্তু সেই রাজশাহীই, টুর্নামেন্টের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ফরচুন বরিশালের বিপক্ষে, দলের ২৫ রানে ২ উইকেট হারালেও ৩ উইকেটে সংগ্রহ করলো ১৯৭ রান। ইয়াসির আলী চৌধুরী মাত্র ৬ রানের জন্য সেঞ্চুরির নাগাল পেলেন না। ৪৭ বলে ৮ ছক্কা আর ৭ চারে অপরাজিত থাকলেন ৯৪ রানে। অধিনায়ক এনামুল হক বিজয় ৫১ বলে ৬৫ রান করেন। এদিকে, শক্তিশালী দলের লেবেল আঁটা ফরচুন বরিশালও করে দারুণ প্রত্যাবর্তন। ৬১ রানে তামিম ইকবালের দল ৫ উইকেট হারানোর পরও ম্যাচ জেতে ৪ উইকেটে, তাও আবার ১১ বল হাতে রেখে। ২৬ বলে ম্যাচ সেরা মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের ৫৬ রান। সেই সাথে ২১ বলে ফাহিম আশরাফের ৫৪ রানে ৬ উইকেট হারানো ফরচুন বরিশাল জয় পায়। সব মিলিয়ে প্রথম ম্যাচে ছক্কা হয়েছে ২৯টি, রান হয়েছে ৩৯৭।

অথচ ২০১২ সালে প্রথম বিপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচে মোট রান হয়েছিল ৩৩২। ছক্কার মার ছিল ১৭টি। সেই ম্যাচে, ৪ উইকেটে ১৬৫ রান করেছিল সিলেট রয়্যালস। জবাবে, ৪১ বল হাতে রেখে, ১০ উইকেটে জয় পায় বরিশাল বার্নস। ইউনিভার্সাল বস ক্রিস গেইলের ৪৪ বলে অপরাজিত ১০১ রানের ঝড়ে উড়ে যায় সিলেট। ইনিংসে ১০ ছক্কার সঙ্গে ৭টি বাউন্ডারিও মেরেছিলেন ক্রিস গেই। ২০১৩ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে দ্বিতীয় বিপিএলে উদ্বোধনী ম্যাচে মোট রান হয়েছিল ৩৪৬। ছক্কা হয়েছিলো ১৫টি। সেই ম্যাচে চ্যাম্পিয়ন ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটর্সের কাছে ৬২ রানে হেরেছিল খুলনা রয়ল বেঙ্গলস। ঢাকার ৪ উইকেটে ২০৪ রানের জবাবে, ৮ উইকেটে ১৪২ রান করেছিল খুলনা। ২০১৫ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে তৃতীয় বিপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচে রান উঠেছিল ৩৭৫। ২০১৬ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে চতুর্থ বিপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচে ২৯৩ রান, ২০১৭ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে শুরু হওয়া টুর্নামেন্টে ২৮২, ২০১৯ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে বিপিএলের সিজন সিক্সের উদ্বোধনী ম্যাচে ১৯৯, সপ্তম আসরে ৩২৫, অষ্টম আসরে ২৫১, নবম আসরে ১৭৯ এবং দশম আসরে উদ্বোধনী ম্যাচে রান উঠেছিলো ২৯০। অর্থাৎ বিপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচে সবচেয়ে বেশি রান হয় একাদশ আসরে এসেই।

এত দিন মিরপুরের মাঠে রান তেমন আসেনি। এবার আসলো কি করে? নতুন বাংলাদেশে সবকিছুই কি তবে নতুন করে শুরু হচ্ছে? এমন প্রশ্ন উঠতেই পারে। হ্যাঁ, সেই প্রশ্ন সহজেই উঠে এসেছে। মিরপুরের পিচ কি তবে ভিন্ন আচরণ করছে? কেন করছে? মিরপুরের উইকেটে লো স্কোরিং ম্যাচ দেখতে দেখতে বিরক্ত দর্শকরা এবার অবলোকন করছেন ভিন্নচিত্র। বিপিএলে শেষ হওয়া চার

ম্যাচের চারটিতে দলীয় স্কোর পার হয়েছে কমপক্ষে ১৯০। তাতে দর্শকরা সত্যিকার অর্থেই চার-ছক্কা দেখার উন্মাদনায় মাততে পারছেন। বোর্ড সভাপতি ফারুক আহমেদ জানান বদলে যাওয়ার উইকেটে কারণ। তিনি বলেন, ‘আমি চিন্তা করেছি উইকেটটা আমরা দেখতে চাই, ভালো ব্যাটিং উইকেট। বাউন্ডও আছে কিন্তু উইকেটে। সো, এই ধরনের উইকেটে আসলে খেলা প্রয়োজন। তাতে করে বোলাররাও শিখবে, কীভাবে ভালো ব্যাটিং উইকেটে বল করা যায়; আর ব্যাটসম্যানরা তো আছেনই। মোট কথা, কিউরেটরের কাছে আমাদের নির্দেশনা ছিলো ভালো ব্যাটিং উইকেটের।’ অর্থাৎ বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদের নির্দেশনা মোতাবেকই এবারে মিরপুরের পিচ বানানো হয়েছে। পছন্দ মতো ব্যাটিং উইকেট পেয়ে রানের মধ্যেই আছে ব্যাটসম্যানরা। আর রানউৎসব দেখে আনন্দমনে ঘরে ফিরছেন ক্রিকেটভক্তরা।

প্রথম ম্যাচের রান দ্বিতীয় ম্যাচেও অব্যাহত থাকে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর রান তোলা। সেই ম্যাচে ঢাকা ক্যাপিটালসকে ১৯২ রানের টার্গেট ছুঁড়ে দেয় গ্লোবাল সুপার লিগ জয়ী রংপুর রাইডার্স। তবে শেখ মেহেদীর ২৭ রানে ৪ উইকেট তুলে নেওয়াতে, ৯ উইকেটে ১৫১ রানে থামে ঢাকা। ৪০ রানে পরাজিত হয় তারা। তবে লড়াই ছিল হাড্ডাহাড্ডি। বেশ উপভোগ্য। সবকিছু শেষে বিপিএলকে জুয়া মুক্ত রাখা যাচ্ছে না। শুধু বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ-বিপিএলই নয়, একাধিক টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ আইসিসির দুর্নীতিবিরোধী নীতি মেনে চলছে না বলে অভিযোগ করেছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফ।

তাদের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গত দুই আসরে বিপিএলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ৩০টিরও বেশি অভিযোগ এসেছে। কিন্তু সেই অভিযোগ আমলে নিয়ে কাউকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। টেলিগ্রাফ তাদের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে, কয়েকটি দলের মালিক নিজেদের দলের হারের পক্ষেই বাজি ধরছেন এবং খেলোয়াড়দের দিয়ে ম্যাচ পাতাচ্ছেন। দেশের পট পরিবর্তনের সাথে সাথে বিসিবিতেও পরিবর্তন এসেছে। নতুন করে বোর্ডে আসা সংগঠকদের জন্যও বিপিএলের এবারের আসরটি এক ধরনের নতুন অভিজ্ঞতা। অধিনায়কদের ফটোসেশন না করা, টিকিট বিক্রি কিংবা বিলিভটন নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা না রাখা, খেলার মাঝপথে ফ্লাডলাইট বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো অব্যবস্থাপনা তাই রয়েছে। পারিশ্রমিকের কোনো অংশ হাতে না পেয়েই ক্রিকেটের ২২ গজে নেমে পরার দৃষ্টান্তও আছে। তবু আশা নতুন দিনের নতুন বাংলাদেশে এবারের বিপিএল আসরটি শুরুর মতোই ধুমধার হবে, ভাসবে রান বন্যায়। আর মজার মজার সুখস্মৃতি নিয়ে ঘরে ফিরবেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।

উড়ছে রংপুর, ডুবছে ঢাকা

দূরন্ত
গতিতে
এগিয়ে চলছে
বিপিএল। পৌষ-
মাঘের দাপুটে শীতের দিন
ও রাতে জমে উঠেছে ব্যাট-বলের
লড়াই। বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-
টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের একাদশ আসর অনুষ্ঠিত
হচ্ছে এবার। অংশগ্রহণ করছে এটি দল, কিন্তু
সত্যিকার অর্থে শিরোপা লড়াইয়ে আছে ৫টি
দল- রংপুর রাইডার্স, ফরচুন বরিশাল, চিটাগং
কিংস, খুলনা টাইগার্স ও দুর্বার রাজশাহী। ঢাকা
ক্যাপিটালস ও সিলেট স্ট্রাইকার্স, অন্য এই দুই
দলের অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে, কোনোক্রমে
টুর্নামেন্ট শেষ করতে পারলেই যেন বাঁচে!

নানা কারণে ব্যতিক্রমী এবারের বিপিএল।
জুলাই অভ্যুত্থানের ছাপ রেখে টুর্নামেন্টকে
আকর্ষণীয় ও জমজমাট করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা
করছে বিসিবি। তবুও থেকে যাচ্ছে ঘাটতি
এবং অবস্থাপনা ও বেশ কিছু অসঙ্গতিও চোখে
পড়েছে অনেকের। টিকিট নিয়ে দর্শকদের
কাড়াকাড়ি ও হুলস্থূল টুর্নামেন্ট ঘিরে দর্শকদের
ব্যাপক অগ্রহেরই বহিঃপ্রকাশ। ভালো
উইকেটে খেলা হওয়ায় আগের তুলনায় অনেক
বেশি রান উঠছে যা ইতিবাচক দিক। দলীয় বড়
স্কোরের পাশাপাশি ব্যক্তিগত দুর্দান্ত ইনিংসেরও
দেখা মিলছে। আবার বোলাররাও পাচ্ছেন
বোলিং ক্যারিশমা দেখানোর সুযোগ। মিরপুর
শেরবাংলা স্টেডিয়ামের চিরচেনা ম্যাডমেডে
উইকেটের বদলে এমন প্রাণবন্ত উইকেট সত্যিই
মুগ্ধ হওয়ার মতো। তবে টুর্নামেন্টের শেষ পর্যন্ত
বাংলাদেশের 'হোম অব ক্রিকেটের' উইকেটের
চরিত্র কেমন থাকে, সেদিকেই অগ্রহ সবার।

ঢাকা ও সিলেটের পর চট্টগ্রাম পর্বও রান-বন্যার
দেখা মিলবে বলে আশা করা হচ্ছে। অবশ্য
চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামের
উইকেট আগে থেকেই রান-প্রসবা হিসেবে
চিহ্নিত। যার প্রমান- বিপিএলের ইতিহাসের
সর্বোচ্চ ৯টি দলীয় ইনিংসেরই দেখা মিলেছে
এই মাঠে। ওদিকে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট
স্টেডিয়ামের সীমানা এমনিতেই বড় না হওয়ার
পরও বিপিএল উপলক্ষে যে হারে কমিয়ে ছোট

করা
হয়েছে
তা সমালোচনার
জন্ম দিয়েছে।
অযাচিতভাবে ব্যাটসম্যানদের
বাড়তি সুবিধা দিতে গিয়ে বোলারদের
প্রতি অবিচার করা হয়েছে কি-না, প্রশ্ন উঠেছে
সেটাও।

বিপিএলের ইতিহাসের সেরা অলরাউন্ডার সাকিব
আল হাসান নেই, সেরা অধিনায়ক মাশরাফি
মুর্তজা নেই, এমনকি নেই সেরা দল কুমিল্লা
ভিক্টোরিয়ানসও। এবার নানা কারণে সেরাদের
এত অনুপস্থিতির মাঝেও টুর্নামেন্টে কিন্তু প্রাণ
আছে। দলীয় দ্বৈরথের পাশাপাশি ব্যক্তিগত
নৈপুণ্যের সমাহার মিলিয়ে একপেশে ম্যাচসংখ্যা
কিছুটা হলেও আগের চেয়ে কমছে, তা আরও



কমতো, যদি ঢাকা ও সিলেট কিছুটা লড়াই
জমাতে পারত!

এমনিতে প্লেয়ার্স ড্রাফটে একেবারে খারাপ দল
গড়েনি নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি ঢাকা ক্যাপিটালস।
কিন্তু নায়ক শাকিব খানের দলের ভাগ্য সুপ্রসন্ন
হচ্ছে না এতটুকুও। ঢাকা হারছে তো হারছেই!
মোস্তাফিজুর রহমান থাকার পরও বিশেষ করে
বোলারদের ব্যর্থতায় হারে হারে একেবারে
জেরবার হয়ে যাচ্ছে দলটি। সিলেট পর্বের
দ্বিতীয় বিরতির দিনে এই প্রতিবেদন লেখার সময়
পর্যন্ত ঢাকা ও রংপুর খেলেছিল ৬টি করে ম্যাচ।

বিপিএলে শিরোপা পুনরুদ্ধারের পথে দুর্দান্তভাবে
এগিয়ে যাচ্ছে রংপুর রাইডার্স

তাতে
পয়েন্ট
তালিকায় দল
দুটির অবস্থান ছিল বিপরীত
মেরুতে। ঢাকা টানা ছয় ম্যাচেই
হেরেছে আর রংপুর পরপর ছয় ম্যাচেই
জিতেছে। রংপুরের প্লে-অফ যেমন নিশ্চিত,
তেমনি আগেভাগেই কার্যত ঢাকার বেজে গেছে
বিদায়ঘণ্টা!

কী এক রহস্যময় কারণে কে জানে, একের পর
এক পরাজয়ের স্রোতে রীতিমতো ডুবছে ঢাকা
ক্যাপিটালস! ওদিকে টিম স্পিরিটে বলীয়ান
হয়ে দুর্ধর্ষ রূপ ধারণ করে টানা জয়ের আনন্দে
আকাশে উড়ছে রংপুর রাইডার্স। আগেভাগেই
শেষ চারের পথে এগিয়ে যাওয়ায় রংপুর
পরবর্তীতে এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে রিজার্ভ বেষ্ট
বাজিয়ে দেখার প্রয়াস পাবে। আর 'হারানোর কিছু
নেই' মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে দু-একটি জয় পেলেই
বর্তে যাবে ক্যাপিটালস! স্মরণ করা যেতে পারে,
গত বিপিএলে নিজেদের প্রথম ম্যাচে শক্তিশালী
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের বিপক্ষে ৫ উইকেটের
জয় দিয়ে শুরুর দুর্দান্ত ঢাকা পরাজিত হয়েছিল
পরের টানা ১১ ম্যাচেই! হারের চক্রে এবারো
ঘুরপাক খাচ্ছে নতুন মালিকানা আর নতুন
নামে আসা রাজধানীর ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। ঢাকা
ক্যাপিটালসের প্রধান কোচ খালেদ মাহমুদ
সুজন কোনো কূলকিনারা খুঁজে পাচ্ছেন না।
চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ম্যাচে পাঁচটি করে পরিবর্তন
এনে একাদশ সাজিয়েও শেষরক্ষা হয়নি।
অধিনায়কত্বের গুরুভার সামলানো খিসারা
পেরেরার একমাত্র সেধুগিরি এক পাশে সরিয়ে
রাখলে যেমন সেভাবে পারফর্ম করতে পারছেন
না, তেমনি দলকেও ঠিকঠাক পরিচালনা করতে
ব্যর্থ হচ্ছেন। এভাবে চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত
শ্রীলঙ্কান এই পেস অলরাউন্ডারের কাছ থেকে

নেতৃত্ব কেড়ে নিয়ে লিটন দাসের হাতে তুলে দিলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান ‘রান করতে প্রায় ভুলে যাওয়ার পর’ পঞ্চম ম্যাচে বাদ পড়ে ষষ্ঠ ম্যাচে সিলেট স্ট্রাইকার্সের বিপক্ষে ৪৩ বলে ৭৩ রানের ক্ল্যাসিকাল ইনিংস খেলে নিজেকে ফিরে পাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ওদিকে প্রায় হারিয়ে যাওয়া সাকিবের রহমান সিলেটে চিটাগং কিংসের বিপক্ষে ৩৩ বলে অপরাধিত ৮২ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলে জানান দিয়েছেন স্বর্ণালী সময়ে কেমন ছিল তাঁর উত্তাল ব্যাট। তবে এক দুজনের পারফরম্যান্সে নয়, ঢাকাকে জয়ের দেখা পেতে হলে নিজেদের স্লোগান ‘টুগেদার উই রাইজ’ মন্ত্রে উজ্জীবিত হতে হবে। আর অবশ্যই দলটির বোলারদের মিতব্যয়ী ও কৌশলী হওয়ার বিকল্প নেই।

গত মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে গ্লোবাল সুপার লিগের শিরোপা জিতে আসা রংপুর রাইডার্স বিপিএলেও দেখাচ্ছে নিজেদের শক্তিমত্তার গভীরতা। ব্যাটিং-বোলিং ও ফিল্ডিং মিলিয়ে দারুণ ভারসাম্যপূর্ণ স্কোয়াড নিয়ে অপ্রতিরোধ্য দলে পরিণত হয়েছে রংপুর। অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহান ও প্রধান কোচ দক্ষিণ আফ্রিকার মিকি আর্থারের সম্মিলিত গেমপ্ল্যান ও স্ট্র্যাটেজি দলটিকে শিরোপা পুনরুদ্ধারের জোরালো স্বপ্ন দেখাচ্ছে। সেই ২০১৭ বিপিএলের ফাইনালে ঢাকা ডায়নামাইটসকে হারিয়ে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হওয়া রংপুর রাইডার্স এবার শেষ হাসি হাসতে ব্যর্থ হলে সেটিই হবে বড় অঘটন। ব্যাটিংয়ে ইংল্যান্ডের অ্যালেক্স হেলস ও বাংলাদেশের সাইফ হাসান তো পুরাই ‘আগুন ফর্ম’ে আছেন! বোলিং আক্রমণে বাংলাদেশের তরুণ পেসার নাহিদ রানা ও অফস্পিনার শেখ মেহেদী হাসান এবং পাকিস্তানের স্পিন অলরাউন্ডার খুশদিল শাহ দলটির প্রাণভোমরা। অবশ্য রংপুর কেবল একজন দুজনের ওপর নির্ভরশীল নয়, যখন



তামিম ইকবালের ফরচুন বরিশাল শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখতে পারবে তো?

প্রয়োজন কেউ না কেউ ঠিকই বলসে উঠছেন। রিজার্ভ বেঞ্চে বিকল্পও অনেক। সিলেটের মাঠে ফরচুন বরিশালের ১৯৮ রান তাড়ায় শেষ ওভারে রংপুরের দরকার ছিল ২৬ রান। ক্যারিবীয় পেস অলরাউন্ডার কাইল মেয়ার্সের করা ওই ওভারে ৩টি করে চার ও ছক্কায় একাই ৩০ রান তুলে যেভাবে ম্যাচ জিতিয়েছেন রংপুর অধিনায়ক সোহান, তা সত্যিই অবিশ্বাস্য! বাংলাদেশের কোনো ব্যাটসম্যান এমন তান্ডব চালিয়ে ম্যাচ জেতাবেন, এতদিন যা ছিল স্বপ্ন তা-ই সত্যি করে দেখালেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান। সূক্ষ্ম ক্রিকেট মস্তিষ্কের পাশাপাশি ব্যাট হাতে এমন সাহসী অধিনায়ক যে দলের, সে দলকে রুখবে কে?

কাগজে-কলমে অবশ্য রংপুরের চেয়েও তারকাবহুল ফরচুন বরিশাল। কিন্তু তামিম ইকবাল বাহিনী মাঠে সেভাবে দুর্দমনীয় শক্তিমত্তার জানান দিতে পারছে না। জয়-পরাজয়ের মিশেলে এগিয়ে চলছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা। উদ্বোধনী ম্যাচে যেমন দুর্বার রাজশাহীর বিপক্ষে ১৯৭ রানের বড় স্কোর

তাড়া করে জিতেছে, তেমনি রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে ১২৪ রানেও অলআউট হয়েছে বরিশাল। আবার একই প্রতিপক্ষের সঙ্গে শেষ ওভারে ২৬ রান ডিফেন্ড করতে ব্যর্থ হয়ে টানা দ্বিতীয় সাক্ষাতেও হেরেছে। ক্যারিবীয় অলরাউন্ডার কাইল মেয়ার্স ব্যাটে-বলে ভালোই খেললেও যাওয়ার আগে রংপুরের অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহানের হাতে ইনিংসের শেষ ওভারে বেধড়ক পিটুনি খেয়ে ৩০ রান দিয়ে বরিশালকে একটা ম্যাচ একাই হারিয়ে দিয়ে গেছেন! ৫ ম্যাচে ৩৮.৫০ গড় আর ৮.১০ ইকোনমি রেটে ৪ উইকেট পাওয়া পাকিস্তানের পেসার শাহীনশাহ আফ্রিদি কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থের কতটা রিটার্ন দিতে পেরেছেন তা প্রশ্নসাপেক্ষ। তামিম, মুশফিক, মাহমুদউল্লাহ ও দলীয় কন্ট্রোলশনের কারণে দুই ম্যাচে উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলা নাজমুল হোসেন শান্ত-বরিশালের শিরোপা ধরে রাখার মিশনে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশের এই চার ব্যাটসম্যানকে বড় ভূমিকা পালন করতে হবে। অবশ্য দেশি-বিদেশি মিলিয়ে অধিনায়ক তামিমের হাতে যথেষ্ট বিকল্প খেলোয়াড় থাকায় টুর্নামেন্ট এগুনোর সঙ্গে সঙ্গে বরিশাল নিশ্চয় শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

রংপুর ও বরিশালকে সেরা দুই দল ধরলে প্রো-অফের অন্য দুটি স্থানের জন্য লড়াই হবে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন খুলনা টাইগার্স, মোহাম্মদ মিঠুনের চিটাগং কিংস ও এনামুল হক বিজয়ের দুর্বার রাজশাহীর মধ্যে। এর মধ্যে রাজশাহীর বোলিং লাইনআপে এক তাসকিন আহমেদ বাদে অন্য কারও ওপর সেভাবে আস্থা রাখার সুযোগ নেই যা বড় সমস্যা। ‘হারের হ্যাটট্রিক’ করার পর চতুর্থ ম্যাচে প্রথম জয়ের দেখা পাওয়া সিলেট স্ট্রাইকার্স সম্ভবত পয়েন্ট তালিকার শেষ স্থানটির জন্য ঢাকা ক্যাপিটালসের সঙ্গে লড়াই জমাবে! আরিফুল হকের নেতৃত্বাধীন ‘দুটি পাতা আর একটি কুড়ির’ দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজিটির তলানির স্থান থেকে মুক্তি পাওয়া নির্ভর করছে জাতীয় দলের দুই তারকা মারকুটে ব্যাটসম্যান জাকের আলী অনিক ও পেসার তানজিম হাসান সাকিবের ওপর।



হারে হারে জেরবার হওয়ার দশা ঢাকা ক্যাপিটালসের!

মাহিদুলের দ্রুততম ফিফটি

মিরপুরে একাদশ বিপিএলের তৃতীয় ম্যাচে চিটাগং কিংসের বিপক্ষে ৩৪ বল বাকি থাকতে মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন যখন মাঠে নামেন, তখন খুলনার রান ৪ উইকেটে ১১৭। আর কোনো উইকেট না হারিয়ে শেষ পর্যন্ত খুলনা স্কোর বোর্ডে জমা করে ২০৩ রান! এটা সম্ভব হয়েছে মাহিদুলের ব্যাটিং তাড়াবে। ২৫ বছর বয়সী এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান অপরাধিত ছিলেন ৫৯ রানে। তাঁর ২২ বলের খুনে ইনিংসে চার একটি হলেও ছক্কা মেরেছেন ৬টি। চট্টগ্রামের বোলারদের তুলোধুনো করে মাত্র ১৮ বলেই



বিপিএলে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানের মধ্যে দ্রুততম ফিফটির রেকর্ড গড়েছেন খুলনার মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন

হাফ সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন মাহিদুল। বিপিএলের ইতিহাসে এটিই বাংলাদেশের কোনো ব্যাটসম্যানের দ্রুততম ফিফটি। ২০২৩ আসরে রংপুর রাইডার্সের হয়ে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের বিপক্ষে ১৯ বলে পঞ্চাশ ছুঁয়ে আগের রেকর্ডের মালিক ছিলেন ওপেনার রনি তালুকদার। এ ছাড়া সব মিলিয়ে বিপিএলে এর চেয়ে কম বলে ফিফটি আছে আর মাত্র দুজনের- সুনিল নারাইন (১৩ বলে) ও উইল জ্যাকস (১৬ বলে)। বিপিএলে আড়াই শর বেশি স্ট্রাইক রেটে পঞ্চাশছোঁয়া ইনিংস খেলা বাংলাদেশের প্রথম ব্যাটসম্যান মাহিদুল (২৬৮.১৮)। গত আসরে রংপুর রাইডার্সের হয়ে ২৪৫.৮৩ স্ট্রাইক রেটে ২৪ বলে ৫৯ রান করেছিলেন শামীম পাটোয়ারী। শুধু বিপিএলই নয়, স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে দ্রুততম ফিফটির রেকর্ডও নাম লিখিয়েছেন মাহিদুল। ২০২৩ সালে চট্টগ্রামে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ১৮ বলে ফিফটি করেছিলেন লিটন দাসও।

রেকর্ডের ভাঙাগড়া

বিপিএলের এবারের আসরে নানা রেকর্ড ও ব্যক্তিগত কীর্তির দেখা মিলছে প্রতিনিয়ত। সেসব থেকেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু অধ্যায় তুলে এনেছেন...

মো. মুলতানুর রহমান



মিরপুরে সর্বোচ্চ রান

উসমান খানের সেঞ্চুরি (৬২ বলে ১১৩), গ্রাহাম ক্লার্কের ৪০ ও মোহাম্মদ মিঠুনের ২৮ রানের সুবাদে দুর্বীর রাজশাহীর বিপক্ষে চিটাগং কিংস স্কোরবোর্ডে জমা করে ৫ উইকেটে ২১৯ রান এবং ম্যাচটা জিতে নেয় ১০৫ রানের বড় ব্যবধানে। বিপিএলের সব আসর মিলিয়ে মিরপুর শেরবাংলা স্টেডিয়ামে এটিই দলীয় সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড। এর আগে মিরপুরে



স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে আট হাজার রানের মাইলফলক ছুঁয়েছেন তামিম ইকবাল



খুলনার ক্যারিবিয় পেসার ওশান থমাস ১ বলে ১৫ রান দেওয়ার বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন

২১৮ রানের (২ উইকেটে) রেকর্ড সংগ্রহ ছিল খুলনা টাইগার্সের। ২০২০ বিপিএলে কুমিল্লা ওয়ারিয়র্সের (কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের তৎকালীন নাম) বিপক্ষে এমন ইনিংস জমা করেছিল খুলনা। উল্লেখ্য, বিপিএলে সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহের রেকর্ড রংপুর রাইডার্সের। ২০১৯ আসরে চট্টগ্রামের মাটিতে স্বাগতিকদের বিপক্ষে ৪ উইকেটে ২৩৯ রান তুলেছিল তারা।

দুই শ তাড়া করে জয়

ঘরের মাঠে সিলেট স্ট্রাইকার্স ৪ উইকেটে ২০৫ রানের বড় সংগ্রহ গড়ে তুলেছিল রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে। কিন্তু দুরন্ত ফর্মে থাকা রংপুর ইংলিশ ওপেনার অ্যালেক্স হেলসের সেঞ্চুরি (৫৬ বলে ১১৩) ও সাইফ হাসানের ৪৯ বলে ৮০ রানের সুবাদে এক ওভার হাতে রেখেই ৮ উইকেটের জয় তুলে নেয়। বিপিএল ইতিহাসে দুই শ-উর্ধ্ব স্কোর তাড়া ম্যাচ জয়ের এটি তৃতীয় নজীর। এর আগে ২০২০ আসরে মিরপুরে ঢাকা গ্লাটুনের ২০৫ রান তাড়া করে খুলনা টাইগার্স জয় পেয়েছিল ৮ উইকেটে এবং ২০২৩ বিপিএলে সিলেট মাঠে খুলনা টাইগার্সের ২১০ রান তাড়া করে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস জিতেছিল ৭ উইকেটের ব্যবধানে।

প্রথম সেঞ্চুরিয়ান উসমান খান

কুয়াশায় মোড়ানো শুক্রবারের শীতের দুপুরে মিরপুরে ব্যাট হাতে ঝড় তুলেছিলেন উসমান খান। চট্টগ্রাম কিংসের এই পাকিস্তানি ওপেনারের হাত ধরে আসরের সপ্তম ম্যাচে এসে প্রথম সেঞ্চুরির দেখা পায় চলতি বিপিএল। দুর্বীর রাজশাহীর বিপক্ষে ১৩ চার ও ৬ ছক্কার সাহায্যে ৬২ বলে ১২৩ রানের ঝলমলে ইনিংস খেলেছেন চট্টগ্রামের উসমান। এরপর বিপিএলে সেঞ্চুরি হয়েছে আরও ২টি। একই দিনে রাতের ম্যাচে ঢাকা ক্যাপিটালসের অধিনায়ক

থিসারা পেরেরার ব্যাট থেকে খুলনা টাইগার্সের বিপক্ষে আসে ৬০ বলে অপরাজিত ১০৩ রানের দুর্দান্ত ইনিংস। পরবর্তী সময়ে সিলেটে রংপুর রাইডার্সের ইংলিশ ওপেনার অ্যালেক্স হেলস করেন ৫৬ বলে অপরাজিত ১১৩ রান, প্রতিপক্ষ ছিল সিলেট স্ট্রাইকার্স।

মিরাজের কিস্টে বোলিং

ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে মেহেদী হাসান মিরাজের বোলিং ফিগার ছিল ৪-১-৬-

৩। খুলনা টাইগার্সের অধিনায়ক মিরপুরে সেদিন দলকে ২০ রানে জিতিয়ে

পেয়েছিলেন প্লয়ার অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার। বিপিএলে পুরো ৪ ওভারের কোটা পূর্ণ করা ইনিংসে এটি যুগ্মভাবে দ্বিতীয় হিসেবে বোলিং ফিগার। এরচেয়ে কম রান দেওয়ার নজির আছে কেবল দুজনের। ২০১৫ বিপিএলে পাকিস্তানের অলরাউন্ডার শহীদ আফ্রিদি সিলেট সুপারস্টার্সের হয়ে খেলতে এসে মিরপুরে বরিশাল বুলসের বিপক্ষে ৫

রান

দিয়ে নিয়েছিলেন ২ উইকেট (৪-১-৫-২)। ২০২২ আসরে মিরপুরে ফরচুন বরিশালের সঙ্গে দুর্দান্ত বোলিং করে আফ্রিদির পাশে নাম লেখান কুমিল্লা



এবারের বিপিএলে প্রথম সেঞ্চুরি এসেছে চট্টগ্রাম কিংসের পাকিস্তানি ব্যাটসম্যান উসমান খানের ব্যাট থেকে

ভিক্টোরিয়ানসে খেলা বাংলাদেশের অফস্পিন অলরাউন্ডার নাহিদুল ইসলাম (৪-১-৫-৩)। সেই নাহিদুল ২০২৩ বিপিএলে খুলনা টাইগার্সের হয়ে মিরপুরে ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটর্সের বিপক্ষে উপহার দেন আরেক মিরাকল বোলিং ফিগার (৪-২-৬-৪)।

দুর্দান্ত সপ্তম উইকেট জুটি

খুলনা টাইগার্সের বিপক্ষে মিরপুরে ১৭৪ রান তাড়া করতে গিয়ে মাত্র ৪১ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে ফেলা দলের আশা কিছুটা জিইয়ে রাখেন ৬০ বলে ১০৩ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলা থিসারা পেরেরা। চাতুরাস্কে (২০ বলে ১১) সঙ্গে নিয়ে অবিচ্ছিন্ন জুটিতে ঢাকা ক্যাপিটালসের অধিনায়ক যোগ করেন ১১২ রান এবং তার দল শেষ পর্যন্ত হারে ২০ রানে। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সপ্তম উইকেটে এটিই সর্বোচ্চ জুটির রেকর্ড। আগের বিপিএলেই। চট্টগ্রামের ৪০ পর ১০৮ রানের জুটি গড়েছিলেন সিলেট স্ট্রাইকার্সের আরিফুল হক ও বেনি হাওয়েল।

ছক্কার বৃষ্টিতে নতুন রেকর্ড

সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের সীমানা এমনিতেই বড় নয়। বিপিএল উপলক্ষে তা আরও কমানো হয়েছে। তাতে ছোট হয়ে গেছে মাঠের আকার। সঙ্গে যোগ হয়েছে ব্যাটিংবান্ধব উইকেট। ফলে ব্যাটসম্যানরা পেয়েছে বাড়তি সুবিধা। তারা সেটা কাজে লাগানোয় সিলেট স্ট্রাইকার্স ও রংপুর রাইডার্সের ম্যাচে দেখা গেছে ছক্কার বৃষ্টি! এবারের বিপিএলের সিলেট পর্বের প্রথম ম্যাচে হয়েছে সর্বোচ্চ ৩১ ছক্কার রেকর্ড। প্রথমে ব্যাটিংয়ে নামা সিলেট ৪ উইকেটে ২০৫ রান তোলার পথে মারে ১৬টি ছক্কা। জবাবে ৮ উইকেটে জয়ী হওয়া রংপুর হাঁকায় ১৫টি ছক্কা। বিপিএলে এর আগে ভিন্ন দুটি ম্যাচে দেখা গেছে ২৯টি করে ছক্কা।

গত মৌসুমে চট্টগ্রাম জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের ম্যাচে হয়েছিল ২৯টি ছক্কা। সেই রেকর্ডে ভাগ বসে এবারের আসরের উদ্বোধনী ম্যাচে। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে ফরচুন বরিশাল ও দুর্বার রাজশাহীর ব্যাটসম্যানরা মিলে মারেন ২৯টি ছক্কা। দুটি নজিরই এবার পড়ে গেল পেছনে। এ ছাড়া বাংলাদেশের মাটিতে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ডও হয়েছে সিলেট ও রংপুরের দ্বৈরথে। আগের কীর্তি ছিল ৩০টি ছক্কা। ২০১৪ সালের

বিশ্বকাপে সিলেটেই আয়ারল্যান্ড-নেদারল্যান্ডস ম্যাচে সেটা দেখা গিয়েছিল।

১ বলে ১৫ রানের বিশ্ব রেকর্ড!

খুলনা টাইগার্সের দেওয়া ২০৪ রানের বড় টার্গেট চেজ করতে নামা চিটাগং কিংসের দরকার ছিল দারুণ এক শুরু। চট্টলার দল সেটি পেয়ে যায় খুলনার বোলার ওশান থমাসের কল্যাণে। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে ক্যারিবিয় এই পেসার তালগোলপাকিয়ে একের পর এক নো আর ওয়াইডে এক বলেই দিয়ে বসেন ১৫ রান! তাতে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এক বলে সবচেয়ে বেশি রানের নতুন বিশ্ব রেকর্ডও দেখল বিপিএল। নাইম ইসলামের বিপক্ষে ওশান থমাস ইনিংসের প্রথম বলেই পেয়েছিলেন উইকেট। নিজেই ক্যাচ লুফে নিলেও সেটা ছিল নো-বল। ফ্রি হিটের বলে কোনো রান আসেনি। সেটা ছিল লিগ্যাল ডেলিভারি। এরপর নো বলে ছক্কা হাঁকান নাইম। পরবর্তী সময়ে পরপর দুটি ওয়াইড। এরপর আবাবো নো বলে বাউন্ডারি! ততক্ষণে ১ বলে স্কোরকার্ডে জমা হয়ে গেছে ১৫ রান! শেষ পর্যন্ত প্রথম ওভারে মোট ১২টি ডেলিভারি দিয়ে ১৮ রান খরচে ১ উইকেট নেন থমাস।

টি-টোয়েন্টিতে এর আগে এক বলে সর্বোচ্চ ১৩ রানের রেকর্ড ছিল ভারতের যশস্বী জয়সওয়ালের। গত বছর জিম্বাবুয়ের সিকান্দার রাজাকে পিটিয়ে এই রেকর্ড গড়েন জয়সওয়াল। সেবার নো-বল থেকে ৭ রান এবং ছক্কার মার মিলিয়ে ওই বল থেকে ভারতীয় ওপেনার করেছিলেন ১৩ রান।

আট হাজারি তামিম

বাংলাদেশের প্রথম ও বিশ্বের ৩৪তম ব্যাটসম্যান হিসেবে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে আট হাজার রানের মাইলফলক ছুঁয়েছেন তামিম ইকবাল। ফরচুন বরিশালের এই বাঁহাতি ওপেনার ৭৯৯১ রান নিয়ে সিলেটের মাঠে রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে ম্যাচে ৩৪ বলে ৪০ রানের ইনিংস খেলার পথে ৯ রানের মাথায় ওই কীর্তি গড়েন। তামিম আট হাজারি ক্লাবের সদস্য হয়েছেন ২৭২ ম্যাচ ও ২৭১ ইনিংস খেলে। ওই দিন পর্যন্ত এই সংস্করণে ৪টি সেঞ্চুরি করা ব্যাটসম্যানের মোট রান ছিল ৮০৩১, গড় ৩২.৯১ এবং স্ট্রাইক রেট ১২১.২৭। তামিম টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি রান করেছেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের হয়ে- ১৭০১। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯৭৭ রান বরিশালের হয়ে। টুর্নামেন্টের হিসেবে বিপিএলেই সবচেয়ে বেশি রান তামিমের- ৩৫৮৩। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬০৫ রান পিএসএলে। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে তামিমের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭৪৩৮ রান সাকিব আল হাসানের। ৬০৯০ রান নিয়ে তিনে মাহমুদুল্লাহ। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি রান ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিস গেইলের- ১৪৫৬২।

বিজয় দিবসে খেলাধুলা



টেনিসে বিজয়ীদের মাঝে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম এনডিসি ও টেনিসের সাধারণ সম্পাদক ইশতিয়াক আহমেদ কারেন সহ অন্যান্য কর্মকর্তা



বিজয় দিবস হকি উদ্বোধন করছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম এনডিসি সহ অন্যান্য কর্মকর্তা



হকিতে চ্যাম্পিয়নদের মাঝে ট্রফি তুলে দিচ্ছেন বিমান বাহিনী প্রধান ও ফেডারেশন সভাপতি এয়ার মার্শাল হাসান মাহমুদ খান। উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক লে. ক. অব. রিয়াজুল হাসান সহ অন্যান্যরা



হ্যান্ডবলে বিজয়ীদের মাঝে ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান কোহিনুর ও অন্যান্যরা



রাগবিতে বিজয়ীদের মাঝে ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মৌসুম আলী সহ অন্যান্যরা



কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াড়দের মাঝে ফেডারেশন সভাপতি ও আইজিপি বাহরুল আলম ও সাধারণ সম্পাদক এস এম নেওয়াজ সোহাগ

বিজয় দিবসে খেলাধুলা



তায়কোয়ানদো চ্যাম্পিয়নদের মাঝে ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল ইসলাম রানা সহ অন্যান্যরা



টার্গেটবলে চ্যাম্পিয়নদের মাঝে বিওএ'র মহাপরিচালক ব্রিঃ জেঃ এম. সামস এ খান (অব.) ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক দ্বীন ইসলাম সহ অন্যান্যরা



ওয়াটারপোলো প্রদর্শনী খেলায় বিজয়ীদের মাঝে ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মো. সেলিম মিয়া সহ অন্যান্যরা

ফখরুদ্দিন আহমেদ : মোনালি অতীতের কিংবদন্তি ক্রীড়াবিদ

হেলাল উদ্দিন আহমেদ

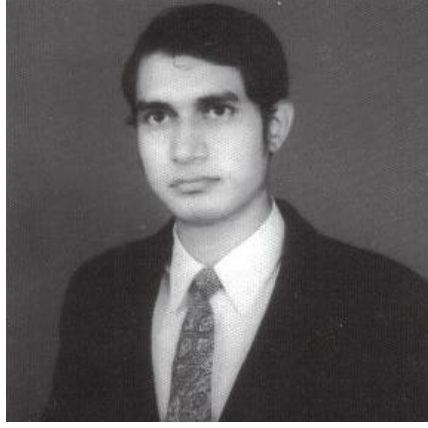


বর্তমানের রথে সওয়ার হয়ে মানুষ কেবল ভবিষ্যতের দিকেই এগিয়ে যায়, আর পেছনে ফেলে আসে স্মৃতিময় মোনালি অতীত। এটাই মানবজীবনের স্বাভাবিক

পরিণতি। তবু মানুষ অতীতের দিকে বারবার ফিরে তাকায় হারানো দিনের সুখ নিতে, ঐতিহ্যের শেকড় সন্ধান করতে, আর অতীতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতের পথ-নির্মাণ করতে। এরকমই এক পথ-পরিভ্রমায় সম্প্রতি সাক্ষাৎ হয়েছিল ১৯৬৬ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যম-দূরত্বের (৮০০ ও ১৫০০ মিটার) অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়ন ড. ফখরুদ্দিন আহমেদের সঙ্গে। তবে দৌড়বিদ হিসেবে সাফল্যই তাঁর একমাত্র পরিচয় ছিল না। সেরা অ্যাথলিট হওয়ার পাশাপাশি তিনি একই সময়ে সে সময়কার সেরা দৈনিক দ্য পাকিস্তান অবজারভারের অন্যতম ক্রীড়া সাংবাদিক ছিলেন। রসায়নশাস্ত্রে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণি পাওয়ার পর তিনি ১৯৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন, এবং সে বছরই যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বসেরা রোডস স্কলারশিপের জন্য মনোনীত হয়ে ডক্টরেট করতে চলে যান। ১৯৭৫ সালে আনবিক বর্ণালীবিজ্ঞানের উপর অভিসন্দর্ভের জন্য ডক্টর অব ফিলসফি ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি ১৯৭৭ সাল থেকে রসায়নবিদ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রেই বসবাস করছেন।

সম্প্রতি জাতীয় প্রেসক্লাবে ফখরুদ্দিন আহমেদের সঙ্গে আমাদের আলাপচারিতার সময় আরও উপস্থিত ছিলেন প্রবীন ক্রীড়া সাংবাদিক মুহাম্মদ কামরুজ্জামান, আরেক বিখ্যাত ক্রীড়া কিংবদন্তি পাকিস্তান ও বাংলাদেশ জাতীয় হকি দলের খেলোয়াড় এবং আবাহনী ও জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক খেলোয়াড় ও কোচ আব্দুস সাদেক, জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক আব্দুস সালাম, এবং পাক্ষিক 'ক্রীড়াঙ্গত' পত্রিকার সম্পাদক দুলাল মাহমুদ। মজার ব্যাপার হলো, এক বছরের সিনিয়র আব্দুস সাদেক ও ফখরুদ্দিন আহমেদ উভয়েই সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে থাকতেন। তাছাড়া তাঁরা একই বছরে অর্থাৎ ১৯৬৭ সালে ক্রীড়া ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্রু হয়েছিলেন। আলোচনার সূত্রে জানা গেলো আব্দুস সাদেক সেই আমলে একজন তুখোড় বাস্কেটবল খেলোয়াড়ও ছিলেন।

তাঁর নিজের খেলোয়াড়ি জীবনের কথা বলতে গিয়ে ফখরুদ্দিন আহমেদ জানালেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার আগে সে সময়কার সেরা বিদ্যাপীঠ ফৌজদার ক্যাডেট কলেজেও তিনি পরপর তিন বছর (১৯৬৩, ১৯৬৪, ১৯৬৫) অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। তবে কলেজের প্রিন্সিপাল



কর্ণেল উইলিয়াম মরিস ব্রাউন তাঁকে পড়াশোনা ও খেলাধুলার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার দীক্ষা দিয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তাঁর কোচ হিসেবে বিখ্যাত ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ও সংগঠক কাজী আব্দুল আলীমের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি। এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পরিচালক এ টি এম মোস্তফাও তাঁর সাফল্যে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। ফখরুদ্দিন আহমেদের সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল ১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রথমবারের মতো ২ মিনিটের কম সময়ে ৮০০ মিটার দৌড়ে প্রাদেশিক রেকর্ড করা। তবে তিনি জানালেন, যেখানে এমন এক অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জনের পর তাঁর সেটা উদ্‌যাপন করার কথা, সেখানে তিনি হোস্টেলের কক্ষে ফিরে গিয়ে পড়ার টেবিলে বসলেন পরের দিনের অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করতে।

কথা প্রসঙ্গে ড. ফখরুদ্দিন আহমেদ আরেকটি সাফল্যের কথাও তুলে ধরলেন—তিনি ছিলেন ইস্ট পাকিস্তান স্পোর্টস ফেডারেশন বা ইপিএসএফের অ্যাথলেটিকস দলের অধিনায়ক; ১৯৬৯ সালে পাকিস্তান জাতীয় গেমসে মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনিই পূর্ব পাকিস্তান অ্যাথলেটিকস দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সে সময় সাংবাদিক হওয়ার সুবাদে তিনি ঢাকায় অনুষ্ঠিত টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচগুলো কভার করতেন, এবং ইপিএসএফ এ উপলক্ষে যে স্মরণিকা প্রকাশ করত তাতে তাঁর লেখা আবশ্যিকভাবেই থাকত। ক্রীড়া ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্যের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল, তিনি ১৯৬৭ সালে স্নাতক (সম্মান) দ্বিতীয় বর্ষে থাকাকালেই মাত্র ১৯ বছর বয়সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্রু ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাথলেটিকস দলের অধিনায়ক হন। এর দুই দশক পর ১৯৮৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকালের সেরা দৌড়বিদ হিসেবে তাঁকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করে।

আগে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি ১৯৬৭-৭০ মেয়াদে দেশের শীর্ষস্থানীয় ইংরেজি দৈনিক দ্য পাকিস্তান অবজারভারের ক্রীড়া প্রতিবেদক হিসেবে মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে চাকরি করতেন। দৈনিকটির



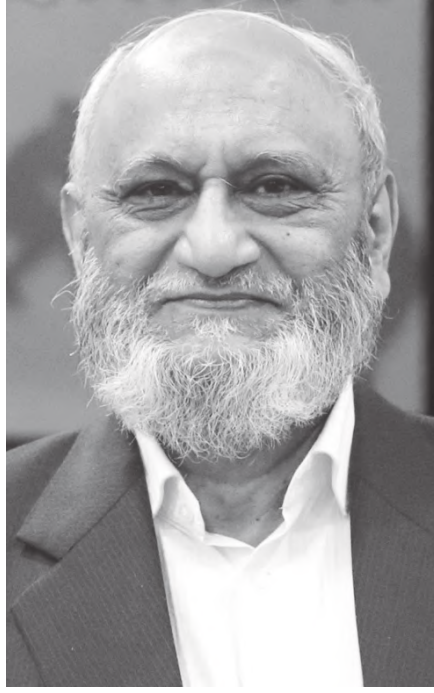
ক্রীড়া সম্পাদক এস এ মান্নানের (লাডু ভাই, ১৯৭১ সালে শহীদ) পরামর্শে তিনি 'ভেটোরান'স কলিং' শিরোনামে পত্রিকাটিতে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় কলাম লেখা শুরু করেছিলেন, যাতে দেশের অতীতকালের সেরা ক্রীড়াবিদদের সাফল্যগাথা সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা থাকত। তিনি একই পত্রিকায় 'প্লুয়ারস গ্যালারি' শিরোনামে আরও একটি কলাম লিখতেন, যেখানে সমসাময়িক ক্রীড়াবিদদের সাফল্য তুলে ধরা হতো। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও তিনি প্রবাস থেকে বাংলাদেশ অবজারভারে নিয়মিতভাবে ক্রীড়াবিষয়ক লেখা পাঠাতেন, আর সেগুলো সে সময় প্রচণ্ড পাঠকপ্রিয়তাও পেয়েছিল। ১৯৭২ সালে জার্মানিতে অনুষ্ঠিত মিউনিখ অলিম্পিক দেখতে গিয়ে তিনি অবজারভারের জন্য নিয়মিত সংবাদ পাঠাতেন, যার কয়েকটি মুহাম্মদ কামরুজ্জামানের সম্পাদনায় দৈনিক বাংলার খেলার পাতায়ও ছাপা হয়েছিল। বিশেষ করে সে সময়কার বিশ্ব হেভিওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়ন মোহাম্মদ আলীর ওপর তাঁর ধারাবাহিক লেখাগুলো ক্রীড়া রসিকেরা লুফে নেন। পরবর্তীকালে দ্য ডেইলি স্টার প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি দুই দশকেরও অধিককাল বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পত্রিকাটিতে নিয়মিতভাবে লিখে গেছেন। এই পত্রিকায় তাঁর 'লেটার ফ্রম আমেরিকা' কলামটি তুমুল জনপ্রিয় ছিল।

প্রবাসে থেকেও ড. আহমেদ দৌড়ের চর্চা চালিয়ে গেছেন। ১৯৭৩ সালে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় দলের সদস্য হিসেবে যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল স্পোর্টস সেন্টারে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় দলের বিরুদ্ধে দৌড়েছিলেন। এ ছাড়া তিনি ১৯৮০-এর দশক থেকে শুরু করে ২০১০ সাল পর্যন্ত প্রায় নিয়মিতভাবে নিউইয়র্ক ম্যারাথনে অংশ নিয়েছেন। প্রায় ৭৭ বছর বয়সে এখনো তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি রাজ্যের প্রিন্সটন শহরে তাঁর আবাসস্থলে ভোর বেলায় কয়েক মাইল দৌড়ান। গ্রন্থ প্রকাশনার ক্ষেত্রে তাঁর তিনটি উল্লেখযোগ্য অবদান হলো পাকিস্তান পার্লামেন্টের স্পিকার মৌলভী তমিজউদ্দিন খান, বাংলাদেশের সাবেক উপ-রাষ্ট্রপতি ড. এম. এন. হুদা, এবং রাষ্ট্রীয় পুরস্কারজয়ী প্রধান শিক্ষক জালাল উদ্দীন আহমেদের তিনটি আত্মজীবনীমূলক বই সংকলন ও সম্পাদনা করা, যেগুলো স্বনামধন্য প্রকাশনা সংস্থা ইউপিএল প্রকাশ করেছে।



পেছনের কাসুদি ঘেটে লাভ নেই। ওটা নিয়ে ব্যস্ত থাকলে আসল কাজে পিছিয়ে পড়ব। এই কমিটির দায়িত্ব হকি ডেভেলপ করা, হকি আবার চালু করা, সারা বছর খেলাটি মাঠে রাখা, দেশের হকি এগিয়ে নেওয়া- এভাবেই

বলছিলেন সার্চ কমিটির মাধ্যমে গঠিত বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের অ্যাডহক কমিটির সাধারণ সম্পাদক লে. কর্নেল অব. রিয়াজুল হাসান। তিনি বলেন, আমি হকিরই মানুষ। একসময় লিগে খেলেছি। জাতীয় হকি খেলেছি। ক্যারিয়ার শেষে মাঠে খেলাও চালিয়েছি। কিন্তু কর্মব্যস্ততার জন্য একটা গ্যাপ হয়েছিল। তাই বলে যে হকির খোঁজ-খবর রাখতাম না, তা নয়। দায়িত্ব নেওয়ার পর হকির যা অবস্থা দেখছি, তা চাপ মনে করছি না। কমিটির সবাই মিলে এ থেকে উত্তরণের পথ বের করে দেশের হকিটাকে একটা ভালো অবস্থানে পৌঁছে দিতে চাই। একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন পাকিস্টান ক্রীড়াঙ্গণতকে। হকির অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর আলাপচারিতার চুম্বক অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।



লে. কর্নেল অব. রিয়াজুল হাসান : না, সেভাবে কখনো ফেডারেশনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম না। তবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডে বহু বছর জি-২ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।

তারাই ভালো বলতে পারবেন কোনটা স্বর্ণযুগ। আমার পক্ষে বলা মুশ্কিল। তবে আমরা যখন খেলতাম তখন মাঠে দর্শক আসতেন। এখন কেউ আসেন-ই না।

প্রশ্ন : বিশ্বপরিসরে হকির মানদণ্ড কিংবা আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে- ভেবে দেখেছেন কি?

লে. কর্নেল অব. রিয়াজুল হাসান : আমি মনেকরি, খেলার মান হিসেবে খেলাটি টোটালি বদলে গেছে। আগের সঙ্গে কোনো মিল নেই। খেলাটি এখন সায়েন্টিফিক হয়ে গেছে। কিভাবে বল দিবে, কে কোথায় থাকবে, সবকিছুই মুখস্থ। খেলার মধ্যেই প্লেয়ারকে বলে দিচ্ছে তুমি এই ভুল করছো, এই ভুলটা করো না। আমাদের সময় তো চিল্লাই চিল্লাই বলত, ওই এইটা মিস করলি ক্যান, ওইটা হইলো ক্যান, ওই ডাইনে মার, ওই বামে মার। খেলাটা এখন সায়েন্টিফিক। আমাদেরও সে পথে হাঁটতে হবে।

প্রশ্ন : জাতীয় হকি, লিগ, টুর্নামেন্ট- সবকিছুই অনিয়মিত। তাতে হকিচর্চাটা পিছিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয় না?

লে. কর্নেল অব. রিয়াজুল হাসান : আমি মনেকরি, আমরা যারা হকির সঙ্গে সম্পৃক্ত সবার আন্তরিকতার মাধ্যমেই এর নিরসন করা সম্ভব। কারণ আমাদের সবার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক। আমরা সবাই দেশের হকিটাকে এগিয়ে নেওয়ার

সারা বছর খেলাটা মাঠে রাখতে চাই : রিয়াজুল মোরসালিন আহমেদ

প্রশ্ন : হকির নতুন প্রজন্ম আপনাকে সেভাবে চেনেন না। সে অর্থে নতুন করে আপনার সম্পর্কে আবার জানতে চাচ্ছিলাম?

লে. কর্নেল অব. রিয়াজুল হাসান : ঢাকার মাঠে আমার পদচারণা পঞ্চম বছর আগে। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ স্পোর্টিং ক্লাবের মধ্য দিয়ে লিগে খেলা শুরু করি। পরের বছর আরেকটি টিমে খেলেছিলাম। কিন্তু এ মুহূর্তে ক্লাবটির নাম মনে পড়ছে না। তারপর আমরা যারা ক্যান্টনমেন্টে ছিলাম, নিজেরা একটি টিম তৈরি করেছিলাম। সেটির নাম ছিল ক্যান্টননিয়ান স্পোর্টিং ক্লাব। এটা ১৯৭৫-৭৬ মৌসুমের কথা। দ্বিতীয় বিভাগে নাম লিখিয়ে সে বছর চ্যাম্পিয়ন হয়ে পরের বছর প্রথম বিভাগ লিগে খেলা শুরু করি। খুব সম্ভবত সেবার আমরা ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম পজিশনে ছিলাম। পরের মৌসুমেও এ রকম পজিশনে ছিলাম। পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করি। খুব সম্ভবত আমার যত দূর মনে পড়ে আমরা জাতীয় হকিতে পাঁচ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত সেনাবাহিনীর হয়ে খেলেছি। খেলা থেকে অবসর নেওয়ার পর ঢাকার মাঠে বেশ কিছু দিন আম্পায়ার হিসেবে খেলা চালিয়েছি।

প্রশ্ন : এর আগে কখনো কি বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনে দায়িত্ব ছিলেন?

চাকুরি জীবনে বদলিজনিত কারণে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। ফলে ফেডারেশনে সেভাবে সময় দেওয়া কিংবা আসা হয়নি।

প্রশ্ন : তাহলে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কি বাড়তি চাপ অনুভব করছেন?

লে. কর্নেল অব. রিয়াজুল হাসান : বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে চাকুরি করেছি, কোনো কিছুই চাপ না। আমি খুব লাকি, যে কমিটি পেয়েছি সেখানে আমার হয়ত দীর্ঘ গ্যাপ থাকতে পারে। কিন্তু অন্য যারা রয়েছেন উনারা সবসময় হকির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। ছোটখাটো সিদ্ধান্তও আমরা সবাই মিলে নেই। এখানে কারো একক সিদ্ধান্ত বলে কিছু নেই।

প্রশ্ন : নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে চলা হকির কোন সময়কে আপনার কাছে স্বর্ণযুগ মনে হয়?

লে. কর্নেল অব. রিয়াজুল হাসান : আমরা যখন খেলতাম ওটাই স্বর্ণযুগ ছিল। সেসময় সাদেক ভাই, (আবদুস সাদেক), বশির ভাই (বশির আহমেদ), প্রতাপ হাজারা (প্রতাপ শংকর হাজারা) উনারা লিজেড খেলোয়াড় ছিলেন। তাঁদের মতো লিজেডদের সঙ্গে আমরা খেলেছি। মাঝে অনেক ভালো প্লেয়ার এসেছেন। উনাদের নামও শুনেছি। তবে স্বর্ণযুগটা আমার চেয়ে ভালো জানেন যারা গত ত্রিশ-চল্লিশ বছর ধরে হকির সঙ্গে সম্পৃক্ত-

চেষ্টা করছি। তবে এটিও ঠিক জাতীয় হকি, যুব হকি, নারী হকি, বিশেষ প্রশিক্ষণ, প্রিমিয়ার লিগ, প্রথম বিভাগ লিগ, দ্বিতীয় বিভাগ লিগ, স্কুল হকি, তৃণমূল হকি সেভাবে হচ্ছে না। অনিয়মিত এসব আসরগুলোকে নিয়মিত করার জন্য আমাদের কমিটি চেষ্টা করছে। সারা বছর খেলাটা মাঠে রাখতে চাই। হকি যে একটি খেলা, এটির যে একটি পরিচিতি আছে, যেটি আগে ছিল কিন্তু কোনো কারণে এর চর্চা নেমে গেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যতটুকু সম্ভব আমাদের কমিটি সম্ভাব্য সবকিছু করার চেষ্টা করবে।

প্রশ্ন : আপনি বলছিলেন, সারা বছর খেলাটা মাঠে রাখতে চান। তো এ নিয়ে কি কোনো চিন্তা-ভাবনা করেছেন?

লে. কর্নেল অব. রিয়াজুল হাসান : কী কারণে এবং কেনো এই কমিটি হয়েছে- কমবেশি সবাই জানেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সব সেক্টরের মতো ক্রীড়াঙ্গণে সংস্কার শুরু করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় হকির এই কমিটি। আমরা পিছিয়ে পড়া হকির প্রাণ ফিরিয়ে আনতে কাজ করছি। ইতোমধ্যে বিজয় দিবস হকি টুর্নামেন্ট শেষ করেছে। এরপর শহীদ স্মৃতি টুর্নামেন্ট হবে। নারী হকি টুর্নামেন্ট রয়েছে। এভাবে হকির জট খুলতে চেষ্টা করছি। এরপর হকি লিগ, জাতীয় হকি মাঠে গড়াব। জাতীয় দল ও যুব দল নিয়ে পরিকল্পনা

রয়েছে। তৃণমূল হকি নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা চলছে। সর্বোপরি হকির সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছি এবং ভবিষ্যতে যাতে এসব চলমান থাকে সেগুলোর বন্দোবস্ত করছি। হকির আর্থিক বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় হকি ও ঘরোয়া লিগ ফ্লাডলাইটে করার চেষ্টা চলছে। সন্ধ্যার পর যখন ফ্লাডলাইট জ্বলে উঠবে তখন সেখানে কি হচ্ছে তা দেখার জন্য হলেও কিন্তু মানুষ মাঠে ঢুকবে। জ্বলমলে আলোয় যখন নীল টার্ফে আলো ছড়াবে, ভালো খেলা হবে তখন মাঠে দর্শক টানবেই।

প্রশ্ন : সারা বছর খেলাটা মাঠে রাখতে চাইছেন, কিন্তু টার্ফ তো অনেক পুরোনো। কার্যক্ষমতা কমে আসছে। এক্ষেত্রে নতুন টার্ফ স্থাপনের কি পরিকল্পনা করছেন?

লে. কর্নেল অব. রিয়াজুল হাসান : খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পেরেছি মঙলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামের টার্ফের বয়স এক দশকের বেশি হয়ে গেছে। সঙ্গত কারণেই টার্ফের কার্যকারিতা কমে আসছে। বিষয়টি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ সচিব মো. আমিনুল ইসলামকে অবহিত করেছি। তিনি মাঠের সার্বিক অবস্থা দেখে গেছেন। আমরা বলেছি, আমাদের একটা নতুন টার্ফ লাগবে। এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাজেট লাগবে। কেননা যেখানে হকি স্টেডিয়াম তার চারপাশ ব্যস্ততম সড়ক। প্রচুর ডাস্ট টার্ফে এসে পড়ে। দ্রুত ময়লা হয়ে যায়। এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবস্থা না থাকলে বেশি দিন টিকবে না। একটি উন্নত মানের টার্ফের বাজার মূল্য প্রায় ১৫ কোটি টাকার কমবেশি। কাজেই নতুন টার্ফ স্থাপনের আগে এর রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি ভাবতে হবে। নতুন টার্ফ স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে শিগগিরই অনুরোধ করব।

প্রশ্ন : এএইচএফ কাপের পর আমরা এগোতে পারছি না। জাতীয় দলের মানও তেমন আশানুরূপ নয়। এ থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে পেয়েছেন কি?

লে. কর্নেল অব. রিয়াজুল হাসান : ঠিক বলেছেন, এএইচএফ কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে কোয়ালিফাই করছি ঠিকই, কিন্তু এশিয়া কাপে খুব একটা এগোতে পারছি না। যুব হকি দলেরও একই অবস্থা। যদিও দলটি প্রথমবারের মতো যুব বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এর বাইরে নারী হকি দল একেবারে নবীন। আমরা সব সেক্টর নিয়েই কাজ করব। প্রেয়ারদের নিয়ে বসব। তাদের সমস্যার কথা শুনব। কোচিং স্টাফদের সঙ্গে কথা বলব। জাতীয় দলের মান কেনো আশানুরূপ নয়, কোথায়, কেনো, কি জন্য এশিয়ান লেবেলে ভালো করতে পারছি না- এ নিয়ে এক্স প্রেয়ার ও অভিজ্ঞ সংগঠকদের পরামর্শ চাইব। এখন থেকে যা-ই করি না কেনো, সবকিছু প্ল্যানওয়েজ করা হবে। জাতীয় দল গঠনকল্পে আবাসিক ক্যাম্প করার পরিকল্পনা করছি। এবার ফিজিক্যাল কোয়ালিটির উপর ভিত্তি করে প্রেয়ার ডাক পাবে। আমি যদি আনফিট একজন খেলোয়াড়কে ডেকে ক্যাম্পে আনি, লাভ নেই। তাঁকে যদি ফিট করতে সময় লাগে তাহলে তো হবে না। কাজেই খেলা থাক বা না থাক প্রেয়ার হিসেবে তাদের দায়িত্ব রয়েছে নিজকে ফিট রাখা।

তাকে অন্তত ৬০% ফিট থাকতে হবে। ক্যাম্পে এসে বাকি ৪০% হয়ে যাবে। কিন্তু এক্ষেত্রেই আমরা লুজার থাকি। যদি নিয়মিত লিগ টুর্নামেন্ট থাকত তাহলে এই ফিট আনফিট নিয়ে কথা উঠত না। এ বছর বেশকিছু টুর্নামেন্ট রয়েছে। ভালো কিছু ফল আনার জন্য জোর দিচ্ছি।

প্রশ্ন : তাহলে এক্ষেত্রে বিদেশি কোচ আনার পরিকল্পনা রয়েছে কি?

লে. কর্নেল অব. রিয়াজুল হাসান : দেশি কোচ হোক বা বিদেশি কোচ হোক- কোচের জন্য আবাসিক ক্যাম্প বসে থাকবে না। টুর্নামেন্ট এলো, আমন্ত্রণ পেলাম, এখন থেকে হুটহাটভাবে দল যাবে না। দেশের বাইরে যেকোনো টুর্নামেন্ট খেলার আগে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়েই আমরা অংশগ্রহণ করব। টুর্নামেন্ট খেলার আগে প্রস্তুতি ম্যাচের জন্য সম্ভাব্য দল খুঁজে রাখার চেষ্টা করব। প্র্যাকটিস ম্যাচের ঘাটতি রেখে খেলতে যেতে চাই না। প্রত্যেক প্রেয়ারের আপগ্রেড হওয়া দরকার। প্রেয়ারিটি দিয়ে কাজ করছি। কোচ আর আম্পায়ার নিয়ে যে আমাদের ভাবনা নেই, তা নয়। তাদের আপগ্রেড করতে হলে হয় বিদেশি এক্সপার্ট দেশে এনে করতে হবে। নয়ত বিদেশে পাঠিয়ে করাতে হবে। দীর্ঘদিনের জটলা একদিনে ওভারকাম সম্ভব নয়। স্টেড বাই স্টেড করার চেষ্টা করছি।

প্রশ্ন : একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে ফিরতে চাচ্ছিলাম। সদ্যবিদায়ী কমিটি কোনো অনিয়ম বা দুর্নীতি করেছে কি না এ সংক্রান্ত তদন্তের জন্য কি আলোচনা হয়েছে?

লে. কর্নেল অব. রিয়াজুল হাসান : আমাদের কমিটির প্রথম মিটিংয়ে সভাপতি মহোদয় বলেছেন, হকি ডেভেলপ করা। হকিকে এগিয়ে নেওয়া। আমরা যখন কোনো কিছু এগিয়ে নিতে চাই, কোনো কিছু ডেভেলপ করতে চাই ব্যক্তিগতভাবে আমি মনেকরি- পেছনে কাসুন্দি যেটে লাভ নেই। আপনি পেছনের কাসুন্দি ঘাটবেন তখন ওইদিকে মন চলে যাবে। ওটা নিয়ে আমরা ব্যস্ত থাকব। যেটা আসল কাজ, তা পিছিয়ে দেবে। আমাদের অ্যাডহক কমিটির কাজ হলো হকি আবার চালু করা। হকির মাঠ চালু রাখা। কিন্তু অর্থ একটা ফ্যাক্টর। স্পন্সর দরকার। ধরুন, আমার লাগবে ১৫ লাখ টাকা। অনেক ধরেটরে পাচ্ছি ১০ লাখ টাকা। বাকি এই ৫ লাখ টাকার ঘাটতি কিভাবে পূরণ করব। এটা একটা বিগ প্রবলেম।

প্রশ্ন : অর্থ সঙ্কটের কথা বলছিলেন, প্রশ্ন হচ্ছে বিদায়ী কমিটি ফান্ড কি অবস্থায় রেখে গেছেন?

লে. কর্নেল অব. রিয়াজুল হাসান : ফান্ডের খুব খারাপ অবস্থা। আমার ফান্ড লাগবে। আমি কমিটিকে অ্যাপ্রোচ করেছি। আমাদের সভাপতি ও সহসভাপতি মহোদয় বিভিন্ন জায়গা থেকে ফান্ড এনে দিচ্ছেন। আমরা সেভাবে কার্যক্রমগুলো শুরু করেছি। প্যারাগন গ্রুপ বিজয় দিবস টুর্নামেন্টের স্পন্সর করেছে। এখন যদি বলেন, আপনাদের প্ল্যান কি, এটা কি, ওটা কি- তাহলে প্ল্যানের পিছনেই সময় চলে যাবে। আমরা সেদিকে এগোচ্ছি না। একটি একটি করে এগোচ্ছি। আমাদের লক্ষ্য আগে মাঠ চালু করো, মাঠ চালু

মানে প্রেয়ারদের আগের মতো মাঠে ফিরিয়ে আনা।

প্রশ্ন : আর্থিকদিক বিবেচনা করলে প্রেয়ারদের জন্য লিগ মাঠে রাখা জরুরি। যেখানে তাদের রুটি-রুজি জড়িত। এ প্রসঙ্গে কতটা এগোলেন?

লে. কর্নেল অব. রিয়াজুল হাসান : প্রশ্ন হচ্ছে লিগ খেলে কারা? ক্লাবের কি ইন্টারেস্ট নেই হকির প্রতি? প্রেয়ারদের ইন্টারেস্টও নিশ্চয় আছে। ফেডারেশন একটা জিনিস তৈরি করে দিতে পারে- ভাই তোমরা আসো, এই সিজন খেলো। খেলার দায়িত্ব হলো ক্লাবের। আমরা একটা লেবেল পর্যন্ত সহযোগিতা করতে পারি। এখন উনারা যদি হকি খেলার অনুরাগী হয়ে থাকেন, উনারা হকিটাকে ভালোবেসে থাকেন তাহলে আমি মনে করি উনারা অবশ্যই ছোটখাটো বাধা অতিক্রম করে আসতে পারেন। আজ পর্যন্ত কোনো ক্লাব খেলার মধ্যে কোনোদিন স্মিট কোনো কিছু হয়নি। টুকটাক লেগেই থাকে। কিন্তু টুর্নামেন্ট হলে খেলা হবে। যা হবে খেলা- খেলার মাঠে, বাকিটা মাঠের বাইরে। এখন খেলার মাঠে ইগো বলেন, ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব বা রাগ অনুরাগ বলেন এসব যদি খেলার মাঠে নিয়ে আসি তাহলে আমি বলব ওই ব্যক্তি হয়ত খেলাকে একটু কম ভালবাসেন। ছাড় সবাইকে দিতে হবে। আমরা যদি ছাড় না দেই পৃথিবীতে কোনো কিছু চলে না। মাত্র দায়িত্ব পেয়েছি। সবকিছু গুছিয়ে আনার চেষ্টা করছি। ক্লাবগুলোর সঙ্গে দ্রুত বসব। আলাপ-আলোচনা করব। আশা করি সবার সহযোগিতা নিয়েই এগিয়ে যাব।

প্রশ্ন : যুব হকি দল চলতি বছর বিশ্বকাপ খেলতে যাবে। দলটি নিয়ে বিশেষ কোনো প্রস্তুতি নিচ্ছেন কি?

লে. কর্নেল অব. রিয়াজুল হাসান : বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি দেখছি। পাঁচমাসব্যাপী আবাসিক ক্যাম্প এবং সেই সঙ্গে প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলানোর চেষ্টা করছি। কন্ডিশনিং ক্যাম্পের জন্য বিদেশে টিম পাঠাব না। যা কিছু- সব দেশেই হবে। কোচিং প্রসেসিংটা চেষ্টা করে দেব। একজন হেড কোচ থাকবেন। দেশি কিংবা বিদেশি কোচ ডাজ নট ম্যাটার। হেড কোচের সঙ্গে দুই থেকে তিন জন সহকারি থাকবেন। ট্রেনার থাকবেন, ফিজিও থাকবেন এমন কি একজন টেকনিক্যাল স্টাফ থাকবেন। আমরা এশিয়ার দলগুলোর খেলারধরন সম্পর্কে জানি। কিন্তু বিশ্বকাপে ইউরোপ, আমেরিকার দেশগুলোর সঙ্গে খেলা পড়তে পারে। বিশ্বকাপের আগে ওদের সঙ্গে খেলতে পারলে অবশ্যই ইমপ্রুভমেন্ট হবে। কিন্তু আমাদের সঙ্গে খেলবে কি না কিংবা এখানে আসতে চাইবে কিনা একটা ফ্যাক্টর রয়েছে। সবকিছু বিবেচনায় রেখেই আমরা এগোচ্ছি।

প্রশ্ন : যে কয়দিনই আপনি দায়িত্বে থাকুন না কেনো, বিদায় বেলায় হকিকে কোথায় রেখে যেতে চান?

লে. কর্নেল অব. রিয়াজুল হাসান : হকিটাকে চালু অবস্থায় রেখে যেতে চাই। আজ যেমন হকিটা ফের সচল হয়েছে, টুর্নামেন্ট চলছে কাল যদি প্রজ্ঞাপন আসে সরকার বলে তোমরা চলে যাও তখন ইলেকশন করিয়ে পরদিনই উনাদের বলব দায়িত্বটা বুঝে নিন।



পরিবর্তন সব সময় কাম্য। আর পরিবর্তন ভালোর জন্য। ব্যক্তি এবং সমষ্টিগত মানুষ কখনো পুরোনো অতীতে ফিরে যেতে চায় না। দেশে রাজনৈতিক

পরিবর্তন যখন হয়েছে তখন লক্ষ্য করেছি সুবিধাবাদ জিনিসটা ক্রীড়াঙ্গনে ভালোভাবেই সামনে এসেছে। একদল মনে করেন এখনি সুযোগ আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং চাহিদা পূরণের। এক সময়ে সুন্দর সুন্দর কথা বলা, তথাকথিত আদর্শ এবং নীতির বয়ান বাদ দিয়ে সুযোগ হাতিয়ে নেওয়ার দৌড়ে নেমে পড়া।

ক্রীড়াঙ্গনের মুক্তি নেই ব্যক্তি পূজা ও কল্পিত ভাবমূর্তি পূজা থেকে। এটির সঙ্গে যে জড়িয়ে ব্যক্তি ও সমষ্টির স্বার্থ উদ্ধারের বিষয়টি। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো ক্রীড়াঙ্গনে তথাকথিত পূত পবিত্ররা যখন ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নিজেকে লজ্জায় ভাসিয়ে দিতে দ্বিধা করেন না-তখন আসল রূপটা প্রকাশ পায়।

সুস্থ ক্রীড়া চর্চার জন্য ক্রীড়াঙ্গনে অস্থিরতা, উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা সব সময়ই ক্ষতিকর। ক্রীড়াঙ্গনে কথা বলা সহজ বাস্তবে তা অর্জন সহজ নয়। প্রতিদিনই বিভিন্নভাবে আমাদের এই অভিজ্ঞতা হচ্ছে। ক্রীড়াঙ্গনে কাজ করার জন্য নেতৃত্বের গুণাবলী, সহিষ্ণুতা ও দূরদর্শিতা। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে খেলার কল্যাণে চিন্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া। ক্রীড়াঙ্গনে সবাই মিলে কাজ করার ক্ষেত্রে সবার আত্মরক্ষা রক্ষার নিশ্চয়তা ও তাদের ওপর আস্থা রাখার পরিবেশ খুব জরুরি। ক্রীড়াঙ্গনে এতো কালের অভ্যাস হলো বিজয়ীর পক্ষে শতভাগ থাকা ও পরাজিতের শতভাগ নেতিকরণ! এই ক্ষেত্রে আবার সব সময় প্রশ্ন উঠে আসল বিজয়ী কে? দেশে ক্রিকেট ব্যবস্থাপনায় কিছুদিন ধরে আমরা যা দেখছি-এই অবস্থা তো কেউ দেখতে চায় না। ক্রিকেটে ইচ্ছা করলে তো কানা ছেলেকে পদ্মলোচন বানানো যাবে না। অনর্থক অনেক অনেক কথা বলে ক্ষতি করা হচ্ছে। অতীত থেকে শিক্ষা না নেওয়াটা নিয়মে পরিণত হয়েছে।

টি-টোয়েন্টি বিপিএলের আসর মাঠে গড়িয়েছে। মানুষ খেলা উপভোগ করছেন। এই লেখা যখন লিখছি তখন ঢাকার মাঠের পর সিলেটের উইকেটেও রানের বন্যা। বলে বলে রান তো এই

ক্রীড়াঙ্গনের মানুষ একটা সুস্থ পরিবেশ খুঁজছে

ইকরামউজ্জমান

ক্রিকেটের আসল আনন্দ এবং রোমাঞ্চ। মানুষ ক্রিকেট মাঠে প্রজ্বলিত হতে চায়। মানুষ আনন্দ পেলেই ক্রিকেট উৎসব সার্থক হবে।

ভারতের আইপিএলের সঙ্গে বিপিএলের তুলনা রীতিমত পাগলের প্রলাপ। আইপিএলের ক্রিকেটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, তাদের ক্রিকেট বাজার, পেশাদারিত্ব, টি-টোয়েন্টিকে সার্বিক ক্রিকেট উন্নয়নে কাজে লাগানো বিষয়টি তো অসাধারণ। আর বিপিএলে পেশাদারিত্ব কোথায়? বিপিএল তো বাণিজ্যিক বাজার সৃষ্টি করতে পারেনি। এতগুলো বছরে টি-টোয়েন্টি মৌলিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেনি। কারা ফ্র্যাঞ্চাইজি, কেনো ফ্র্যাঞ্চাইজি-তাদের বিনিয়োগের সামর্থ্য কতটুকু? যে পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে দেশি এবং বিদেশি ক্রিকেটাররা খেলছেন, সাধ্যমত পারফর্ম করে ক্রিকেট রসিক মানুষকে আনন্দ উপহার দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন-এর জন্য তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

ক্রিকেটে আমাদের অভিজ্ঞতা হলো খেলা থেকে মানুষের গুরুত্ব বেশি। খেলার চর্চা থেকে ব্যক্তি মানুষের পেছনে লাগা, সমালোচনা, বিরোধিতা কাজটি বেশি করা হয়। এতে করে সার্বিকভাবে খেলাটি সব সময় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সবাই মিলে ক্রিকেটকে নিয়ে সামনে এগোনোর পরিবর্তে সংগঠকরা নিজেদের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ ব্যক্তিগত পছন্দ ও অপছন্দ আর বিভাজন সৃষ্টিতে ব্যস্ত। ক্রিকেটে স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে ব্যক্তি স্বার্থ চরিত্রার্থ করার লড়াই। মান-অভিমান, হতাশা সব কিছুর পেসনে কারণ খেলা সংশ্লিষ্ট সবাই বুঝতে পারছেন।

খালেদ মাহমুদ সুজন বিসিবি প্রাক্তন পরিচালক।

ফারুক আহমেদ ও নাজমুল আবেদীন ফাহিম জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কোটায় বিসিবিতে পরিচালক মনোনীত হয়েছেন। এরপর ফারুক আহমেদ বোর্ডের সভাপতি হয়েছেন। আর নাজমুল আবেদীন ফাহিম পরিচালক। এই দুই জনের মধ্যে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব আর মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়েছে নির্দিষ্ট কিছু কারণে এটাই আলোচনায় জানা গেছে। সম্ভ্রতি এটি প্রকাশ্যে বেরিয়ে এসেছে মিডিয়ার বদৌলতে। আর এই দুই জনের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসাতে বোর্ডের প্রাক্তন পরিচালক খালেদ মাহমুদ সুজন সাবেক ক্রিকেটার হিসেবে লজ্জা পাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন। গত ৭ জানুয়ারি কালের কণ্ঠকে খালেদ মাহমুদ বলেছেন, দুইজনই (ফারুক ও ফাহিম) সাবেক ক্রিকেটার। এদের কেন অহঙ্কার থাকবে? তারা তো ক্রিকেট উন্নয়নের জন্য এসেছেন। তাঁরা যখন আসেন তখন তো অনেক কমিটমেন্ট দেখেছিলাম আমি। কিন্তু দায়িত্বে আসার পর ৫ মাস না পেরোতেই লেগে যাওয়ার ব্যাপারটিতে লোভ-লালসাও দেখছেন মাহমুদ। বিশেষ করে ফাহিমের ক্রিকেট অপারেশনস কমিটির প্রধান হতে চাওয়ার জেদ ভালো চোখে দেখছেন না তিনি, ফাহিম ভাই বলেছিলেন উনি অনেক সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা করেছেন, দেখেছেন। চিন্তা করছেন। সেগুলো এখন দেখছি না। এখন দেখছি লোভ-লালসার মতো হয়ে যাচ্ছে, ক্রিকেট অপারেশনস না পেলে তিনি কাজ করবেন না পদত্যাগ করবেন। এটি তো লোভ-লালসা। আমার ক্রিকেট অপারেশনস নিতে হবে কেন? আমি যদি অন্য কমিটির চেয়ারম্যান হই, সেখানে কি কাজ করতে পারব না?



বাংলাদেশ যুব হকি দলের ছেলে ও মেয়েদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিমান বাহিনীর প্রধান ও ফেডারেশনের সভাপতি এয়ার মার্শাল হাসান মাহমুদ খান। উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক লে. ক. (অব.) রিয়াজুল হাসান সহ অন্য কর্মকর্তারা



আইপিএলের আদলে গড়া ভারতের জনপ্রিয় প্রো-কাবাডি লিগের জন্মলগ্ন থেকে সুনামের সঙ্গে খেলে আসছেন দেশের তারকা খেলোয়াড়রা।

সেই সঙ্গে খেলেছেন

পাকিস্তানের সুপার কাবাডি লিগে। এবার ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের যুগে প্রবেশ করতে যাওয়া নেপাল কাবাডি লিগেও খেলতে গেলেন দেশসেরা ৬ তারকা খেলোয়াড়। আগামী ১৭ জানুয়ারি থেকে রাজধানী কাঠমান্ডুতে শুরু হতে যাওয়া এ লিগে দক্ষিণ এশিয়ার সেরা রেইডার মিজানুর রহমান খেলবেন কাঠমান্ডু মেভারিকসে। অলরাউন্ডার ইয়াসিন আরাফাতকে পেয়েছে ধানগাদি ওয়াইল্ড কেটস। ডিফেন্ডার সবুজ মিয়া ও অলরাউন্ডার মনিরুল চৌধুরীকে ভিড়িয়েছে পোখরা লেকার্স। হিমালয়ান রাইডার্সের হয়ে খেলবেন রেইডার শাহ মোহাম্মদ শাহান ও ডিফেন্ডার রোমান হোসেন। এর আগে ২০১৪ সালে ভারতের প্রো-কাবাডি লিগের প্রথম আসরে ৩ জন সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু খেলতে গিয়েছিলেন তৎকালীন এশিয়ার সেরা রেইডার জিয়াউর রহমান ও আরদুজ্জামান মুন্সি। আবু সালেহ মুসা নিজ সংস্থার ছাড়পত্র না পাওয়ায় যেতে পারেননি। ২০১৫ সালে



মিজানুর রহমান



সবুজ মিয়া



মনিরুল চৌধুরী



ইয়াসিন আরাফাত



রোমান হোসেন



শাহ মোহাম্মদ শাহান

নেপাল কাবাডি লিগে গেলেন ৬ তারকা খেলোয়াড়

মোরসালিন আহমেদ

নিলামে নাম উঠলেও কেউ দল পাননি। পরবর্তী মৌসুমগুলো থেকে অবশ্য দেশের তারকা খেলোয়াড়রা নিয়মিতই খেলে আসছেন। ২০১৬ সালে খেলেছিলেন তুহিন তরফদার। ২০১৭ সালে খেলেছেন জাকির হোসেন, জিয়াউর রহমান ও সোলেমান কবির। ২০১৮ সালেও খেলেছেন। ২০১৯ সালে মাসুদ করিমের পাশাপাশি সাজ্জাদ হোসেন খেলেছেন। আরিফ রাব্বানী সুযোগ পেয়ে যেতে পারেননি। ২০২০ সালে বৈশ্বিক করোনাভাইরাসের কারণে লিগ মাঠে গড়ায়নি। ২০২২ সালে লিটন আলী ও আরিফ রাব্বানী খেলেছেন। আনোয়ার হোসেন ডাক পেলেও নিজ সংস্থার ছাড়পত্র না পাওয়ায় খেলতে পারেননি। ২০২৩ সালে লিটন আলী খেলেছিলেন। সবশেষ ২০২৪ সালে দেশের ৮ জন খেলোয়াড় নিলামে উঠেছিলেন। এর মধ্যে একমাত্র মিজানুর রহমান দল পেয়েছিলেন। পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন ভারতীয় ১৩ লাখ রুপি, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১৯ লাখ টাকার কাছাকাছি। তবে এ লিগের এক মৌসুমে সর্বোচ্চ ৩৪ লাখ টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন জিয়াউর রহমান। ভারতের প্রো-কাবাডি লিগের পর পাকিস্তান সুপার কাবাডি লিগেও ২ জন খেলেছিলেন। ২০১৮ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ওই লিগে অংশ নেন তৎকালীন জাতীয় কাবাডি দলের অধিনায়ক মাসুদ করিম ও সবুজ মিয়া। প্রথম সুপার কাবাডি লিগের পর পরবর্তী আসর আলোর মুখ দেখেনি।

এদিকে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এস এম নেওয়াজ সোহাগ বলেন, ভারতের প্রো-কাবাডি লিগের মতো খেলোয়াড়রা খুব বেশি অর্থ পাচ্ছেন না। আয়োজকরা জানিয়েছেন, খেলোয়াড়দের যাওয়া-আসার বিমান টিকিট, নেপালে থাকা-খাওয়া এবং আনুসঙ্গিক খরচ বহন করবেন। এছাড়া আমাদের ৬ জন খেলোয়াড়কে পারিশ্রমিক হিসেবে ১০০০ মার্কিন ডলার করে দেবেন। এক প্রপ্তে বলেন, নেপালে কম পারিশ্রমিক হলেও সেখানে খেলে তাদের যে অভিজ্ঞতা হবে সেটাই বড় কথা। সেখানে ভাল খেলতে পারলে তাদের অন্য দেশে খেলার দরজাও খুলে যাবে। অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ার সেরা রেইডার মিজানুর রহমান নেপাল থেকে মুঠোফোনে বলেন, লিগ খেলার জন্য আমরা ৫ জানুয়ারি কাঠমান্ডু এসে পৌঁছেছি। দলের সঙ্গে এখন শেষ মুহূর্তের ভুলত্রুটিগুলো শুধরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি। তিনি জানান, স্থানীয় খেলোয়াড়দের পাশাপাশি বিভিন্ন দলে বাংলাদেশসহ শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড ও কেনিয়ার খেলোয়াড়রা রয়েছেন। অন্যদিকে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারপ্রাপ্ত সাবেক তারকা খেলোয়াড় ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কোচ আবদুল জলিল বলেন, ভারতের প্রো-কাবাডি লিগ ও পাকিস্তানে সুপার কাবাডি লিগের পর এবার নেপাল কাবাডি লিগ খেলতে যাচ্ছেন খেলোয়াড়রা। এটা দেশের কাবাডির জন্য অনেক গর্বের। সিংহভাগ খেলোয়াড়রাই আমার হাতে

গড়া। আমার বিশ্বাস, নেপালে তারা সেরা নৈপুণ্যে দেখিয়ে সবার মন জয় করবেন।

ভিনদেশি কাবাডি লিগে বাংলাদেশ ভারত প্রো-কাবাডি লিগ

১. জিয়াউর রহমান	: মুম্বাই
২. আরদুজ্জামান মুন্সি	: মুম্বাই
৩. জাকির হোসেন	: পাটনা পাইরেটস
৪. সোলেমান কবির	: ইউপি (উত্তর প্রদেশ) যোদ্ধা
৫. আরিফ রাব্বানী	: তামিল তালাইবাস
৬. তুহিন তরফদার	: তামিল তালাইবাস
৭. জিয়াউর রহমান (জুনিয়র)	: বেঙ্গালুরু বুলস
৮. মাসুদ করিম	: ইউপি (উত্তর প্রদেশ) যোদ্ধা
৯. সাজিদ হোসেন	: গুজরাট ফরচুন জায়ান্টস
১০. লিটন আলী	: দাবাং দিল্লি কেসি
১১. মিজানুর রহমান	: দাবাং দিল্লি কেসি

পাকিস্তান সুপার কাবাডি লিগ

১. সবুজ মিয়া	: সাহিয়াল বুলস
২. মাসুদ করিম	: করাচি জেরোয়ার্স

নেপাল কাবাডি লিগ

১. মিজানুর রহমান	: কাঠমান্ডু মেভারিকস
২. ইয়াসিন আরাফাত	: ধানগাদি ওয়াইল্ড কেটস
৩. সবুজ মিয়া	: পোখরা লেকার্স
৪. মনিরুল চৌধুরী	: পোখরা লেকার্স
৫. শাহ মোহাম্মদ শাহান	: হিমালয়ান রাইডার্স
৬. রোমান হোসেন	: হিমালয়ান রাইডার্স

মোরসালিন আহমেদ

ওয়ার্ল্ড র‍্যাপিড ও ওয়ার্ল্ড ব্রিটজে চেস চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করে বাস্তবতা বুঝলেন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন আন্তর্জাতিকমাস্টার মনন রেজা নীড় ও জাতীয় নারী চ্যাম্পিয়ন নারী ফিদেমাস্টার নোশিন আঞ্জুম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক শহরে দেশের উদীয়মান এই দুই তারকা শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী যথেষ্ট ভালো খেলেছেন, প্রতিপক্ষের সঙ্গে বুক চিতিয়ে লড়েছেন এবং সাধ্যমতো সেরা পারফরম্যান্স মেলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বিশ্বসেরাদের সঙ্গে খেলে তারা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তা ভবিষ্যতে এগিয়ে যেতে তাদের আরও আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে।

ওয়ার্ল্ড র‍্যাপিডে নীড় ১৩৯ ও নোশিন ১০৫তম

নীড় : ওয়ার্ল্ড র‍্যাপিড চেস চ্যাম্পিয়নশিপে নীড় রেটিং অনুযায়ী ১৮০ জনের মধ্যে ১৭১তম সিডেড ছিলেন। আসর শেষে ৩২ ধাপ এগিয়ে ১৩৯তম হয়েছেন। সেই সঙ্গে ১৩০ রেটিং বৃদ্ধি ওয়ার্ল্ড র‍্যাপিডে নিঃসন্দেহে চমৎকার রেজাল্ট। তিনি ১৩ ম্যাচে ৫.৫ পয়েন্ট অর্জন করেন। এর মধ্যে ৪টি জয়, ৩টি ড্র আর ৬টি পরাজয় ছিল। ৯ জন গ্র্যান্ডমাস্টারকে মোকাবেলা করে চারজনকে হারানোর কৃতিত্ব দেখান। নীড় (২১৯৩) অস্ট্রিয়ার গ্র্যান্ডমাস্টার হোরভাথ ডোমিনিক (২৪৩০), জার্মানির গ্র্যান্ডমাস্টার ওয়াগনার ডেনিসকে (২৪৫৬) আমেরিকার গ্র্যান্ডমাস্টার এরেনবার্গ সের্গেই (২৫১০) ও আমেরিকার গ্র্যান্ডমাস্টার কোরালেস জিমনেজ ফিদেলকে (২৫১৬) পরাজিত করেন। জিম্বাবুয়ের আন্তর্জাতিকমাস্টার ইউরায়োভ মাকোটো রোডওয়েল (২৪০৭), কাজাখস্তানের আন্তর্জাতিকমাস্টার উরাজায়েভ আরিসটানবেগ (২৪২৩) ও গ্রিসের ফিদেমাস্টার পাপাসিমাকোপোলোস আলেকজান্ডারসের (২৪১৭) সঙ্গে ড্র করেন। তবে রাশিয়ার গ্র্যান্ডমাস্টার নেস্টেরভ এরসেনি (২৫৩৯), চীনের আন্তর্জাতিকমাস্টার লোউ ইয়িপিং (২৪৭১), ডেনমার্কের গ্র্যান্ডমাস্টার এন্ডারসন ম্যাডসর (২৫১২), উজবেকিস্তানের গ্র্যান্ডমাস্টার মাদামিনভ মুহিদ্দিন (২৪৫৬), আমেরিকা গ্র্যান্ডমাস্টার ব্রোঙ্কাই ডেভিড (২৪৯১) ও কসোভোর গ্র্যান্ডমাস্টার সারাসি ডেরিমের (২৪১৯) কাছে হেরে যান।

নোশিন : রেটিং অনুযায়ী নোশিন ১১০ জনের মধ্যে ১০৫তম সিডেড ছিলেন। আসর শেষে ৫ ধাপ এগিয়ে ১০০তম হয়ে ৫ রেটিং বৃদ্ধি করেন। তিনি ৯ ম্যাচে ৩ জয়, ২ ড্র আর ৬টি হারসহ ৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করেন। নোশিন (১৯১০) উগান্ডার নাইসান্গা শিবা ভ্যালেন্টাইন (১৬২৬), মোনাকোর নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার বেরেজভস্কা স্বেতলানা (১৮৫০) ও নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার বেরেজভস্কা ফিওরিনাকে (১৭৮৬) পরাজিত করেন। তবে নরওয়ের মহলিক



ওয়ার্ল্ড র‍্যাপিড-ব্রিটজে বাস্তবতা বুঝলেন নীড়-নোশিন

মনিকা (২০৭৯) ও চীনের আন্তর্জাতিকমাস্টার লু মিয়ায়ির (২৩১৭) সঙ্গে ড্র করেন। কিন্তু আমেরিকার নারী গ্র্যান্ডমাস্টার ইউয়ি জেনিফার (২২৯৬), বুলগেরিয়ার নারী গ্র্যান্ডমাস্টার ক্রাস্টেভা বেলোস্লাভা (২১৯৬), ডেনমার্কের নারী ফিদেমাস্টার ডুরফেন্ড সোফি বেচ (১৮৭৫), কাজাখস্তানের তিন দাবাড়ু নারী গ্র্যান্ডমাস্টার বালাবায়োভা জানিয়া (২২৪৭), নারী ফিদেমাস্টার নুরগালিয়েভা জরিনা (২১৭৫) ও নারী আন্তর্জাতিকমাস্টার সেরিকবে অ্যাসেলের (২১২১) কাছে পরাজিত হন। উল্লেখ্য ২৬-২৮ ডিসেম্বর র‍্যাপিড ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। ওপেন বিভাগে রাশিয়ার গ্র্যান্ডমাস্টার মারজিন ভোলোদার ১৩ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হন। নারী বিভাগে ভারতের গ্র্যান্ডমাস্টার কোনিরু হাম্পি ৮.৫ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

ব্রিটজে নীড় ১৭৯ ও নোশিন ১০৫তম

নীড় : ওয়ার্ল্ড র‍্যাপিডের মতো নীড় ওয়ার্ল্ড ব্রিটজে তেমন উজ্জ্বলতা ছড়তে পারেননি। ১৮০ জন মধ্যে ১৮৩ সিডেড হয়ে চার ধাপ এগিয়ে ১৭৯তম হয়েছেন। সেই সঙ্গে ৪৮ রেটিং বৃদ্ধি করেন। ১৩ ম্যাচে পেয়েছেন ৩.৫ পয়েন্ট। এর মধ্যে ৩টি জয়, ১টি ড্র আর ৯টি হার ছিল। নীড় (২০২৭) দক্ষিণ কোরিয়ার ওং হাং (১৭০৪), ইসরাইলের গ্র্যান্ডমাস্টার ইউডাসিন লিওনিড (২৫২১) ও সুইজারল্যান্ডের ফিদেমাস্টার গ্রাহন বিডারকে (২২৭০) পরাজিত করেন। কাজাখস্তানের আন্তর্জাতিকমাস্টার আনসাত আলদিয়ার (২৩৯২) সঙ্গে ড্র করেন। কিন্তু কাজাখস্তানের আন্তর্জাতিকমাস্টার ইসানবুলভ আরিস্তান (২৫৩৮), ফিনল্যান্ডের গ্র্যান্ডমাস্টার খানিন সামেন (২৪৬১), আর্জেন্টিনার আন্তর্জাতিকমাস্টার ওরো ফাউস্টিনো (২৪৩১), নরওয়ের আন্তর্জাতিকমাস্টার কোয়ালায় আকসেল বু (২২৯৮), আজারবাইজানের গ্র্যান্ডমাস্টার রসুলভ ভুগার (২৫১১), কাজাখস্তানের গ্র্যান্ডমাস্টার সুলেমনভ আলিশার (২৩৭৫), লিথুনিয়ার আন্তর্জাতিকমাস্টার

জুকস্তা করোলিস (২৩৩৮), গ্রিসের ফিদেমাস্টার পাপাসিমাকোপোলোস আলেকজান্দ্রেস (২৪৫১) ও ভিয়েতনামের আন্তর্জাতিকমাস্টার বান গিয়া হুয়ের (২২৫২) কাছে পরাজিত হয়েছেন।

নোশিন : ওয়ার্ল্ড ব্রিটজে ১১০ জনের মধ্যে নোশিন ১০৫তম সিডেড ছিলেন। টুর্নামেন্ট শেষেও ১০৫তম ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর পজিশন হেরফের হয়নি। তারপরও ১৯ রেটিং খুইয়েছেন। ১১ ম্যাচে পেয়েছেন ৩ পয়েন্ট। এর মধ্যে ১টি জিতেছেন। ১টি বাই পেয়েছেন। ২টি ড্র করেছেন। হেরেছেন ৭টি ম্যাচ। নোশিন (১৯০৫) উগান্ডার নাইসান্গা শেবা ভ্যালেন্টাইনকে (১৬০৫) পরাজিত করেন। ডেনমার্কের নারী ফিদেমাস্টার ডুরফেন্ড সোফি বেচ (১৮৩৬) ও মঙ্গোলিয়ার নারী গ্র্যান্ডমাস্টার উরিইনুয়া উরটশেখের (২১৮৮) সঙ্গে ড্র করেন। শেষ রাউন্ডে বাই পেয়েছেন। কিন্তু বুলগেরিয়ার নারী গ্র্যান্ডমাস্টার টনচেভা নাদিয়া (২২৫৮), ফ্রান্সের আন্তর্জাতিকমাস্টার গুইচার্ড পলিন (২১৯৯), পানামার নারী ফিদেমাস্টার কাস্টিলো বেটিয়া অ্যাশলে আলেকজান্দ্রা (২১৬৭), কাজাখস্তানের আন্তর্জাতিকমাস্টার নাখবায়োভা গুলিসখান (২১৭৯), কানাডার নারী গ্র্যান্ডমাস্টার মেইলি জেড (২১৯৮), কাজাখস্তানের নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার লেসবেকোভা অ্যাসেল (১৯৬৫) ও স্বাগতিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিকমাস্টার তোখিরজোনাভ গুলবুখবেগিম (২১৯৭) কাছে পরাজিত হন। ৩০ ডিসেম্বর ব্রিটজ ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। ওপেন বিভাগে নরওয়ের গ্র্যান্ডমাস্টার ম্যাগনাস কার্লসেন ও ফিদার হয়ে খেলা গ্র্যান্ডমাস্টার নেপোমনিয়াচি ইয়ান ১৩ ম্যাচে ৯.৫ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হন। নারী বিভাগে চীনের গ্র্যান্ডমাস্টার জু ওয়েনজুন ৮ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। উল্লেখ্য র‍্যাপিড ও ব্রিটজে ওপেন বিভাগে ৫৮টি দেশ এবং নারী বিভাগে র‍্যাপিড ও ব্রিটজে ৩৪টি দেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।





মামা সাঈদ হোসেন যিনি পুরান ঢাকার লালবাগ থানা এলাকার নবাবগঞ্জে ময়না হাজী নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন কটুর মোহামেডানের সাপোর্টার। মোহামেডানের

খেলার দিন এলাকার বন্ধুবান্ধব,

শিশু-কিশোর তরুণদের নিয়ে ঝাঁক বেঁধে রওনা দিতেন ঢাকা স্টেডিয়ামে। এর আগে ভোরে ঘুম থেকে উঠেই মহান আল্লাহর নাম নিয়ে দোয়াদরুদ পড়ে যার যার বাড়ির ছাদে, মহল্লার অলিগলির মোচরে উঠাতেন সাদা-কালো জার্সির প্রিয় দলের পতাকা। মহল্লায় এমন ফুটবল উন্মাদনা দেখে মো. সাজ্জাদ হোসেন সাজ্জুও মামা সাঈদ হোসেন ময়না হাজীর সঙ্গে মোহামেডানের সাপোর্টার হয়ে উঠেন। বড় ভাই সোহেলও কটুর মোহামেডানের সাপোর্টার। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বর্তমান ২৩ নম্বর এই ওয়ার্ডে কোনো খেলার মাঠ না থাকলেও ছোট আকৃতির নবাবগঞ্জ পার্ক এবং বর্ষার পানি টান (শুকিয়ে গেলে) দিলে কামরাসীরচর উঁচু ভিটাগুলোতেই শিশু-কিশোরদের ফুটবল খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহার হতো। সাজ্জুও স্কুল শেষ করে ফুটবল হাতে বন্ধুদের সঙ্গে মাঠে নেমে পড়তেন। ঘরে বড় ভাই সোহেল আর মামা ময়না হাজীর মোহামেডানের সাপোর্টার হওয়ার শ্রোতে গা ভাসিয়ে সাজ্জুও সাদা-কালো জার্সির মোহামেডানের খেলার দিন মেতে উঠতেন ফুটবল উন্মাদনায়। পাড়া-মহল্লার অন্য সবার মতোই ভোরে প্রিয় দলের পতাকা উত্তোলন দিয়ে শুরু হতো খেলা দেখার দিনটি। এরপর স্টেডিয়ামে যাওয়ার আয়োজন। আশির দশকের প্রথম ভাগের কথা। ফুটবলপাগল সাজ্জু ১০-১২ বছরের কিশোর। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়েন। মোহামেডানের খেলার দিন পাড়ার মাঠে বিকেলে খেলার সঙ্গীসাহী কাউকেই পাওয়া যায় না। সবাই দলবেঁধে খেলা দেখতে ঢাকা স্টেডিয়ামে চলে যেতেন। তাই কিশোর সাজ্জুর বন্ধুরা মিলে ঠিক করলেন এবার স্টেডিয়ামে গিয়েই খেলা দেখবেন। মহল্লার মাসুম সান্তার (প্রয়াত), জাভেদ, বাবলু, শাকিল, রহমতুল্লাহ, বাবু, লালু, ওয়াহেদ, মহিউদ্দিন, রূপম (প্রয়াত) আর সবার বস দিদার এক সঙ্গে নবাবগঞ্জ সেকশন থেকে গুলিস্তানগামী তিন-চারটি টেম্পু আপ-ডাউন (যাওয়া-আসা) রিজার্ভ ভাড়া করে ঢাকা স্টেডিয়ামে আসতেন। আশির দশকের ফুটবল উন্মাদনার বর্ণনা এ ভাবেই করছিলেন, বায়ান্ন বছরের ফুটবল পাগল সাজ্জাদ সাজ্জু।

বন্ধুদের সঙ্গে জীবনের প্রথম ১৯৮২ সালে মোহামেডান-আবাহনীর খেলা দেখতে ঢাকা স্টেডিয়ামে গিয়ে মারামারির কবলে পড়েন। দেশে চলছে হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের সামরিক শাসন। গত বছর ৮১তে আবাহনী লিগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ায় মোহামেডান সাপোর্টারদের মন খারাপ। বছরের মাঝামাঝি আবাহনীর সঙ্গে মোহামেডানের খেলা। সকাল থেকে পাড়া-মহল্লায় দুই দলেরই সাপোর্টারদের মাঝে উত্তেজনা। ঢাকা স্টেডিয়ামের মাঠের ফুটবল যুদ্ধ শুরুর আগেই মহল্লায় মহল্লায় তর্কবিতর্কের যুদ্ধ শুরু হয়ে

ফুটবল উন্মাদনা ও উত্তাল দিনের নানান কথা-৪০

ইকবাল কবির



ময়না হাজী

গেছে। আবাহনীর সাপোর্টারদের দেখলেই আমরা মোহামেডান সাপোর্টাররা বলতাম ওই আজকা চাইটা দিমু রেডি থাকিস। তাদেরও পাঁটা কথায় খেলা মাঠে গড়ানোর আগেই দিনভর এলাকায় দুই দলের সাপোর্টারদের মধ্যে চলতো যুক্তিতর্কের যুদ্ধ। ফুটবলের সেই স্বর্ণযুগের স্মৃতি মনে করে সাজ্জুর মন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে। আবেগপ্রবণ হয়ে বর্ণনা করেন। ১৯৮২ সালে মোহামেডান-আবাহনীর খেলার স্মৃতিচারণে সাজ্জু বললেন, মোহামেডান খেলায় এগিয়ে ছিল, কিন্তু আবাহনী রেফারির একটি সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে আবাহনীর খেলোয়াড়েরা রেফারির ওপর হামলা করলে এই মারামারি গোটা স্টেডিয়াম ও আশেপাশে ছড়িয়ে পরে। আমরা বন্ধুরা সবাই বিভিন্ন দিকে ছুটাছুটি করে বিচ্ছিন্ন হয়ে পেরি। এক দিকে সাপোর্টারদের ইটের যুদ্ধ আরেক দিকে পুলিশের টিয়ারশেলের ঝাঁজালো ঝাঁজ চোখের জ্বালা-পোড়ায় ছটফট

করছিলাম। কোনোক্রমে স্টেডিয়াম থেকে বের হয়ে গ্যালারিতে পানি বিক্রি করা শিশুরা পানির জগ নিয়ে এগিয়ে এলে চোখেমুখে পানি দিয়ে ধুয়ে রক্ষা পাই। সেই দিনের দুঃসহ স্মৃতি আজও ভুলতে পারিনি। গোটা স্টেডিয়াম ও তার আশপাশের এলাকা রণক্ষেত্র হয়ে পরে ছিল। পরদিন পত্রিকা পরে জানতে পারি দুজন নিহতও হয়েছে। ফুটবল কেন্দ্র করে এই মারামারি উত্তেজনার সবই ছিল ফুটবল জনপ্রিয়তা ও উন্মাদনার অংশ। আজ ফুটবলের সেই জোয়ার উন্মাদনা নেই। সাজ্জু বললেন, মোহামেডানের খেলার দিন আমরা পাড়ার বন্ধুরা আগেই স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে ঢুকে জুতা, সেডেল, বাঁশ, ধরি দিয়ে জায়গা দখল করে রাখতাম। এরপর বিকেলে পাড়ার বড় ভাই, মুকুর্বি ও মামারা এলে তাদের বসার জন্য জায়গা ছেড়ে দিতাম। ওরা আমাদের যে যত খুশি গুমনি-মুড়ি খাওয়াতো। সবাই মিলে এক সঙ্গে খাওয়ার একটাই আনন্দই ছিল আলাদা। খেলা শুরুর আগে গ্যালারিতে সাপোর্টারদের মাঝে উত্তেজনা শুরু হতো নানা ঘটনা নিয়ে। ঢাকা স্টেডিয়ামে দেখা স্মরণীয় গোলটি হচ্ছে আবাহনীর বিরুদ্ধে মোহামেডানের মাঝমাঠের খেলোয়াড় খোরশেদ বাবুলের গোলটি। বাবুল মোহামেডানের সীমানা থেকে আবাহনীর তিন-চারজন খেলোয়াড় কে কাটিয়ে গোলটি করেছিলেন। সেই খেলায় মোহামেডান জয়ী হয়েছিল। ৮৮ সালে ব্রাদার্স ইউনিয়নের কাছে মোহামেডানের হেরে যাওয়ায় দুঃখ পেয়েছিলেন। ফুটবল লিগ মিরপুর চলে যাওয়ার পর থেকেই আর নিয়মিত খেলা দেখতে যান না। মীরপুর স্টেডিয়ামে খেলা দেখে ফেরার পথে ছিনতাই, হামলা ও সম্রাসীদের কবলে পরে নিরাপত্তাহীনতায় পরার কারণে খেলা দেখা ছাড়তে থাকেন। এর পর নব্বই দশকে ঢাকা স্টেডিয়ামে ফুটবল ফিরে এলে অনির্মিত খেলা দেখতেন। ভালো মানের খেলোয়াড় তৈরি না হওয়া ও ঢাকা স্টেডিয়াম থেকে ফুটবল নির্বাসিত হওয়ায় দেশের ফুটবল এখন দর্শক টানতে পারছে না।

ইস্পাহানি ৩৬তম জাতীয় টিম ব্রিজ চ্যাম্পিয়নশিপ

জমজমাট আয়োজনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো 'ইস্পাহানি ৩৬তম জাতীয় টিম ব্রিজ চ্যাম্পিয়নশিপ'- এর পুরস্কার বিতরণী ও সমাপনী অনুষ্ঠান। ২৮ ডিসেম্বর রাজধানীর অলিম্পিক ভবন মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্রিজ ফেডারেশনের সভাপতি সৈয়দ মাহবুবুর রহমান। এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ইস্পাহানি গ্রুপের উপমহাব্যবস্থাপক এইচ এম ফজলে রাব্বি। জাতীয় টিম ব্রিজ চ্যাম্পিয়নশিপের খেলাগুলো রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের ই.আর.সি মিলনায়তন ও রাজধানীর অলিম্পিক ভবনে গত ২৪ থেকে ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। এ চ্যাম্পিয়নশিপের ৩৬তম আসরে চ্যাম্পিয়ন আর রানার্সআপ হয়েছে টিমএম বিডি চ্যাম্পিয়ন দলে খেলেন আরিফ, আলো, সৈকত, বিশ্বজিত, ফাহিম ও রিপন। এবারের টুর্নামেন্টে সারা দেশ থেকে ১৬টি দল অংশ নিয়েছে। প্রতিটি দলে অংশ নিয়েছেন ৪-৬ জন খেলোয়াড়।

ফারুক হোসেন খান



২০০২ সালে এশিয়া মহাদেশে প্রথমবারের মতো কোরিয়া-জাপান যৌথ বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা অধিষ্ঠিত মহাদেশে রোমাঞ্চকর ফুটবল উৎসব। ফুটবল তো শুধু একটি সুন্দর খেলা নয়-জীবনবোধও বটে। বিশ্বকাপ ফুটবল মানবজাতির ঐক্যবদ্ধ জীবনের উৎসব। কোরিয়া-জাপান ২০০২ বিশ্বকাপে এই দুই দেশের মধ্যকার বৈরি মনোভাবকে পেছনে ঠেলে দিয়ে যেভাবে একত্রিত হয়েছিল এর তুলনা নেই। ফুটবল পেরেছে আন্তর্জাতিক বিশ্বে উত্তেজনা প্রশমনে ও শান্তি স্থাপনে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করতে। বিশ্ব মানব সমাজ দেখেছে মানবতার জয় ফুটবলকে ঘিরে। মানুষ দেখেছে ফুটবল কিভাবে মানুষকে কাছে টানতে পারে।

বিশ্বের অনড়। তাঁদের বিশ্বাস কাতার একটি সুন্দর বিশ্বকাপ উপহার দিতে সক্ষম। যে পশ্চিমা বিশ্ব কাতারে বিশ্বকাপের বিপক্ষে সবচেয়ে বেশি সরব ছিল তারাই শেষ পর্যন্ত কাতারের আয়োজন, আতিথ্যতা, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং কাতারের জীবন যাত্রা এবং সংস্কৃতির সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করেছে। ফিফা সরকারিভাবে বিশ্বকাপের ইতিহাসে কাতার বিশ্বকাপকে অন্যতম স্মরণীয় ফুটবল হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। গত বছর ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এক সঙ্গে দু'টি বিশ্বকাপের আয়োজক চূড়ান্ত করেছে ফিফা। ২০৩০ বিশ্বকাপ আয়োজন করবে তিন মহাদেশের ৬ দেশ আর ২০৩৪ বিশ্বকাপ এককভাবে আয়োজন করবে সৌদি আরব। এশিয়ার মধ্যপ্রাচ্যের কাতারের পর দ্বিতীয় দেশ সৌদি আরব বিশ্বকাপের স্বাগতিক হলো। ২০৩০ বিশ্বকাপের মূল আয়োজক স্পেন, পর্তুগাল ও মরক্কো। ফিফা বিশ্বকাপের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এই আসরের একটি করে ম্যাচ আয়োজন করবে উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা ও প্যারাগুয়ে। উদ্দেশ্য হলো অতীতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। ১৯৩০ সালে প্রথম বিশ্বকাপের আয়োজন করেছিল উরুগুয়ে।

সাক্ষাৎকারে বলেছেন 'আমার স্বপ্ন শুধু সৌদি খেলোয়াড় এবং লিগের ভবিষ্যৎ ঘিরে নয় বরং দেশটির জন্যেও। আমি অন্য লিগের সঙ্গেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখতে চাই। সৌদি আরবের ফুটবল ও লিগকে আমি সেই উচ্চতায় পৌঁছাতে সাহায্য করার চেষ্টা করব। দেশের মানুষের ফুটবলের প্রতি ভালোবাসার প্রতিদান দেওয়ার জন্য আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো আনুষ্ঠানিকভাবে সৌদি আরবকে ২০৩৪ বিশ্বকাপের আয়োজক ঘোষণার কিছুক্ষণের মধ্যেই হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ ২১টি মানবাধিকার সংস্থা যৌথ বিবৃতিতে এটিকে বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। নরওয়ে ফুটবল ফেডারেশন তো আয়োজক চূড়ান্তের ভোটের অংশ নেয়নি। আর ফুটবল অস্ট্রেলিয়া ভোট দিলেও দেশটির প্লেয়ার্স ইউনিয়ন সৌদি আরবকে আয়োজক স্বত্ব দেওয়াতে নিন্দা করেছে। এটিও আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি অংশ। সৌদি আরবের বিপক্ষে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। বিশ্বকাপ ফুটবলকে বৈশ্বিক রূপ দিতে

২০৩৪ সালে সৌদি আরবে বিশ্বকাপ

ইকরামউজ্জমান

আমার সুযোগ হয়েছে ২০০২ কোরিয়া-জাপান বিশ্বকাপে, কোরিয়ার বিডিং টিমের মিডিয়ার সঙ্গে কাজ করার। তখন দক্ষিণ কোরিয়া ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন ডক্টর চুং মুং জুন। তিনি ফিফারও ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ডক্টর চুং মুং জুনের আরেক পরিচয় হুদাই শিল্পগোষ্ঠীর কর্ণধার। আমরা ১৮৯২ জন ক্রীড়া লেখক ও সাংবাদিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার স্বপক্ষে প্রচারণা কার্যক্রমে জড়িত ছিলাম।

বাংলাদেশের ইংরেজি এবং বাংলা দৈনিকে দক্ষিণ কোরিয়ার স্বপক্ষে আমার প্রচুর ফুটবল স্টোরি তখন প্রচারিত হয়েছে। ইংরেজি দৈনিক 'বাংলাদেশ অবজারভারের' গুরুবাবার সাময়িকী ডক্টর চুং মুং জুনের বড় সাক্ষাৎকার ছেপেছে। কোরিয়া-জাপান বিশ্বকাপে-দক্ষিণ কোরিয়া শেষ চারে পৌঁছেছিল। অর্থাৎ সেমিফাইনালে উঠেছে। পরাজিত করেছে ইতালি এবং স্পেনের মতো শক্তিশালী ফুটবল দলকে। অপরদিকে জাপান নক-আউট রাউন্ডে গেছে। পশ্চিম জার্মানিকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে লাতিন আমেরিকার ব্রাজিল।

এর বিশ বছর পর আবার এশিয়ার মধ্যপ্রাচ্যে কাতারে বিশ্বকাপের বর্ণিল উৎসব। বিশ্বকাপে কাতার স্বাগতিক দেশ হবার আগে থেকেই পশ্চিমা জগতের মিডিয়া লাগাতারভাবে কাতারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ, মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চালিয়েছে। তারা কাতারের মানব অধিকার এবং মধ্যপ্রাচ্যের সংস্কৃতি নিয়ে মনগড়া স্টোরি লিখেছে, টেলিভিশনে প্রচার করেছে। ফিফা এগুলোকে আমলে নেয়নি। তারা ছিল কাতারের

আর তাই ২০৩০ সালের উদ্বোধনী ম্যাচ হবে উরুগুয়েতে।

সৌদি আরবের বিপক্ষে একটু বিড করেনি-এতে করে ফিফার জন্য সিদ্ধান্ত (২০৩৪) সহজ হয়েছে। ফিফার ঘোষণার পরপরই সৌদির রাজধানী রিয়াদে এবং অন্যান্য স্থানে ফুটবল প্রেমিকরা আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেন। সৌদি আরবে ফুটবলের জনপ্রিয়তা ক্রমেই বাড়ছে। ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপে সৌদি আরব প্রথম খেলায় আর্জেন্টিনাকে পরাজিত করে আলোড়ন সৃষ্টি করে। মিসির আর্জেন্টিনা শেষ পর্যন্ত কাতার বিশ্বকাপ থেকে ট্রফি জিতেছে।

সৌদি পেশাদার ফুটবল লিগের জনপ্রিয়তা তর তর করে বেড়ে চলেছে। ফুটবলের রাজকুমার পর্তুগালের ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, ব্রাজিলের নেইমারসহ বিশ্বের সেরা তারকা অনেকেই এখন খেলছেন সৌদি পেশাদার লিগে আল নাসরে, আল হেলাল, আল ইত্তেহাদ প্রমুখ ক্লাবে। সৌদি আরব চাইছে তাদের পেশাদার লিগের মান ইউরোপের সেরা লিগগুলোর সমমান করতে। ইতিমধ্যেই লিগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেড়ে গেছে। বেড়েছে ক্লাবগুলোতে অর্থের বিনিয়োগ। ক্লাবগুলোর একাডেমিতে যেভাবে পরিকল্পনামাফিক খেলোয়াড় সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এতে করে পর্যবেক্ষক মহল মনে করছেন-আগামী পাঁচ থেকে সাত বছরের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরবে ফুটবল খেলোয়াড়দের লম্বা মিছিল দেখা যাবে। এতে করে দেশের ফুটবলে বৈকি পরিবর্তন আসবে।

মাসখানিক আগে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো যিনি সৌদি পেশাদার লিগে আল নাসরের হয়ে খেলেন বার্তা সংস্থা এএফপি'র সঙ্গে এক বিশেষ

এর আয়োজক স্বত্ব প্রদানে ফিফার নির্দিষ্ট নীতি আছে। এই নীতি অনুসারে একটি মহাদেশ টানা দু'বার বা এক আসর বিরতি দিয়ে দু'টি বিশ্বকাপ আয়োজন করতে পারে না। কমপক্ষে দু'টি আসরের বিরতি থাকতেই হবে। এই নীতির কারণে ২০২৬, ২০৩০ বিশ্বকাপের আয়োজকরা কোনোক্রমেই ২০৩৪ বিশ্বকাপের আয়োজক হতে পারেনি। একমাত্র সৌদি আরব বিড গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

ফিফা স্টেডিয়াম, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য কাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে যে সব শর্ত আরোপ করেছিল-সেই শর্তগুলো পূরণে সৌদির কোনো সমস্যা নেই বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যেই সৌদি আরবে নতুন নতুন স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। তাদের কথা হলো ফিফার 'ডেড লাইনের' আগেই সব নির্মাণ কাজ শেষ হবে। কাতার বিশ্বকাপে স্টেডিয়াম এবং নির্মাণ কাজে বাংলাদেশের কয়েক লাখ নির্মাণ শ্রমিক প্রকৌশলী এবং অন্যান্য কাজ করেছেন। এতে করে বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে। এরা উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা নিয়মিতভাবে দেশে পাঠিয়েছেন। এবার ২০৩৪ সালের ফুটবল বিশ্বকাপের আয়োজক হয়েছে সৌদি আরব। দেশটিতে ফুটবল অবকাঠামো নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এতে করে বাংলাদেশ থেকে অভিজ্ঞ কর্মীর চাহিদা প্রতিদিনই বাড়ছে। বাড়ছে কর্মসংস্থান সৌদি আরবে। সৌদি আরবে যেতে হলে একজন নিয়োগ কর্তা ফিফলের মাধ্যমে যেতে হয়। আমরা আসা করবো বিশ্বকাপ ফুটবলের সুবাদে বিদেশে কর্মসংস্থান আরও বাড়বে।



এ ছবি কার-৫৯৫-এর সঠিক উত্তর
ক্রিকেটার
লিটন দাস

এ ছবি কার-৫৯৫ বিজয়ী
সানজিদা আক্তার সাজিদা
প্রযত্নে-মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল
অফিসার অব., প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিসেস
ডিভিশন, অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন
ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ট্রান্স চেক অথবা বিকাশের
মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের
ছবি ১০ জানুয়ারি ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর
অনুরোধ করা হচ্ছে।
-সম্পাদক

এ ছবি কার-৫৯৫-এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম
ও ঠিকানা-

১। শাবনাজ আক্তার পুতুল, ১৬ শেরবাংলা (সুরক্ষা
ক্লিনিকের বিপরীতে) খুলনা; ২। রুবি দস্তিদার,
দোয়েল আহমেদ টাওয়ার, ৪৯/৫০ জামাল খান
বাই লেন আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়
কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ৩। মুক্তা রানী, বাংলাদেশ
টি-স্টোরস্, ৩১ নং মোহাম্মদ আলী শাহ লেন,
ইমামগঞ্জ চকবাজার, চট্টগ্রাম; ৪। প্রত্যায়া রায়,
এনজেল ভিউ-১, ২নং রহমতগঞ্জ, কোতোয়ালি,
চট্টগ্রাম; ৫। রূপম দস্তিদার, মেডি কর্নার, ৪১৮
জামাল খান লেন, দক্ষিণ-পশ্চিম আসকার দিঘীর
পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ৬। অমিত দস্তিদার মন,
ডিজি ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ লেন, আসকার দিঘীর
পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ৭। মো. ফরিদ
উদ্দিন, গ্রাম- আসমানিয়া, পোস্ট- নারান্দিয়া, থানা-
তিতাস, জেলা- কুমিল্লা; ৮। জাকির উল্লাহ (পাতা),
সাধারণ সম্পাদক, ক্রীড়াঙ্গত পাঠক ফোরাম, ঢাকা
জেলা; ৯। আক্বাছ হোসেন, গ্রাম- চরমোল্লাজী,
পোস্ট- চতলাবাজার, থানা- লালমোহন, জেলা-
ভোলা; ১০। মো. মারুফ হাসান, গ্রাম- শ্রীকণ্ঠপুর,
পোস্ট- ডাকভবানীপুর, থানা- পাইকগাছা, জেলা-
খুলনা; ১১। মো. সালাহউদ্দিন ডলার, গ্রাম+ডাক-
চৌমহনী, থানা- কাটাখালী, জেলা- রাজশাহী; ১২।
সোহেল মোল্লা, বাসা-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩,
উত্তরা, ঢাকা; ১৩। সোহাগ মোল্লা, বাসা-২১, রোড-
৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ১৪। রওশন আরা,
বাসা-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ১৫।
নূর জাহান বেগম, ৪৫/১, হাজী ইসমাইল লিংক
রোড, খুলনা; ১৬। মনিরুল ইসলাম পাশু, গ্রাম-
দেয়াড়া, পোস্ট- যগিহাটি, থানা- রূপসা, জেলা-
খুলনা; ১৭। আজহারুল ইসলাম কচি, অব. প্রাপ্ত
কর্মকর্তা, অগ্রণী ব্যাংক লি. আঞ্চলিক কার্যালয়,
ময়মনসিংহ; ১৮। মোহা. মিনুয়ারা বেগম, সহকারী
শিক্ষিকা, রাজাবাসর আদর্শ সরকারি প্রাথমিক

এ ছবি কার?-৫৯৭



এ ছবি কার? বিভাগে ক্রীড়াবিদের আংশিক, উল্টা-পাল্টা কিংবা খণ্ড-বিখণ্ড ছবি ছাপা হবে। পাঠকদের
বলতে হবে ছবিটি কার। সঠিক উত্তরদাতার নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০
টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। তবে প্রত্যেক সঠিক
উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। 'এ ছবি কার' বিভাগে অংশ নিতে হলে শুধু নিচের কূপনটি পূরণ করে
কেটে আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এর মধ্যে আমাদের দফতরে (ক্রীড়াঙ্গত, ৬২/৩ পুরানা
পল্টন, ঢাকা-১০০০) পৌছাতে হবে। খামের উপর অবশ্যই লিখতে হবে 'এ ছবি কার'। -সম্পাদক

ছবিটির নাম.....
উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা.....
.....মোবাইল.....

বিদ্যালয়, রাজাবাসর, মুন্সিপাড়া, পার্বতীপুর,
দিনাজপুর; ১৯। মানজুর আরমান দীপ্র বিকম, ১ম
বর্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাড়ি- ১/বি/১ রোড ২৯/১৬; ২০।
পল্লবী, বিলপাড়, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬; ২০।
আইনুল হক, সিনিয়র কেন্দ্র ব্যবস্থাপক, গ্রামিন
ব্যাংক, হাজারীহাট শাখা, সৈয়দপুর, নীলফামারী;
২১। মো. মিল্টন মোল্লা, বাসা-২১, রোড-৮,
সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ২২। এমএইচ স্বাধীন,
স্যার ইকবাল রোড, খুলনা; ২৩। সানজিদা আক্তার
সাজিদা, প্রযত্নে- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র
প্রিন্সিপাল অফিসার অব., প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন
সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান
কার্যালয়, ঢাকা; ২৪। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র
প্রিন্সিপাল অফিসার অব.; প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন
সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান
কার্যালয়, ঢাকা; ২৫। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো.
আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার অব.,
প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন),

অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ২৬।
রাশিদা বেগম, ৭/৮ এ ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, হাতিরপুল,
ঢাকা; ২৭। আব্বাস উদ্দিন, গ্রাম- দরবেশ কাটা,
পোস্ট- মকবুলাবাদ, থানা- চকোরিয়া, জেলা-
কক্সবাজার; ২৮। মো. পলাশ, পিতা- হাবিব উল্লাহ,
বঙ্গবন্ধু সড়ক, হাজীবাড়ি, চাঁদপুর পৌরসভা,
পোস্ট+উপজেলা ও জেলা- চাঁদপুর; ২৯। মোহাম্মদ
আনিছুর রহমান ফরহাদ, সভাপতি, ক্রীড়াঙ্গত
পাঠক ফোরাম, চট্টগ্রাম; ৩০। মো. রাফিউল আলম,
মোহাম্মদ নগর সোসাইটি, আলমগীর সড়কের
উত্তরে, শান্তিনগর, বায়েজিদ, চট্টগ্রাম; ৩১। তপন,
গান এ-স্টোর, চেরাগী, পাহাড়, চট্টগ্রাম; ৩২।
আয়েশা আক্তার, গ্রাম- লামচরী, পোস্ট- কাটাখালী,
থানা- হাইমচর, জেলা- চাঁদপুর; ৩৩। আঃ কাদের
সরকার, গ্রাম- বাঘিয়া, পোস্ট- বালিরটেক,
থানা+জেলা- মানিকগঞ্জ; ৩৪। এ কে এম মকবুল
হোসাইন, বেনীচাকিলেন, দক্ষিণ কাটনার পাড়া,
বগুড়া;



গত ২৯ ডিসেম্বর জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ঠিকাদার কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে নির্বাহী কমিটি গঠনকল্পে মো. রেজাউল
করিম বাবুর সভাপতিত্বে এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ঠিকাদার কল্যাণ সমিতির গত
ফ্যাসিস্ট সরকারের সময়ে গঠিত কমিটি বাতিল করে মো. আনোয়ার হোসেন আনুকে সভাপতি করে ২১ সদস্যবিশিষ্ট
নতুন কমিটি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গঠন করা হয়। সভাপতি মো. আনোয়ার হোসেন আনু; সহসভাপতি মিজানুর রহমান
সোহেল, মো. রেজাউল করিম বাবু, নাসির উদ্দিন ও জামিলুর রহমান নয়ন; সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম ভূঁইয়া; সহ
সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুস সালাম খান, মো. শফিকুল ইসলাম। যুগ্ম সম্পাদক সাব্বির আহমেদ, আক্তার
হোসেন রিপন, নজরুল ইসলাম জুয়েল ও আসিফ ওমর ফারুক; সাংগঠনিক সম্পাদক জহিরুল ইসলাম কলিম; প্রচার
সম্পাদক মো. ইলিয়াছ আহমেদ; ক্রীড়া সম্পাদক মেরাজ খান। সদস্য- রাফিকুল হক সরকার, খন্দকার সেলিম
আহমেদ, জাহেদুল হক, আশরাফ উদ্দিন রুবেল, গাজী শাহীন ও আনিসুর রহমান বাদল।



আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের হীরকজয়ন্তী প্রসঙ্গে

মুহাম্মদ কামরুজ্জামান

দুটি স্মরণীয় বছর। একটা ১৯৪৯ সাল। অপরটি ২০২৪। এই লেখাটা যখন সাময়িকীতে ছাপা হবে, তখন ২০২৪ সালটা পেরিয়ে ২০২৫ এ পা দেবে। ১৯৪৯ সালটা নন্দিত-বন্দিত আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতিষ্ঠা বা আবির্ভাব বছর। আর ২০২৪ সাল হলো এ ক্লাবটির ৭৫ বছর বা হীরক জয়ন্তী বছর। সত্যিই এ ক্লাবটির স্মরণীয় বছর। মানুষ ১০-২০ বা ৫০ বছর হলেও ব্যান্ড পার্টি বাজিয়ে জোর জন্মদিন পালন করে। অর্থ সমস্যা ও যথাযথ সাংগঠনিক তৎপরতার অভাবে ২০২৪ সালে এ অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি। আদৌ এটা হবে কিনা বলা মুশকিল, যদি তা না হয় তবে তা বেশ শোক ও তাপের বিষয় হবে। এরই মধ্যে বেশ অনেকগুলো ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিন বা বার্ষিকী দিন হলেও তা উদ্‌যাপিত হয়নি। বছর দশ-পনেরো আগে উয়ারী ক্লাব তাদের শতবার্ষিকী পালনের সময় প্রবীণ ক্রীড়া সাংবাদিক হিসেবে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ক্লাবের ইতিহাস সম্পর্কে আলোকপাতের অনুরোধ করায় আমি কৃতজ্ঞচিত্তে সে অনুরোধ রক্ষা করেছিলাম। প্রথম বিভাগীয় টিম থাকলেও আসল টিম ফুটবলের অস্তিত্ব না থাকায় ক্লাবের এ উদ্‌যাপন কিন্তু মি হয়ে যাবে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে মুসলিম প্রতিষ্ঠিত আজাদ স্পোর্টিংয়ের ৭৫ বছর বা ডায়মন্ড জুবিলী- এটা উদ্‌যাপন করা উচিত। আজাদ স্পোর্টিং ফুটবল ছাড়াও মেয়ে ও পুরুষ অ্যাথলেটিকস, ক্রিকেট (মেয়ে ও ছেলে দুটোই) বাস্কেট বল ও ভলিবল খেলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব পেয়েছে। ক্লাবের সাবেক কৃতি অ্যাথলেট রওশন আক্তার ছবি মেয়েদের কয়েকটি খেলা চালিয়েছে। খেলাধুলা চালাতে গেলে বিত্তবান ব্যক্তির অর্থ সাহায্য বা করপোরেট ব্যবসার উদার অর্থ সাহায্য দরকার। প্রচুর অর্থের দরকার। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও কৃতি ক্রিকেটার এনায়েত হোসেন সিরাজ ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হিসেবে যতখানি পারছেন সাহায্য করে যাচ্ছেন। সাবেক খেলোয়াড় ও পুষ্টিবিদ মজিবর রহমান ক্লাবের এ সমস্যা কীভাবে সামাল দিয়ে যাচ্ছেন, সেটা তিনিই তা জানেন। খেলোয়াড় থেকে সংগঠক হিসেবে ইউসুফ আলী হকিরত ক্লাব হকিতে তা অর্ধবছরের সংযোগ দ্বারা ইরশাদী ভূমিকা পালন করেছেন। ৫০ দশকে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্র সানাউল্লাহ ভাই ২য় বিভাগ ফুটবল লিগে আজাদের হয়ে তার তেজেদীপ্ত ও নৈপুণ্য ভান্বরণ খেলা দ্বারা আমার মন জয় করেছিলেন। মনে হয়ে ভালো ফুটবলার হয়ে আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের টিমের হয়ে খেলেছিলাম। একেই এর মধ্যে মোহাম্মদান স্পোর্টিং, ঢাকা ওয়াডার্স, ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের বিভিন্ন বার্ষিকীর সময় আসলেও তারা মূলতঃ অর্থ ও দক্ষ সংগঠকের অভাবে উদ্‌যাপন করতে পারেনি।

ঢাকার আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের কোনো সদস্যের ক্লাবের এ স্মরণীয় মুহূর্তের কথা মনেই ছিল না। ক্লাবের সাবেক হকি গোলকিপার ও বর্তমান হকি সেক্রেটারি ইউসুফ আলী আমাকে এ কথা মনে করে দেওয়ায় আমি এ খবরটি অবহিত হই। এবং এ খবরটা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিই। আজাদ স্পোর্টিং একটি ব্যতিক্রমী ক্লাব, চল্লিশ দশকের শেষে স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ফুটবলার দিয়ে আজাদ স্পোর্টিং নামে একটি ক্লাব মুসলিম ভাই নামের এক ব্যক্তি গড়ে তোলেন। আরমানটোল মাঠের পশ্চিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের বাড়ী খায়রুল মহলে এর জন্ম। ১৯৬০ সালে এ বাড়ীর অধ্যাপকে এম এ কাইউমের সম্পাদনায় এ দেশের প্রথম ক্রীড়া পত্রিকা 'স্টেডিয়াম' প্রকাশিত হয়। আজাদ স্পোর্টিং ১৯৫০ সালে দ্বিতীয় ফুটবল লিগে নাম দিয়ে চ্যাম্পিয়ন ফায়ার সার্ভিস এসির সঙ্গে রানার্সআপ হয়ে ১৯৫১ সালে প্রথম বিভাগ লিগে খেলতে শুরু করে। তাদের মনমাতানো ক্রীড়ানৈপুণ্য দ্বারা দর্শকপ্রিয়তা অর্জন করে। তারা ১৯৫৪ সালে আগরতলা এক দশকে হারিয়ে রোনাল্ডো শিল্ডে চ্যাম্পিয়ন হয়।

তারা ১৯৫৮ সালে লিগ বিজয় 'প্লে-অফ' ম্যাচে সেন্ট্রাল স্টেশনারী এন্ড প্রিন্টিং প্রেসকে ৩-২ গোলে হারিয়ে আজাদ স্পোর্টিং তাদের ইতিহাসে প্রথম ও একমাত্র বারের জন্য লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়। আজাদ স্পোর্টিং তাদের জীবনে আরো কয়েকটি টুর্নামেন্ট জিতলেও কোনো সংরক্ষিত রিপোর্ট বা হিসাব নেই। আজাদ স্পোর্টিংয়ের খেলোয়াড়রা বুদ্ধিমান, কুশলী ও দায়িত্ববান হওয়ায় ফুটবলাররা দর্শকপ্রিয়তা পান। তাঁদের সুশিক্ষিত আচরণ ছিল অন্ত্যন্ত খেলোয়াড়সুলভ। ঢাকা ফুটবল লিগের একসময়ের গৌরবময় ও দর্শকপ্রিয় টিম আজাদ স্পোর্টিং বর্তমানে তৃতীয় বিভাগের টিম। ম্যাচের দিন দুজন ব্যক্তি (একজন অভিভক্ত ও অন্যজন অনভিভক্ত) খেলোয়াড় বাছাই করতেন- যা টিমের ফলাফলে প্রভাব পড়ত। এ ছাড়া টিমের কোচিং ছিল আউটডেটেড- যা খেলার প্রভাবে 'না' ফল দিত। ঢাকায় আর কোন টিম এ পদ্ধতি অনুসরণ করত না। আমাদের চেষ্টা করতে হবে নতুন লোকজন নিয়ে এসে ক্লাবকে প্রিমিয়ার লিগে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলে তা সফল হবেই।

বিডি মূখার্জী প্রয়াত

জাগতিক নিয়মে প্রয়াত হলেন আমার বন্ধু সম ছোট ভাই বরেন্দ্র ক্রীড়া সাংবাদিক বিডি (বুদ্ধদেব) মূখার্জী। সকালে ঘুম থেকে উঠে বিডি মূখার্জীর ছোট ভাই পিকে মূখার্জী যিনি অধুনা অবলুপ্ত ন্যাশনাল স্পোর্টিং ক্লাবের একজন দক্ষ ব্যাটসম্যান ছিলেন-এই মর্মস্পর্কিত খবরটি আমাকে জানালেন। চা-বাগান মালিকের ছেলে হওয়ায় দার্জিলিং স্কুল-কলেজে পড়ে ইকোনমিকসে অনার্স ও মাস্টার্স শেষ করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। শখের বশে তদানিন্তন পাকিস্তান অবজারভারে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল কিছুদিনের জন্য স্পোর্টস রিপোর্টিং করার জন্য। দার্জিলিংয়ে লেখাপড়া ও খেলাধুলা করার সঙ্গে সঙ্গে যে দার্জিলিং এ দৈনিক পত্রিকার খেলার পাতা পড়তে পড়তে তিনি একজন পাকা স্পোর্টস রিপোর্টার হয়ে ওঠায় অবজারভারের স্থায়ী স্পোর্টস রিপোর্টার হয়ে যান। বিডি মূখার্জী যে শুধু লিখিয়ে নয়, সঙ্গে একজন ভালো ক্রিকেটার ও ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার। তিনি দুটোতেই প্রেসক্লাব টিমের ক্যাপ্টেন ইয়েজ দেখিয়ে দিলেন। ইংরেজি দৈনিকে ড. ফখরুদ্দিন আহমেদ (ওয়াশিংটন প্রবাসী) আখতার হোসেন খান (সাবেক সরকারের সচিব), রউফুল হাসানের (প্রয়াত) মতো এক নন্দিত রিপোর্টার হিসেবে পরিচিত পেতে দেরি হয়নি। স্বাধীনতার পরপর কোলকাতা প্রেসক্লাব কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে জাতীয় প্রেসক্লাব সেখানে ৩টি ম্যাচ খেলে। ঢাকা প্রেসক্লাবের তখন কোনো ফান্ড না থাকায় বিডি মূখার্জী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ক্লাবের সব সরঞ্জাম, নেট প্র্যাকটিসের সব খরচ নিজে বহন করেন। বন্ধু ও নিকটজনের কাছে তিনি 'বিডি' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। মধুর ব্যবহারের অধিকারী বিডি সবার কাছে প্রিয় ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ অবজারভারের হয়ে নয়াদিল্লি ও ব্যাংকক এশিয়ান গেমস কভার করেন। চিরকুমার বিডি মূখার্জীর সবচেয়ে বড় কাজ হলো বিভিন্ন নিউজ মিডিয়ার পেশাদার ক্রীড়া সাংবাদিকদের নিয়ে বাংলাদেশ স্পোর্টস জার্নালিস্ট নিয়ে B.S.J.A গঠন করা। তিনি এর প্রথম সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। বিডি মূখার্জী দীর্ঘদিন ধরে স্মৃতিভ্রম রোগে ভুগছিলেন। তাঁকে সবজবাগে শাশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন কার হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৭০।



মুহাম্মদ কামরুজ্জামান

শব্দজট-৬১৮								
মো	হা	ম্ম	দ	সা	লা	উ	দ্দি	ন
সা								বী
ম্ম		মা	হ	মু	দ	উ	ল্লা	
দ		রু		মি		দা		সা
উ		ফ		নু		না		বি
মি		ম্		ল		সা		না
আ		ধা				শি		খা
জ্ঞা				রা		উ		তু
র	শি	দ	খা	ন		লি	ট	ন

শব্দজট-৬২০								
১		২		৩		৪		
								৫
৬			৭					
					৮			
	৮							
১০							১১	
১২								

শব্দজট-৬১৮ বিজয়ী
জাকির উল্লাহ (পাতা)
 সাধারণ সম্পাদক, ক্রীড়াঙ্গত পাঠক ফোরাম
 ঢাকা জেলা।

শব্দজট-৬১৮ বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ট্রেন্স চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি আগামী ২৫ জানুয়ারি ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।
 -সম্পাদক

নাম

ঠিকানা

.....

.....

মোবাইল

শব্দজট-৬১৮ এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। শাবনাজ আক্তার পুতুল, ১৬ শেরবাংলা (সুরক্ষা ক্রিনিকের বিপরীতে) খুলনা; ২। মুক্তা রানী, বাংলাদেশ টি-স্টোরস্, ৩১ নং মোহাম্মদ আলী শাহ লেন, ইমামগঞ্জ চকবাজার, চট্টগ্রাম; ৩। মো. ফরিদ উদ্দিন, গ্রাম-আসমানিয়া, পোস্ট- নারান্দিয়া, থানা- তিতাস, জেলা- কুমিল্লা; ৪। সোমা দস্তিদার, এনজেল ভিউ-১, ২নং রহমতগঞ্জ, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ৫। আক্বাহ হোসেন, গ্রাম- চরমোল্লাজী, পোস্ট- চতলাবাজার, থানা- লালমোহন, জেলা- ভোলা; ৬। মো. মারুফ হাসান, গ্রাম- শ্রীকণ্ঠপুর, পোস্ট- ডাকভবানীপুর, থানা- পাইকগাছা, জেলা- খুলনা; ৭। আয়েশা আক্তার, গ্রাম- লামচরী, পোস্ট- কাটাখালী, থানা- হাইমচর, জেলা- চাঁদপুর; ৮। মো. সালাহউদ্দিন ডলার, গ্রাম+ডাক- চৌমহনী, থানা- কাটাখালী, জেলা- রাজশাহী; ৯। নুর জাহানা, ৪৫/১, হাজী ইসমাইল লিংক রোড, খুলনা; ১০। সোহেল মোল্লা, বাসা-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ১১। রওশন আরা, বাসা-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ১২। এম এইচ স্বাধীন, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা; ১৩। সোহাগ মোল্লা, বাসা-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ১৪। মনিরুল ইসলাম পাণ্ডু, গ্রাম- দেয়াড়া, পো- যগিহাটি, থানা- রূপসা, জেলা- খুলনা; ১৫। মো. মিল্টন মোল্লা, বাসা-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ১৬। মেনহাজুল ইসলাম তারেক, সভাপতি, মনতার আন্তর্জাতিক বেতার শ্রোতা সংঘ, রাজাবাসর, মুন্সিপাড়া, পার্বতীপুর, দিনাজপুর; ১৭। রূপম দস্তিদার, মেডি কর্নার, ৪১৮ জামাল খান বাই লেন, দক্ষিণ-পশ্চিম আসকার দিঘীর পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ১৮। রোকসানা আক্তার, প্রযত্নে- সরকার বাড়ি, গ্রাম- বাঘিয়া, পোস্ট- বালিরটেক, থানা+জেলা- মানিকগঞ্জ; ১৯। মনিরুজ্জামান সরকার, অফিস সহকারী, জেলা সদর, গাইবান্ধা; ২০। রাশিদা বেগম, ৭/৮ এফ্রি স্কুল স্ট্রিট হাতিরপুল, ঢাকা; ২১। আব্বাস উদ্দিন, গ্রাম- দরবেশ কাটা, পোস্ট- মকবুলাবাদ, থানা- চকোরিয়া, জেলা- কক্সবাজার; ২২। সানজিদা আক্তার সাজিদা, প্রযত্নে- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার অবঃ, প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন্স সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ২৩। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার অবঃ, প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন্স সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ২৪। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার অবঃ, প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন্স

শব্দজট ৬২০-এর সূত্র

সূত্রঃ পাশাপাশি :

১। সাফ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৪ শিরোপা জয়ী অধিনায়ক।
 ৪। আইসিসি নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নবম আসরে বাংলাদেশি “প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচ” অর্জনকারী এর নামের প্রথম অংশ। ৬। বাংলাদেশি তীরন্দাজ এর নামের শেষ অংশ। ৮। বাংলাদেশি টেস্ট ক্রিকেটার এর নামের শেষ অংশ। ৯। সাফ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৪ এর সেরা গোলরক্ষক। ১১। বাংলাদেশি নারী তীরন্দাজ এর নামের প্রথম অংশ। ১২। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এর সভাপতি।

সূত্রঃ উপর-নিচ :

১। ইমার্জিং এশিয়া কাপের বাংলাদেশ ক্রিকেট “এ” দলের সহ-অধিনায়ক। ২। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক। ৩। আইসিসি নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নবম আসরে সেরা খেলোয়াড় ও সর্বাধিক উইকেট শিকারি এর নামের প্রথম অংশ। ৪। সাফ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৪ এর টুর্নামেন্ট সেরা ও ফাইনালে ম্যাচ সেরা। ৫। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন এর সদ্য নির্বাচিত বোর্ড সভাপতি। ৬। বাংলাদেশি নারী ক্রিকেটার এর নামের শেষ অংশ। ৮। বাংলাদেশি টেস্ট ক্রিকেটার এর নামের শেষ অংশ। ১০। ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা।

আব্দুল কাদের সরকার
 গ্রামঃ বাঘিয়া, পোঃ বালিরটেক, থানাঃ মানিকগঞ্জ সদর,
 জেলাঃ মানিকগঞ্জ-১৮০০। ফোনঃ ০১৮৩৮৫০৩৪৬৪

সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ২৫। অমিত দস্তিদার মন, ডিজি ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ লেন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২৬। মো. রাফিউল আলম, মোহাম্মদ নগর সোসাইটি, আলমগীর সড়কের উত্তরে, শান্তিনগর, বায়েজিদ, চট্টগ্রাম; ২৭। তপন, গান এ-স্টোর, চেরাগী, পাহাড়, চট্টগ্রাম; ২৮। রবি দস্তিদার, দোয়েল আহমেদ টাওয়ার, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড় কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২৯। জাকির উল্লাহ (পাতা), সাধারণ সম্পাদক, ক্রীড়াঙ্গত পাঠক ফোরাম, ঢাকা জেলা।



দ্বিতীয় বিভাগ দাবা
লিগ বোর্ডে গড়ানোর
পর দুর্দান্ত খেলছিল
মনিং গ্লোরি চেস ক্লাব।
কুষ্টিয়ার এই দলটি
কখনো যৌথভাবে আবার
কখনো এককভাবে সপ্তম

রাউন্ড পর্যন্ত শীর্ষে ছিল। অন্যদিকে এসবিপি-এমএফ প্রথম দুই রাউন্ড শীর্ষে থাকলেও তৃতীয় রাউন্ড থেকে রেসে পিছিয়ে পড়েছিল। কিন্তু অষ্টম রাউন্ডে এসবিপি-এমএফের সঙ্গে বাংলাদেশ চেস এরিনা শিরোপা রেসে ফিরে আসে। তবে শেষ রাউন্ডে সবাইকে পেছনে ফেলে সেরা সাফল্য তুলে নেয় এসবিপি-এমএফ। দলটি শিরোপা জয়ের মিশনে ৯ ম্যাচে ৬ জয় আর ৩ ড্রসহ ১৫ ম্যাচ পয়েন্ট পেয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়ে কৃতিত্ব দেখায়। এসবিপি-এমএফ ৩.৫-৫ পয়েন্টে মোহাম্মদপুর চেস ক্লাবকে (রেড), একই ব্যবধানে চেস কোড একাডেমিকে, পন পাওয়ার চেস ক্লাবকে, ৩-১ পয়েন্টে দেবনওয়ার চেস ক্লাবকে, একই পয়েন্টে গ্যাশিট চেস ক্লাবকে ও ২.৫-১.৫ পয়েন্টে কুষ্টিয়া মনিং গ্লোরি চেস ক্লাবকে পরাজিত করে। তবে ২-২ পয়েন্টে বুয়েট সেকেন্ড ডিভিশন চেস এলিয়েন্স ২০২৪, বাংলাদেশ চেস এরিনা ও তৌসিফ অ্যাপারেলস চেস ক্লাবের সঙ্গে ড্র করে। শিরোপাজয়ী দলের হয়ে খেলেছেন ক্যাভিডেটমাস্টার মো. মাসুম হোসেন, মোহাম্মদ এনায়েত হোসেন, মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, জাবেদ আল আজাদ, তাহমিনুল হক ও সিয়াম চৌধুরী।

এদিকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ লড়াইয়ের পর ৯ ম্যাচে ১৪ ম্যাচ পয়েন্ট ও ২৬ গেম পয়েন্টে পেয়ে টাইব্রেকিং পদ্ধতির মাধ্যমে তৌসিফ অ্যাপারেলস চেস ক্লাব রানার্সআপ ও কুষ্টিয়া মনিং গ্লোরি চেস ক্লাব তৃতীয় স্থান লাভ করে। তৌসিফ অ্যাপারেলস চেস ক্লাবের খেলোয়াড়রা হলেন মো. আমিনুল ইসলাম, মুকিতুল ইসলাম রিপন, মো. মোতাক্কির, দেওয়ান শহিদুল আমিন, কাজী তাহেরুল ইসলাম ও শাওন চৌধুরী। মনিং গ্লোরি চেস ক্লাবের হয়ে খেলেছেন ক্যাভিডেটমাস্টার শফিক আহমেদ, নিশিত কুমার পাল, অমিত বিক্রম রায়, মাসুদুল হক, ডা. রতন কুমার পাল ও রতন আলী।

অন্যদিকে বাংলাদেশ চেস এরিনা ১৩ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ হয়েছে। তবে ২২ পয়েন্ট সংগ্রহ করে টাইব্রেকিং পদ্ধতির মাধ্যমে পঞ্চম থেকে দশম হয়েছে যথাক্রমে দেবনওয়ার চেস ক্লাব, পন পাওয়ার চেস ক্লাব, এলিগেন্ট ইন্টারন্যাশনাল চেস একাডেমি, গ্যাশিট চেস ক্লাব, বুয়েট সেকেন্ড ডিভিশন চেস এলিয়েন্স ২০২৪ এবং চেস কোড একাডেমি।

জমজমাট শিরোপা লড়াই : বোর্ডে খেলা গড়ানোর পর থেকে শিরোপা প্রত্যাশী দলগুলো লক্ষ্যে পৌঁছতে উত্তাপ ছড়ানো শুরু করে। প্রথম রাউন্ডে ২৫টি দল জয় নিয়ে যাত্রা শুরু করে। দ্বিতীয় রাউন্ডে এসে সেই দলের সংখ্যা ১০ নেমে আসে। তৃতীয় রাউন্ড থেকেই মূলত শিরোপা লড়াই জমে

দ্বিতীয় বিভাগ দাবা লিগ

এসবিপি-এমএফ অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন

মোরসালিন আহমেদ



চ্যাম্পিয়ন এসবিপি-এমএফ

উঠে। পূর্ণ ৬ পয়েন্ট নিয়ে মনিং গ্লোরি, তৌসিফ অ্যাপারেলস, কুমিল্লা অ্যাশিশন চেস একাডেমি ও ক্রিসেন্ট ক্লাব শীর্ষে অবস্থান করছিল। কিন্তু চতুর্থ রাউন্ডে পূর্ণ ৮ পয়েন্ট নিয়ে এককভাবে শীর্ষে উঠে আসে মনিং গ্লোরি। তবে পঞ্চম রাউন্ডে মনিং গ্লোরির সঙ্গে ৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ভাগ বসিয়েছিল ক্রিসেন্ট ক্লাব। ১১ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ রাউন্ডে ফের এককভাবে শীর্ষে ফেরে মনিং গ্লোরি। সপ্তম রাউন্ডেও শীর্ষে ছিল ১২ পয়েন্ট নিয়ে মনিং গ্লোরি। অষ্টম রাউন্ড শেষে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে এসবিপি-এমএফ ও বাংলাদেশ চেস এরিনা যুগ্মভাবে শীর্ষে উঠে আসে। তবে নবম তথা শেষ রাউন্ডে সবাইকে পেছনে ফেলে সেরা সাফল্য তুলে নেয় এসবিপি-এমএফ।

বোর্ড পুরস্কার : ব্যক্তিগত নৈপুণ্য দেখিয়ে এক নম্বর বোর্ডে বুয়েট সেকেন্ড ডিভিশন চেস এলিয়েন্স ২০২৪ এর নজরুল ইসলাম ডেভিড ও বাংলাদেশ পুলিশ প্রাইম চেস ক্লাবের রাজু আহমেদ, দুই নম্বর বোর্ডে গেটওয়ে ইন্টারন্যাশনাল চেস একাডেমির রিদওয়ান রাব্বানী, কুষ্টিয়া মনিং গ্লোরি চেস ক্লাবের ক্যাভিডেটমাস্টার শফিক আহমেদ ও গ্র্যান্ডমাস্টার চেস ক্লাবের মোল্লা ইশতিয়াক আহমেদ, তিন নম্বর বোর্ডে চেক মেট টাইগার্সের কাজী ইকবাল হোসেন, চার নম্বর বোর্ডে কুমিল্লা অ্যাশিশন চেস একাডেমির আয়াজ আবদুল্লাহ খাজির বিন এবং অতিরিক্ত এক নম্বর বোর্ডে তৌসিফ অ্যাপারেলসের মো. রবিউল ইসলাম ও অতিরিক্ত দুই নম্বর বোর্ডে কথাশিল্পী শওকত ওসমান স্মৃতি পরিষদের মো. মনিরুজ্জামান মাসুদ পুরস্কার পেয়েছেন।

টুকটাকি তথ্য : মোট ৫২টি দল অংশগ্রহণ করে।

বিভিন্ন দলের হয়ে ৩০৬ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এর মধ্যে ২২৭ জন রেটেড ও ৭৯ জন ননরেটেড খেলোয়াড় ছিলেন। লিগের গড় রেটিং ছিল ১৬৫৮। সর্বোচ্চ রেটিংধারী ছিলেন ফজলে নুর বাব্বী (২১১২)। দলগত রেটিং অনুযায়ী লিগের শীর্ষবাছাই দল ছিল কুষ্টিয়া মনিং গ্লোরি চেস ক্লাব। অতীতে বিভিন্ন দলে বিদেশি খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করলেও এবার শতভাগ স্থানীয় খেলোয়াড়দের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

পুরস্কার বিতরণ : বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের ক্রীড়া কক্ষে গত ২৩-৩১ ডিসেম্বর ৯ রাউন্ড সুইস লিগ পদ্ধতিতে এ লিগ অনুষ্ঠিত হয়। খেলে শেষে গ্র্যান্ডমাস্টার রিফাত বিন সাত্তার প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত এসপি মো. মাহবুবুর রহমান। অ্যাডহক কমিটি গঠনের পর ফেডারেশনটি বিজয় দিবস টুর্নামেন্ট দিয়ে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। এবার দ্বিতীয় বিভাগ দাবা লিগ সম্পান্ন করলো।

সবশেষ কথা : দাবা নিয়ে কাজ করা একাডেমিগুলো এবার যেকোনো বারের চেয়ে দ্বিতীয় বিভাগে সবচেয়ে বেশি অংশগ্রহণ করেছে, যা সবার দৃষ্টি কেড়েছে। বেশির ভাগই স্কুল পড়ুয়ারা খেলেছেন। অসংখ্য খুদে প্রতিভা লক্ষ্য করা গেছে। এখান থেকে যদি ওইসব মেধাবীদের বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফেডারেশন বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে তাহলে দাবায় আরও নতুন নতুন প্রতিভা সৃষ্টি হবে। যদিও অতীতে এমন উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি। বর্তমান কমিটি বিষয়টি ভেবে দেখতে পারেন।



অনেক নাটকের দেখা
মিলেছে, অচলাবস্থার
পরিপ্রেক্ষিতে রশি
টানাটানি হয়েছে,
জল ঘোলাও হয়েছে
বিস্তর। ভারত ও
পাকিস্তানের মধ্যকার
মাঠের বাইরের
নানামুখি লড়াইয়ের পর
আইসিসির মধ্যস্থতায়

শেষ পর্যন্ত 'হাইব্রিড মডেলেই' মিলেছে চ্যাম্পিয়নস
ট্রফির ভেন্যু সমস্যার সমাধান। পাকিস্তানে খেলতে
যেতে ভারতের অস্বীকৃতির কারণে আরেকটি
'নিরপেক্ষ ভেন্যু' যোগ করা হয়েছে। বিশ্বকাপের
পর পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই
বৈশ্বিক আসরের আয়োজক স্বত্ব থাকছে পাকিস্তান
ক্রিকেট বোর্ডেরই (পিসিবি) হাতে। পাকিস্তানের
৩টি ভেন্যুর (ন্যাশনাল স্টেডিয়াম, করাচি;



যুগ্মভাবে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে সেমিফাইনালে
খেলেছিল বাংলাদেশ

পাকিস্তান ও দুবাইয়ে খেলবে বাংলাদেশ

মো. রেজাউল হক

গান্ধি স্টেডিয়াম লাহোর, রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট
স্টেডিয়াম) পাশাপাশি কিছু ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে
সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই ইন্টারন্যাশনাল
ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
করাচিতে পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড ম্যাচের মাধ্যমে
পর্দা উঠবে নবম চ্যাম্পিয়নস ট্রফির, ফাইনাল
মাঠে গড়াবে ৯ মার্চ। স্বাগতিক দলসহ ২০২৩
ওয়ানডে বিশ্বকাপের সেরা ৮টি দল দুই গ্রুপে
বিভক্ত হয়ে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে এই
আসরে। 'এ' গ্রুপে রয়েছে ভারত, পাকিস্তান,
বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ড। আর 'বি' গ্রুপের
দলগুলো হলো অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ
আফ্রিকা ও আফগানিস্তান। গ্রুপ পর্বে প্রতিটি দল
একে অন্যের সঙ্গে একবার করে মোকাবিলায় পর
দুই গ্রুপের সেরা চারটি দল পাবে সেমিফাইনালে
টিকিট। তারপর শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল।

টানা পোড়নের অবসানের পর ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস
ট্রফির আনুষ্ঠানিক সূচি ঘোষণা করেছে আইসিসি।
চূড়ান্ত সূচি অনুযায়ী, টুর্নামেন্টের পর্দা ওঠার পরদিন
২০ ফেব্রুয়ারি দুবাইয়ে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ
দিয়ে শুরু হবে বাংলাদেশের অভিযান। এরপর
পাকিস্তানে উড়াল দেবেন তাসকিন-মিরাজরা
এবং গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের পরের দুটি ম্যাচের
ভেন্যু রাওয়ালপিন্ডি। ২৪ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় ম্যাচে
টাইগারদের প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড, তিন দিন পর
২৭ ফেব্রুয়ারি স্বাগতিক পাকিস্তানের মোকাবিলা
করবে বাংলাদেশ। কঠিন তিন প্রতিপক্ষের গতি
টপকে সেমিতে জায়গা করে নেওয়া ভীষণ কঠিন
হবে বাংলাদেশের জন্য।

ওদিকে ভারতের সব ম্যাচই অনুষ্ঠিত হবে
দুবাইয়ে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার
হাইভোল্টেজ ম্যাচটি মাঠে গড়াবে ২৩ ফেব্রুয়ারি।
২ মার্চ নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হবে ভারত।
শর্তসাপেক্ষে ৯ মার্চ ফাইনালের ভেন্যু রাখা

হয়েছে লাহোর। তবে ভারত যদি ফাইনালে উঠে,
তাহলে লাহোরের পরিবর্তে খেলা হবে দুবাইয়ে।
আইসিসির পূর্ব নির্ধারণ করা স্লট অনুযায়ী
প্রথম সেমিফাইনালে ভারত থাকবে এবং দলটি
সেমিফাইনালে উঠতে পারলে খেলা হবে দুবাইয়ে।
একইভাবে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে স্বাগতিক
পাকিস্তান থাকবে বলে 'ধরে নেওয়া হয়েছে' এবং
তারা সেমিফাইনালে উঠলে খেলা লাহোরে হবে।
ভারত-পাকিস্তান গ্রুপ পর্বেই একবার মুখোমুখি
হবে বলে ফাইনালের আগে শেষ চারে তাদের
আর দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আয়োজক পাকিস্তান হলেও
ভারতের ম্যাচগুলো পাকিস্তানের বাইরে
আয়োজনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে মূলত পিসিবি
চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি আরব আমিরাতের
সিনিয়র মন্ত্রী এবং আমিরাত ক্রিকেট বোর্ডের
প্রধান শেখ নাহিয়ান আল মুবারকের সঙ্গে দেখা
করার পর। তাঁদের সাক্ষাৎ হয়েছে পাকিস্তানে।
তবে পিসিবি শুরু থেকে 'না' বললেও শেষ অবধি
এমনি এমনি হাইব্রিড ফর্মুলায় রাজি হয়নি। এবার
চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ভারতের ম্যাচগুলো নিরপেক্ষ
ভেন্যুতে আয়োজনের বিনিময়ে ২০২৭ সাল
পর্যন্ত ভারত যেসব আইসিসি ইভেন্ট আয়োজন
করবে, সেসব টুর্নামেন্টে পাকিস্তানও তাদের
ম্যাচগুলো নিরপেক্ষ ভেন্যুতেই খেলবে- এই
শর্তে আইসিসি, বিসিসিআই ও পিসিবি একমত
জানিয়েছে। এবারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি দিয়েই শুরু
হচ্ছে শর্তের মেয়াদ। এরপর ২০২৫ সালে ভারতে
মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ এবং ২০২৬ সালে
ছেলেদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শর্তটি কার্যকর
হবে। ২০২৬ ছেলেদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের
যৌথ আয়োজক শ্রীলঙ্কা ও ভারত। পাশাপাশি
২০২৮ সালে মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও
কার্যকর হবে শর্তটি। আইসিসির পরবর্তী ইভেন্ট-

চক্রে এটি হবে প্রথম টুর্নামেন্ট, যেটির আয়োজক
পাকিস্তান।

২০১৭ সালে যুগ্মভাবে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে
আয়োজিত চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সর্বশেষ আসরে
গ্রুপ পর্বে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়েই সেমিফাইনালে
খেলেছিল বাংলাদেশ, যা দেশটির কোনো বৈশ্বিক
আসরে সেরা সাফল্য। পরে সেমিতে অবশ্য
টাইগাররা পাত্তা পায়নি ভারতের কাছে, হেরেছিল
৯ উইকেটে। এবারও গ্রুপে কিউইরা আছে বলে
স্বপ্ন দেখতেই পারে বাংলাদেশ। কিন্তু বাস্তবতা বড়
কঠিন! নকআউট পর্বে উঠতে হলে নিউজিল্যান্ডের
পাশাপাশি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার একটা
দলকে হারাতেই হবে বাংলাদেশের।

উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশের মাটিতেই জন্ম
হয়েছিল এই টুর্নামেন্টের। তখনকার টেস্ট খেলুড়ে
৯টি দেশের অংশগ্রহণে ঢাকা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত
আসরটির নাম ছিল 'আইসিসি নকআউট মিনি
বিশ্বকাপ'। ফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে
অকাল প্রয়াত হাসান জহিরের নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন
হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ওই টুর্নামেন্টটিই
সময়ের পরিক্রমায় ২০০২ সাল থেকে আইসিসি
চ্যাম্পিয়নস ট্রফি নামে পরিচিতি পেয়েছে।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ২ গ্রুপ...

গ্রুপ 'এ': ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও
নিউজিল্যান্ড

গ্রুপ 'বি': অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা
ও আফগানিস্তান

বাংলাদেশের ম্যাচগুলোর সূচি...

২০ ফেব্রুয়ারি: বিপক্ষ ভারত, ভেন্যু- দুবাই
২৪ ফেব্রুয়ারি: বিপক্ষ নিউজিল্যান্ড, রাওয়ালপিন্ডি
২৭ ফেব্রুয়ারি: বিপক্ষ পাকিস্তান, রাওয়ালপিন্ডি

৪৮ বর্ষ ১১ সংখ্যার কুইজমালার সঠিক উত্তর:

১. ৫ম
২. ওমান
৩. ভারত

৪৮ বর্ষ ১১ সংখ্যার কুইজ বিজয়ী

মো. সালাহউদ্দিন ডলার
গ্রাম+ডাক- চৌমহনী, থানা- কাটাখালী,
জেলা- রাজশাহী।

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ট্রাস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ২৫ জানুয়ারি ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে।-সম্পাদক

৪৮ বর্ষ ১১ সংখ্যার কুইজমালা সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। শাবনাজ আক্তার পুতুল, ১৬ শেরেবাংলা (সুরক্ষা ক্লিনিকের বিপরীতে) খুলনা; ২। আনিসুর রহমান ফরহাদ, প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ৭৮ নং আলকরণ, ৩নং গলি, মাজকার বাড়ি, ফিরঙ্গী বাজার, চট্টগ্রাম; ৩। রাশিদা বেগম, ৭/৮ এ ফ্রি স্কুল স্ট্রিট হাতিরপুল, ঢাকা; ৪। মো. ফরিদ উদ্দিন, গ্রাম- আসমানিয়া, পোস্ট- নারাদিয়া, থানা- তিতাস, জেলা- কুমিল্লা; ৫। তানজিল উল্লাহ (অন্তর), ৭ম শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, খিলগাঁও ঢাকা; ৬। আক্বাহ হোসেন, গ্রাম- চরমোল্লাজী, পোস্ট- চতলাবাজার, থানা- লালমোহন, জেলা- ভোলা; ৭। অমিত দস্তিদার মন, ডিজি ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ লেইন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ৮। প্রত্যায়া রায়, এনজেল ভিউ-১, ২নং রহমতগঞ্জ, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ৯। বেলায়েত হোসেন, বাসা-২০, রোড-১১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা; ১০। মুক্তা রানী, বাংলাদেশ টি-স্টোরস, ৩১ নং মোহাম্মদ আলী শাহ লেন, ইমামগঞ্জ চকবাজার, চট্টগ্রাম; ১১। আয়েশা আক্তার, গাম- লামচরি, কাটাখালী, হাইমচর, চাঁদপুর; ১২। মো. সালাহউদ্দিন ডলার, গ্রাম+ডাক- চৌমহনী, থানা- কাটাখালী, জেলা- রাজশাহী; ১৩। রুবি দস্তিদার, দোয়েল আহমেদ টাওয়ার, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড় কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম; ১৪। বিএম পলাশ, পিতা- হাবিব উল্লাহ, বঙ্গবন্ধু সড়ক, হাজীবাড়ি, চাঁদপুর পৌরসভা, পোস্ট+ উপজেলা ও জেলা- চাঁদপুর; ১৫। নূর জাহান, সোনাডাঙ্গা, খুলনা; ১৬। মনিরুল ইসলাম পাণ্ডু, গ্রাম- দেয়াড়া, পোস্ট- যুগিহাটি, রূপসা, খুলনা; ১৭। আজাহারুল ইসলাম কচি, অব. কর্মকর্তা অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ-২২০০; ১৮। নাজমা ইয়াসমিন আরা, লাইব্রেরিয়ান, ব্র্যাক গণকেন্দ্র পাঠাগার, রাজাবাসর (মুন্সিপাড়া) পার্বতীপুর, দিনাজপুর; ১৯। রোকসানা আক্তার, প্রযত্নে- সরকার বাড়ি, গ্রাম- বাঘিয়া, পোস্ট- বালিরটেক, থানা+জেলা- মুন্সিগঞ্জ; ২০। সৈনিক মো. মনোয়ার হোসেন, ৪৩, স্বতন্ত্র ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ার্স কোম্পানি, স্যাপার্স

‘পাঞ্চিক ক্রীড়াঙ্গত’ প্রতিকার কুইজ বিভাগে থাকছে তিনটি প্রশ্ন। সঠিক উত্তরদাতা বিজয়ীর নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। কুইজ বিভাগে অংশ নিতে হলে অবশ্যই নিচের কুপনটি পূরণ করে আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এর মধ্যে পাঞ্চিক ক্রীড়াঙ্গত, ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এই কুপন ব্যতীত কুপনের ফটোকপি কুইজ হিসেবে বিবেচিত হবে না। কুপনে স্থান সংকুলান না হলে প্রয়োজনে বাড়তি কাগজ যুক্ত করা যাবে।

- সম্পাদক

‘ক্রীড়াঙ্গত’ কুইজমালা ৪৮ বর্ষ ■ ১৩ সংখ্যা ■ ১৬ জানুয়ারি ২০২৫

প্রশ্ন : তামিম ইকবাল সর্বশেষ ওয়ান ডে ম্যাচ খেলেন কোন দেশের বিপক্ষে?

প্রশ্ন : তামিম ইকবাল সর্বশেষ টেস্ট ম্যাচ খেলেন কোন দেশের বিপক্ষে?

প্রশ্ন : তামিম ইকবাল সর্বশেষ টি-২০ ম্যাচ কোন সালে খেলেন?

উত্তর : ১)

উত্তর : ২)

উত্তর : ৩)

উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা :

.....

.....

মোবাইল :

বেকারী, রংপুর সেনানিবাস, রংপুর; ২১। মো. মিল্টন মোল্লা, বাসা-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ২২। রওশন আরা, বাসা-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ২৩। মো. সোহেল মোল্লা, বাসা-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ২৪। মো. সোহাগ মোল্লা, বাসা-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ২৫। এমএইচ স্বাধীন, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা; ২৬। আব্বাস উদ্দিন, গ্রাম- দরবেশকাটা, পোস্ট- মকবুলাবাদ, থানা- চকরিয়া, জেলা- কক্সবাজার; ২৭। সানজিদা আক্তার সাজিদা, প্রযত্নে- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার অব. প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন্স সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ২৮। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার অব. প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন্স সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ২৯। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার অব. প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন্স সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৩০। রূপম দস্তিদার, মেডি কর্নার, ৪১৮ জামাল খান লেন, দক্ষিণ-পশ্চিম আসকার দিঘীর পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ৩১। মাহির আবরার ইঞ্জিনিয়ার, রোড-২৯/এ বাসা ১/বি/১, পল্লবী, বিলপাড়া, মিরপুর-১২, ঢাকা; ৩২। রাফিউল আলম, মোহাম্মদ নগর সোসাইটি, আলমগীর সড়কের উত্তরে, শান্তিনগর, বায়েজিদ, চট্টগ্রাম; ৩৩। তপণ, গান এ-স্টোর, চেরাগী, পাহাড়, চট্টগ্রাম; ৩৪। মো. মারুফ হাসান, গ্রাম- শ্রীকণ্ঠপুর, পোস্ট- ডাকভানীপুর, থানা- পাইকগাছা, জেলা- খুলনা; ৩৩। একেএম মকবুল হোসাইন, বেনীচাকীলেন, দক্ষিণ কাটনার পাড়া, বগুড়া।

বিশেষ ঘোষণা

লেখক, সাংবাদিক, গবেষক, সংগ্রাহক, ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়ানুরাগীসহ সংশ্লিষ্ট অনেকেই পাঞ্চিক ‘ক্রীড়াঙ্গত’ প্রতিকার পুরনো সংখ্যার খোঁজ করেন। কিন্তু সংখ্যাগুলো দুর্লভ হয়ে যাওয়ায় তা সংগ্রহ কিংবা প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করতে পারেন না। তাঁদের সুবিধার্থে ‘ক্রীড়াঙ্গত’ প্রতিকার পুরনো সংখ্যাগুলো ফেসবুক পেইজে ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হচ্ছে। ফেসবুক অ্যাকাউন্টধারীরা তাঁদের আইডিতে ঢুকে A nostalgic journey to Bangladesh sports সার্চ করলে আপলোডকৃত সংখ্যাগুলো দেখতে পারবেন।

বিজয় দিবস ডুপ্লিকেট পেয়ার ব্রিজ

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্রিজ ফেডারেশনের উদ্যোগে ডুপ্লিকেট পেয়ার কন্ট্রাক্ট ব্রিজ প্রতিযোগিতা ১৫-১৬টি পেয়ার নিয়ে ত্রি কোয়ার্টার হাওয়েল মুভমেন্টে খেলায় পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন ১ম আরিফুর রহমান রাজিব ও কামরুজ্জামান সোহাগ, দ্বিতীয় মাহমুদুল হোসেন সুমন ও প্রান্ত সরকার তৃতীয় : গোলাম মাওলা জুয়েল ও রাশেদুল আহসান নাইম, চতুর্থ : ডি এম হানজালা ও সাইদ আহমেদ রবি, পঞ্চম : সাইদুর রহমান ও মাহফুজুর রহমান চয়ন, ষষ্ঠ : মোস্তাফিজুর রহমান ও ফরিদ আহমেদ, সপ্তম : সৈয়দ সুজাউদ্দিন ও নাজমুল হোসেন তপু। শাহবাগস্থ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের ইআরসি মিলনায়তনে খেলাটি পরিচালনা করেন বাংলাদেশ ব্রিজ ফেডারেশনের পরিচালক আকতার হোসেন ইফতি।

ফারুক হোসেন খান

শ্রীলঙ্কায় মিরিজ ড্র করেছে জুনিয়র টাইগ্রেসরা

মো. মনির উদ্দিন

উচ্ছ্বাস

বেশিক্ষণ
টিকে নি।
ফাহমিদা
ও আফিয়া
নেন
১টি করে
উইকেট। ৬৫
রানের



মাওয়ার ২৪, আফিয়া
আসিমার ২১,
মোসাম্মত ইভার ২০
ও সাদিয়া আক্তারের
১৫ রানের উপর ভর

করে ১৯.৫ ওভারে অলআউটের আগে জুনিয়র
টাইগ্রেসদের ইনিংসে জমা হয় সিরিজের সর্বোচ্চ
১২৬ রান। রাশিকা সেওয়ান্ডি ৩টি এবং চামোদি
২ উইকেট শিকার করেন। এরপর বাংলাদেশের
বোলার-ফিল্ডারদের দুর্দান্ত তৎপরতায় ২০ ওভারে
৮ উইকেটে ১০৫ রানের বেশি যেতে পারেনি
স্বাগতিকরা। সর্বোচ্চ অপরাজিত ৪৪ রান আসে
হিরুনি হানসিকার ব্যাট থেকে, মানুদি নানায়াক্কারা
করেন ২৫। বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ ৩ উইকেট
পান জালাতুল মাওয়া এবং নিশিতা, ফাহমিদা,
ফারজানা ও আনিসা নেন ১টি করে উইকেট।

একনজরে ৪ ম্যাচের ছোট-চিত্র...

- প্রথম টি-টোয়েন্টি : বাংলাদেশ ১০৯/১০ (১৯.৩), শ্রীলঙ্কা ১১২/৫ (১৮.৫), ফল- শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল ৫ উইকেটে জয়ী
- দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি : শ্রীলঙ্কা ১২৫/৪ (২০), বাংলাদেশ ৬০/১০ (১২.২), ফল- শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল ৬৫ রানে জয়ী
- তৃতীয় টি-টোয়েন্টি : শ্রীলঙ্কা ১০৯/৬ (২০), বাংলাদেশ ১১৩/৬ (১৯.৪), ফল- বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল ৪ উইকেটে জয়ী
- চতুর্থ টি-টোয়েন্টি : বাংলাদেশ ১২৬/১০ (১৯.৫), শ্রীলঙ্কা ১০৫/৮ (২০), ফল- বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল ২১ রানে জয়ী



শ্রীলঙ্কা
সফরে টি-টোয়েন্টি সিরিজ ড্র
করেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ক্রিকেট দল।
ব্যাটিং ব্যর্থতায় প্রথম দুই ম্যাচ হেরে ২-০ ব্যবধানে
পিছিয়ে পড়ার পর দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে পরের
দুই ম্যাচে টানা জয় তুলে নিয়ে ২-২ এ সিরিজ
অমীমাংসিত রাখতে সমর্থ হয় জুনিয়র টাইগ্রেসরা।
এর ফলে ১৮ জানুয়ারি থেকে মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত
দ্বিতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের
আগে বেশ ভালো প্রস্তুতি হলো সুমাইয়া আক্তারের
দলের। লঙ্কানদ্বীপে সংক্ষিপ্ত সফর শেষ করে সেখান
থেকেই মালয়েশিয়ায় উড়াল দিয়ে বিশ্বআসরে ভালো
কিছুর অপেক্ষায় বাংলাদেশের মেয়েরা।

কলম্বোয় প্রথম টি-টোয়েন্টিতে আগে ব্যাট করতে
নেমে ১৯.৩ ওভারে ১০৯ রানেই গুটিয়ে যায়
বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দলের ইনিংস। পুরোপুরি
ব্যর্থ ছিল দলের টপ-অর্ডার। মিডল-অর্ডারে ২৯
রান করা সুমাইয়া আক্তার ও ৩৪ রান করা জালাতুল
মাওয়া কোনোমতে দলকে এক শ' পার করান।
শেষ দিকে সাদিয়া আক্তার ১৩ রানে অপরাজিত
ছিলেন। শ্রীলঙ্কার পক্ষে ২টি করে উইকেট নেন
রাশমিকা সেওয়ান্ডি, প্রামুধি মেথসারা ও লিমি
খিলাকারান্দে। জবাবে ৫ উইকেট হাতে রেখে ৭ বল
বাকি থাকতেই ম্যাচ জিতে নেয় স্বাগতিকরা। সপ্তম
ওভারে দুই ওপেনারকে ফিরিয়ে দেন হাবিবা ইসলাম।
তিন নম্বরে নেমে ৩০ বলে অপরাজিত ২৯ রানের
দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন দাহামি সেনেথম, সুমুদু
নিসানসালা ২৪ বলে করেন ২৭ রান।

দ্বিতীয় ম্যাচে আরও হতাশ করেন বাংলাদেশের
ব্যাটাররা। এদিন ১২.২ ওভারে মাত্র ৬০ রানে
অলআউট হয়ে যায় জুনিয়র টাইগ্রেসরা। সাদিয়া
আক্তার (১৮) ও ফারজানা ইয়াসমিন (অপরাজিত
১০) ছাড়া আর কেউ দুই অংকের কোটায় যেতে
পারেননি। পাওয়ার প্রের মধ্যে ৫ উইকেট হারানো
বাংলাদেশ এরপর আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি।
শ্রীলঙ্কার হয়ে ৩টি করে উইকেট নেন প্রাভোদা
মুনাসিংহে ও আসেনি থালাগুনে। এর আগে ব্যাটিং
করতে নেমে মানুদি নানায়াক্কারার ৪৫ বলে ৫০ ও
রাশমিকা সেওয়ান্ডির ২২ বলে ২৬ রানের ওপর ভর
করে ৪ উইকেটে ১২৫ রান জমা করে লঙ্কানরা।
নিশিতা আক্তার ম্যাচের প্রথম ওভারেই স্বাগতিকদের
২ উইকেট নিয়ে দলকে আনন্দে ভাসালেন সেই

একতরফা জয়ে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে সিরিজে
নিরাপদ অবস্থানে চলে যায় লঙ্কানরা।

দেয়ালে পিঠি ঠেকে যাওয়ার পর নিজেদের মেলে ধরে
বাংলাদেশি মেয়েরা। তৃতীয় ম্যাচে ২ বল আগে ৪
উইকেটের জয় তুলে নেয় সুমাইয়া বাহিনী। অলরাউন্ড
নৈপুণ্য দেখান ফাহমিদা ছোয়া। বোলিংয়ে ৪ ওভারে
১৫ রান খরচে ১ উইকেট নেওয়ার পর ব্যাট হাতে
তিনি খেলেন ৩৮ রানের ইনিংস। এ ছাড়া সাদিয়া
ইসলাম (২৪) ও আফিয়া আসিমার (অপরাজিত
২৬) কার্যকর দুটি ইনিংসে জয় পায় বাংলাদেশ।
প্রথমে নেমে শুরু থেকে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট
হারানো শ্রীলঙ্কা শেষ পর্যন্ত ৬ উইকেটে করতে পারে
১০৯ রান। সপ্তম উইকেটে হিরুনি হানসিকা ও
শাশিনি গিমহানির ৩৬ রানের জুটিতেই মূলত শ'য়ের
কোটা পার করে স্বাগতিকরা। হানসিকা ২৪ এবং
গিমহানি ৭ বলে ১৪ রানের ক্যামিও ইনিংস খেলেন।
বাংলাদেশের আনিসা আক্তার নেন ২ উইকেট এবং
নিশিতা আক্তার, ফাহমিদা ও জালাতুল মাওয়ারাও
দারুণ বোলিং করেন। ১১০ রানের জয়ের লক্ষ্যে নামা
বাংলাদেশের শুরুটা অবশ্য একদমই ভালো হয়নি।
প্রথম দুই বলে ড্রেসিং রুমের পথ ধরেন মোসাম্মত
ঈভা ও সুমাইয়া আক্তার। তৃতীয় উইকেটে ৪৩ রানের
জুটি গড়ে সাদিয়া আক্তার ও ফাহমিদা ছোয়া শুরুর
বিপর্যয় সামাল দেন। ২৮ বলে ২৪ রান করে সাদিয়া
আউট থেকে
৩৮
ইনিংস।
শেষ দিকে
১৮ বলে
২৬ রানের
অপরাজিত
ইনিংসে দলের
জয় নিশ্চিত করেন
আফিয়া।

শেষ ম্যাচে
২১ রানের
জয়ে সিরিজ ড্র
করে বাংলাদেশি
মেয়েরা। জালাতুল





নতুন বছরে সাকিবকে নিয়ে

যেন বিতর্ক না হয়

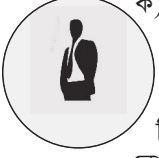
মোস্তফা তারিক আল বান্না



সাকিব আল হাসান শুধু একটি নামই নয়, একটি ইতিহাস। বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার, একাধিক বিশ্ব রেকর্ডের মালিক সাকিবের জন্য ২০২৪ সালটা ছিল বিতর্কে ভরা এবং অধিকার বঞ্চিত হওয়ার সময়। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল গঠন করে বিসিবি। অথচ, সাকিবকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয় দল নির্বাচন নিয়ে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) বর্তমান কমিটির মতো নাজমুল হাসান পাপনের নেতৃত্বাধীন আগের কমিটির সময়েও সাকিবকে জাতীয় দল থেকে বাদ দেওয়ার নানা চক্রান্ত করা হয়। পাপনরা অবশ্য তা পারেননি। কারণ, সাকিব সারাদেশে খুবই জনপ্রিয়, একজন বিশ্বসেরা ক্রিকেট তারকা ছিলেন বলে। সাকিবের ইচ্ছে ছিল দেশের মাটিতে টেস্টকে বিদায় জানাবেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলে। কিন্তু জাতীয় দলে তাকে যেন নিতেই চান না বিসিবির নির্বাচকমণ্ডলী। এটা কেন হচ্ছে, তা পরিষ্কার নয়। দেশের মাঠে নিজের বিদায়ী টেস্ট খেলতে চেয়েও তিনি পারেননি এক বিশেষ কারণে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দল ঘোষণার আগে কিছু দর্শক সাকিবের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামে। যেখানে তাঁর বিপক্ষে ১৫-২০ জনের একটি সমর্থক দল মিরপুর স্টেডিয়ামের বাইরে প্রতিবাদ করে। এটা কাদের ইঙ্গিতে হয়েছে তা জানা যায়নি। আবার ওই ঘটনার একদিন পরই সাকিবের পক্ষে হাজার হাজার সমর্থক ওই মিরপুর স্টেডিয়ামেই মিছিল-সমাবেশ-মানববন্ধন করে তাঁকে দলে নেওয়ার দাবিতে। যদিও সেটা কিন্তু আমলে নেয়নি বিসিবি। যথারীতি তাঁকে ছাড়াই দল ঘোষণা করে বিসিবি। ফলে ওই টেস্ট সিরিজে খেলা হয়নি সাকিবের। হয়তো এর মধ্য দিয়ে সাকিবের টেস্ট ক্যারিয়ারও শেষ হয়ে গেছে। পরবর্তীতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি দলেও নেওয়া হয়নি সাকিবকে। বিসিবির সর্বোচ্চ কর্তব্যাক্তি বলেন, সাকিব নাকি ওয়ানডে সিরিজের জন্য প্রস্তুত ছিলেন

না। অথচ, সময়ে সাকিব টেন লিগে এ র প র টি - টে ন র লঙ্কান টি-টেনে সাকিব যে অসাধারণ ও বিধ্বংসী ব্যাটিং করেন তা সবাই জানে। সাকিব ৭ ম্যাচে ৪৫.৩৩ গড়ে এবং ২১৫.৮৭ স্ট্রাইকরেটে ১২টি চার ও ১১টি ছক্কা করেন ১৩৬ রান। এমন ব্যাটার বাংলাদেশের ছোট দুই ফরম্যাটে দলে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট। টেস্ট দলের হয়ে সবশেষ পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ জয়ে সাকিবের বিশাল ভূমিকা কারও অজানা নয়। ভারতের বিপক্ষে সিরিজ হারলেও সাকিব দারুণ অলরাউন্ডিং পারফর্ম করেন। তার মানে, সাকিব দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দলে থাকলে হয়তো তাতে বাংলাদেশেরই লাভ হতো। কিন্তু তাঁকে দলে নেওয়া হবে না, এমনই প্রতিজ্ঞা হয়তো বিসিবির বর্তমান কমিটির। সাকিবকে সবশেষ রঙিন পোশাকে দেখা গেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ক্রিকেট আসরে। আর সাদা পোশাকে শেষটা দেখা গিয়েছিল ভারতের বিপক্ষে কানপুর টেস্টে। বোলিং অ্যাকশনে ক্রটি দেখা দেওয়ায় তাঁকে বরখাস্ত করে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। বোলিং অ্যাকশনে পাস না করা পর্যন্ত ইসিবি আয়োজিত কোনো প্রতিযোগিতামূলক টুর্নামেন্টে বল হাতে নিতে পারবেন না সাকিব। ডিসেম্বরের শুরুতেই সাকিবের বোলিং অ্যাকশনের পরীক্ষা নেয় ল্যাফবরো ইউনিভার্সিটি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক, তিনি সে পরীক্ষায় পাস করতে পারেননি। অবশ্য এটা বড় কোনো বিষয় নয়। পরবর্তীতে কোনো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই বোলিং করতে পারবেন তিনি। এমন নজীর বিশ্ব ক্রিকেটে অনেক বোলারের ক্ষেত্রে অনেক দেখা গেছে। শ্রীলঙ্কার সাবেক বিশ্ববরণ্য স্পিন তারকা

মুন্নিয়া মুরলিধরনকেও এমন বামেলায় পড়তে হয়েছিল। তবে তিনিও একসময় বোলিং অ্যাকশন শুধরে নিতে সক্ষম হন। হয়তো সাকিবও বোলিং অ্যাকশন শুধরে নিতে পারবেন। এখন চলতি বছরের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও সাকিবের খেলা কিছুটা অনিশ্চিত হয়ে আছে। সবাই জানে, ছাত্রদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় সাকিব ছিলেন দেশের বাইরে। প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন জাতীয় দলের হয়ে খেলার জন্য। আর তাঁকে জড়ানো হয়েছে মামলায়। সাকিবের মতো বিশ্ব তারকাকে হেয় করতে, বাংলাদেশের ক্রিকেট সুনামকে নষ্ট করতে, এদেশেরই মানুষ তাঁকে মামলায় ফাঁসিয়ে দেয় বলে ধারণা করা হচ্ছে। দোষ-ক্রটি নিয়েই মানুষ। সাকিবেরও হয়তো আন্দোলনের সময় একটা ভূমিকা রাখা উচিত ছিল ছাত্রদের পক্ষে। সরকার দলীয় এমপি হওয়ায় হয়তো সেটা তিনি করতে পারেননি। পরে অবশ্য সাকিব আন্দোলনের পক্ষে কথা বলেছেন, নিজের ভুলের জন্য ক্ষমাও চেয়েছেন দেশবাসীর কাছে। যেটা কিন্তু মাশরাফি বিন মুর্তজা ছাড়া আওয়ামী লীগের কোনো এমপি করেননি। তার মানে, তিনি আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন। এরপরও কী তার প্রতি আমরা কিছুটা সুদৃষ্টি দিতে পারি না? সাকিব তো বাংলাদেশকে অনেক দিয়েছেন। তিনি বিশ্ব ক্রিকেটের ইতিহাসে একমাত্র খেলোয়াড় যিনি গত দশ বছর তিন ফরম্যাটেই র‍্যাঙ্কিংয়ে সেরা পাঁচজনের একজন ছিলেন। ২০২৩ সালে ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপে সাকিব যে অলরাউন্ডিং পারফরম্যান্স দেখান, তা আগামী ১০০ বছরে কেউ ভাঙতে পারবে কি না সন্দেহ। আন্তর্জাতিক রান ও উইকেটে তাঁর যে রেকর্ড, সেটাও বিশাল ব্যাপার। যেখানে বিশ্বের হাতে গনা কয়েকজনের মধ্যে সাকিবও রয়েছেন। তাই সাকিবের ক্রিকেট বিবেচনায় চলতি বছর তাঁকে নিয়ে অযথা বিতর্ক যেন তৈরি করা না হয়। আমরা যেন এমন বিশ্বসেরা একজন ক্রিকেটারকে সুন্দরভাবে খেলাটি থেকে বিদায় দিতে পারি।



ক) প্রসঙ্গ কথা : এ বছর ফেব্রুয়ারি থেকে নাজমুল হোসেন শান্ত জাতীয় ক্রিকেট দলের ৩ ফরম্যাটে অধিনায়ক হিসাবে দায়িত্ব পান। তিনি বেশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি দলের মধ্যে বোঝাপড়া স্থিতিশীলতার স্বার্থে দীর্ঘ মেয়াদের জন্য অধিনায়ক হিসাবে কাজ করার আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। অথচ দ. আফ্রিকা দলের বাংলাদেশ টুরে টেস্ট সিরিজ চলাকালে ২য় ম্যাচের আগে ২৬ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে হঠাৎ করেই জানা গেল নাজমুল হোসেন শান্ত আর অধিনায়কত্ব করতে চান না। তার এই মানসিকতার পরিবর্তন ক্রিকেটমোদীদের বিস্মিত করে। কারণ, তার অধিকায়ত্বের ব্যাপারে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ট্রল ব্যতিরেকে কর্তাব্যক্তি/বোদ্ধাদের তরফ থেকে তেমন কোন সমালোচনা শোনা যায়নি।

না, ওডিআই/টি-টোয়েন্টিতে আলোচনাযোগ্য। মোস্তাফিজ ওডিআই (১০৭), টি-টোয়েন্টিতে আন্তর্জাতিক (১০৬)তে নিয়মিত কিন্তু শুধু টেস্ট দলের তাইজুলের ন্যায় স্পেশালিস্ট বোলার, অধিনায়ক সুলভ নয়। অন্য অভিজ্ঞ টেস্ট দলের মোমিনুল অবিনায়ক হিসাবে সফল ছিলেন না। এদের সংশ্লিষ্ট ফরমেটে বিবেচনার বাইরে রেখে অন্য সম্ভাব্যদের মধ্য থেকে ৩ ফরমেটে অধিনায়ক নির্বাচন প্রক্রিয়া করা যায়।

খ) অধিনায়ক নির্বাচনের বিবেচ্য

বিষয়গুলো :

১) ব্যক্তিত্ব, সাহস, সপ্রতিভ ও নেতৃত্বের গুণাবলি, ২) বর্তমান ফর্ম, ৩) ক্রিকেটীয় জ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট ফরমেটে অভিজ্ঞতা, ৪) দলে তার অপরিহার্যতা, ৫) নিজের পারফরম্যান্স, ৬) পাবলিক ফ্লোরে প্রতিনিধিত্ব করার সক্ষমতা। , গ) ওডিআই অধিনায়ক : বিসিবি কতক শান্ত এখনো ৩ ফরমেটের অধিনায়ক। কিন্তু তিনি

অন্য অভিজ্ঞদের মধ্যে সম্ভাব্য তাসকিন ও তরুণ হৃদয়কে নিয়ে আর আলোচনার সুযোগ নেই। টি২০ তে বিবেচনাযোগ্য।
ওয়ানডেতে শান্ত অধিনায়ক হিসাবে সব গুণাবলি শান্ত ইতোমধ্যে প্রমাণ করেছেন। তাই তাকে হাতছাড়া করা মানে দলের নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মাড়া। সমঝোতা করে তার ক্যারিয়ারের জন্য কল্যাণকর /সমন্বয়যোগ্য ও দলের বৃহত্তর স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ ফরমেটে ওয়ানডেতে তাকে অধিনায়ক রেখে অন্য ২ ফরমেটে উপযুক্ত ২ জনকে তার স্থলাভিষিক্ত করা যেতে পারে।
সহ-অধিনায়কও দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। ওয়ানডে বর্তমান সহ-অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজই এ পদে উপযুক্ত। শান্তর ইনজুরির কারণে দুবাইয়ে আফগানের বিপক্ষে ৩য় এবং ওঃ ইন্ডিজের তাদের সঙ্গে ৩ ম্যাচ ওডিআই সিরিজে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ফলাফল সুখকর নয়। ০-৪। বিশেষতঃ শেষোক্ত ম্যাচটি ৩২১ রান করেও জিততে

জাতীয় ক্রিকেট দলের ৩ ফরম্যাটে অধিনায়ক নির্বাচন প্রসঙ্গ

প্রকৌশলী মোহাম্মদ শাহাদৎ হোসেন

ফলাফলও হতাশাজনক ছিলনা। ১০ টেস্টে ৩, ১১ ওয়ানডেতে ৪ এবং ২৪ টি-টোয়েন্টিতে ১০ জয়। অধিনায়কত্ব ছাড়ার ব্যাপারে ৩টি কারণের মধ্যে ১টি স্পষ্ট করে বলেছেন, অধিনায়কত্ব তাঁর পারফরম্যান্সে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। তিনি যেহেতু স্পেশালিস্ট ব্যাটসম্যান মূলত : এখানে তাঁর নেতি বাচক প্রভাব পড়ছে। তাঁর মূল্যায়ন ফেলনা নয়। একজন অধিনায়কের পারফরম্যান্সে ঘাটতি দলকে অনেক ক্ষেত্রেই নিরুৎসাহিত করে। অধিনায়ক হিসেবে তিনি দলের এই ক্ষতি চান না। তাঁর এই স্বীকারোক্তি স্বচ্ছ মানসিকতার প্রতিফলন ও প্রশংসনীয়। তবে আমাদের খতিয়ে দেখা প্রয়োজন ৩ ফরম্যাটে সবই কি তাঁকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে? তাঁর এই ঘোষণার পরও বিসিবি তাঁকে অধিনায়কত্ব চালিয়ে যেতে বলায় দক্ষিণ আফ্রিকার পর শারজায় আফগানের বিপক্ষে ৩টি ওডিআইয়ের ২য়টিতে কুচকির ইনজুরিতে পড়ায় ৩য় ওয়ানডে ও পরবর্তী সময়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ২ টেস্ট ও ওডিআই দলের সহঅধিনায়ক মিরাজ এবং ৩ ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজে লিটন দাশকে বিসিবি সাময়িক দায়িত্ব প্রদান করে। বলা বাহুল্য, সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তাদের মাটিতে ৩-০ তে হোয়াইটওয়াশ করে বিশ্ব ক্রিকেট অঙ্গনে বাংলাদেশ ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। স্বল্প সময়ের জন্য কাজ চালিয়ে যাওয়া হলেও পেশাদারিত্বের সঙ্গে সাময়িক অধিনায়কের দায়িত্ব প্রদান মানানসই নয়। এ কারণে নিয়মিত অধিনায়ক নির্বাচন করা অপরিহার্য।
উল্লেখ্য, পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে যারা যে ফরমেটগুলোয় এখনো বহাল আছেন বয়সের কারণে তারা আলোচ্য বিষয়ে বিবেচনাবহির্ভূত। তাসকিন ৩ ফরমেটে খেললেও ইনজুরিগ্রবণ হওয়ায় তাঁকে টেস্ট সব ম্যাচে খেলানো হয়

যেহেতু ছাড়তে চাইছেন তাই লোড কমিয়ে কিভাবে সমন্বয় করা যায় তা যাচাই করা যায়।

পরিসংখ্যান :

ফরমেট সময়- ম্যাচ- মোট রান গড়-স্ট্রাইক রেট-
১০০/৫০ আগে-২৩-১২৮৩- ২৯.৮৩-৪/৩
টেস্ট পরে-১০-৪৮৩-২৫/৪৪-১/১
ওডিআই আগে ৩৬-১০০১ -২৯/৪৪-৭৮/২৬
-২/৬ পরে ১১-৪৮৩ -৫৪/১১- ৮৩/৬৭-১/৩
টি-টোয়েন্টি ও আগে-২৫ -৫৬৬- ২৬/৯৫-
১১১/৪১-০/১ পরে-২৪-১৮/৭০- ১০৪/২৩-০/১
উপরোক্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় অধিনায়ক হওয়ার পর টেস্ট ও টি-টোয়েন্টিতে পারফরম্যান্স নিম্নগামী বিপরীতে ওয়ানডেতে সব প্যারামিটারেই উল্লেখযোগ্য উর্ধ্বগামী। তাঁর অধিনায়কত্বে ওডিআই ম্যাচ জয়ও নেহাত কম নয়। ১১ ম্যাচে ৪ জয়-৩৬.৩৬ শতাংশ। সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী সৌম্য ওই সময়ে অন্যদের তুলনায় এগিয়ে ৩৬/৮৮ গড়ে ৩৩২ রান, ১৫১০০+ ২৫৫০। কিন্তু খুবই অধারাবাহিক যে কারণে শেষ ১১ এর মধ্যে ১৬৯ রানের বিশাল শতক থাকা সত্ত্বেও টপ অর্ডারের এই গড় উৎসাহব্যঞ্জক নয়। বরঞ্চ মিরাজ অধিকাংশ ম্যাচে লোয়ার অর্ডারে (৭/৮) ব্যাট করেও অনেক ধারাবাহিক। সবশেষ ১১ ম্যাচে ৩৬ গড়ে ৩২৪ রান-৩৫৫০, সে তুলনায় ওপেনার লিটনের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স হতাশাব্যঞ্জক, মাত্র ১২.৬৩ গড়ে ১৮৫ রান। শতক তো দূরের কথা সবশেষ ১১ ম্যাচে অর্ধশতকের দেখাও মেলেনি। একাদশে তার জয়গাই নড়বড়ে। ফর্মহীনতার কারণে প্রধান নির্বাচকের ভাষ্যমতে কিছুদিন তাকে দলের বাইরেও থাকতে হতে পারে।
উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে ওয়ানডে অধিনায়ক হিসেবে শান্ত অটো চয়েজ হওয়ায় এই ফরম্যাটে

না পারার জন্য অনেকেই অধিনায়ককে দায়ী করেছেন। বোলিং ব্যবহার/ফিল্ডিং সাজানোর ঘাটতি থাকলে তা থাকে বটে কিন্তু তার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। বরঞ্চ বোলাররা তাদের সঠিক লাইন লেংথ প্রয়োগ করতে পারেননি। একটু পিছনে ফিরে তাকালে ৮ মার্চ ২০১৪ মীরপুরে এশিয়া কাপের ৮ম ম্যাচ মুশির অধিনায়কত্বে পাকিস্তানের বিপক্ষে ওডিআই ম্যাচে ৩২৬/৩ রান করেও বাংলাদেশকে হারতে হয়েছিল শহীদ আফ্রিদির ২৫ বলে ৫৯ রানের টর্নেডো ইনিংসের কাছে। এ ছাড়া মিরাজ কার্যকর অলরাউন্ডার। ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান ব্যাটিং : ১০৩ ম্যাচ ২৫.৩৮ গড়ে ১৫৯৯ ২৫১০০+৬ ৫৫০, বোলিং: ৩৩.৫৮ গড়ে ১১০টি উইকেটও রয়েছে তার ঝুলিতে। পঞ্চ পাণ্ডবের ৪ হেজী ওয়েট ব্যাটসম্যানের যাতাকলে পিস্ট হয়ে ৭/৮ নং ব্যাট করে এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে? ১০৩ ম্যাচ খেলে ব্যাট করার সুযোগ জুটেছে মাত্র ৭৪টিতে তার মধ্যে ১১টি অপরাজিত। ওই ব্যাটিং অর্ডারে নেমে বড়জোর হাতে ১০-১২ ওভারের বল পাওয়া যায়। এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও তার রেকর্ড ঈর্ষণীয়!
২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সালে চট্টগ্রামে আফগানদের ২১৫ রানের বিপক্ষে আমাদের নামীদামী ব্যাটসম্যানরা খেই হরিয়ে ফেললে ৪৫/৬ থেকে ৮ নং নেমে (৮১*) ক্রিজের আফিফকে (৯৩*) নিয়ে ম্যাচ জয় নিশ্চিত করেই ক্ষান্ত হননি ৭ম উইকেটে দেশের পক্ষে সর্বোচ্চ ১৭৪* রানের অবিচ্ছিন্ন পার্টনারশিপের রেকর্ড গড়েন। ৭ ডিসেম্বর ২০২২ মীরপুরে ভারতের বিপক্ষে একইভাবে দল যখন ৬৯/৬ ব্যাটিং বিপর্যস্ত তখন ওই ৮ এ ত্রাণকর্তা হয়ে নেমে ক্রিজের আরেক মিডল অর্ডার হিরো মাহমুদউল্লাহর (৭৭) সঙ্গে নিজের ওয়ানডে ১ম শতক অপরাজিত ১০০

(৮৩ বল) এর সাহায্যে অভাবনীয় ১৪৮ রানের পার্টনারশিপ গড়ে দলকে সম্মানজনক পর্যায়ে ২৭১ এ উন্নীত করেন যা পরাক্রমশালী ভারতের বিপক্ষে জয়ে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ক্রিকেট বিশ্ব অবাধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রয় বাংলাদেশের এক যুবার অসাধারণ সাহসী কীর্তি দেখে! ৮ নং পজিশনে থেকে ১০০* সুবাদে রেকর্ড বৃকে নাম লেখান আয়ারল্যান্ডের সিমি সিং (১০০*) এর সঙ্গে যৌথ ভাব শীর্ষে। সবশেষ ১১ ম্যাচের মধ্যে ৬টিতে ৪ নং খেলার সুযোগ পাওয়ায় ৪৭.০ গড়ে ২৬৮ রান। এবার বুঝুন! কি মানের ব্যাটিং মানিককে আমরা লুকিয়ে রেখেছিলাম।

ইতিমধ্যে আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে পৌঁছে গেছে আমাদেরই মিরাজ।

অধিনায়কত্ব মিরাজের মজাগত। ২০১৪ ও ২০১৬ পর পর ২ বার অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ২০১৬ তে উক্ত বিশ্বকাপে ৩য় স্থান দখল এবং নিজের অল রাউন্ড নৈপুণ্য (২৪২ রান, ১২ উইকেট) দিয়ে ওই সময় পর্যন্ত বাংলাদেশ ১ম বারের মত কোনো বৈশ্বিক টুর্নামেন্টে নিজেদেরকে সম্মানজনক পর্যায়ে নিয়েছে। যা থেকে উদ্দীপনা নিয়ে ২০২০ সালে আকবর আলীর নেতৃত্বে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ শিরোপা অর্জন করে।

এত কিছু প্যাচাল পারার কারণ শান্তর অনুপস্থিতিতে ওয়ানডেতে যেন যোগ্য অধিনায়কত্ব পায় ও শান্ত-মিরাজ জুটি দলের অধিকতর সফলতা বয়ে আনে। ঘ) টেস্ট অধিনায়ক : টেস্ট ও টি-টোয়েন্টিতে অধিনায়ক হিসাবে শান্তর পারম্যাঙ্গ নিম্নমুখী হওয়ায় তাঁকে ওয়ানডেজের জন্য রিজার্ভ রেখে তার লোড কমানোর জন্য টেস্ট অধিনায়ক হিসাবে তাঁকে বিবেচনার বাইরে রাখলে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা লিটন ও মিরাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়। একাদশে নিয়মিত/প্রায় নিয়মিত অন্যদের ব্যাপারে শুরুতে আলোচনা হয়েছে। মিরাজের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে জন্মই হয়েছে টেস্ট ম্যাচ দিয়ে। ২০১৬ সালের ১৬ অক্টোবর তারিখে চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ স্টেডিয়ামে টেস্ট কুলীন দেশ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের ১ম টেস্টে অভিষেকের ১ম ইনিংসে ৬ উইকেট দখল। বোলিং ফিগার যেন স্বপ্নের মত। ৩৯.৫-৭-৮০-৬। সিরিজের পরের ম্যাচে উভয় ইনিংসে ৬+৬ উইকেট শিকারের ফলে ম্যাচে ১ম বারের মত ১০উইকেট প্রাপ্তির গৌরব নিয়ে প্রতিপক্ষকে হতবাক করে ইংল্যান্ডের মত টেস্ট পরাশক্তিকে ১ম কুপোকাত। এতে মূল ভূমিকা পালন করায় নিশ্চিত ম্যান অব দ্য ম্যাচ। সেই সঙ্গে ২ ম্যাচ সিরিজে মোট ১৯ উইকেট পাওয়ায় সিরিজ সেরার পুরস্কার। এ যেন এলেন আর জয় করলেন! এর পর টেস্ট অঙ্গনে মিরাজ নামের সেই সাদা ঘোড়ার শুধুই এগিয়ে চলা।

তার টেস্ট ক্যারিয়ার ব্যাটিং ৫১ ম্যাচ ২৩.৫১ গড়ে ১৯৫২ রান ১/১০০+৯/৫০ সর্বোচ্চ ১০৩, বোলিং ৩৩/৫৮ গড়ে ১৯০ উইকেট সেরা ৭/৫৮ ফিল্ডিং ৪০ ক্যাচ এর বিপরীতে সবশেষ ১০ ম্যাচে (সবুজ) ব্যাটিং ৩৪.৬৬ গড়ে ৬২৪ রান ৩/৫০ সর্বোচ্চ ৯৭ বোলিং ৩৬/০৯ গড়ে ৩১ উইকেট সেরা ৬/৬১ ফিল্ডিং ৬ ক্যাচ।

বিদায়ী ২০২৪ সালে ৩ সংস্করণে অল রাউন্ড পারফরম্যান্সেও মিরাজ সবার চেয়ে এগিয়ে।

৩৭.৯৬ গড়ে ১০২৫ রান, ৪০ উইকেট, ইকোনমি মাত্র ৩.৭৯। এর মধ্যে টেস্টে দাপট বেশি সবশেষ ১০ ম্যাচ।

অপরদিকে টেস্ট অধিনায়ক হিসাবে মিরাজের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী লিটনের ক্যারিয়ার ব্যাটিং ৪৮ ম্যাচ ৩৪.০ গড়ে ২৭৮৮ রান ৪৫১০০+১৭৫০ সর্বোচ্চ ১৪১ উইকেট কিপিং ১০৪/১৪ এর বিপরীতে সবশেষ ১০ ম্যাচে ব্যাটিং মাত্র ২৬.০৬ গড়ে ৪৬৯ রান ১৫০০ ১৫৫০ সর্বোচ্চ ১৩৮, উইকেট কিপিং ২৬/৬।

উইকেট কিপিংএ লিটন সব সময়ে ভালো। কিন্তু তার মূল দায়িত্ব ব্যাটিং এর বেহাল দশা। আরও নির্দিষ্ট করলে পাকিস্তানের বিপক্ষে ২ টেস্টে ২ ইনিংস ৫৬ (৭৮), ১৩৮ (২২৪) বাদ দিলে অক্টোবর- ডিসেম্বর ২৪ পরবর্তী ৫ ম্যাচে তার ব্যাটিং ২য় টেস্ট- ১(৬), ২৫ (৩৪), ১ম টেস্ট ৪০(৭৬), ২২(১৮) দক্ষিণ আফ্রিকা-১ম টেস্ট- ১(১৩), ৭(১৫)

২য় টেস্ট অসুস্থ।

ভারত ২য় টেস্ট-১৩ (৩০), ১(৮),

১ম টেস্ট- ২২(৪২), ১(১০)

১০- ১৩.৩ গড়ে ১৩৩ রান। করুণ চিত্র! শতক তো দূরের পথ, অর্ধশতকেরও বালাই নাই। এই ফর্ম নিয়ে একাদশে সুযোগ পাওয়াই যেখানে ভার সেখানে অধিনায়কত্বের প্রশ্নই ওঠে না। মিরাজ বর্তমানে ব্যাটে বলে ফর্মের তুঙ্গে অবস্থান করছেন। সবশেষ আবসিসি র‍্যাঙ্কিং এ ২নং উন্নীত হওয়ায় তাঁর ফর্মের স্বীকৃতি মিলেছে। আশা করা যায় সাকিবের ন্যায় ৩ ফরম্যাটে না হলেও টেস্ট ও ওয়ানডেতে মিরাজ অচিরেই শীর্ষ অলরাউন্ডারের খেতাব অর্জন করবেন।

আগেই বলেছি অধিনায়কত্ব মিরাজের নতুন কিছু নয়। বয়স ভিত্তিক, ক্লাব, বিপিএল ছাপিয়ে সবশেষ ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২টি টেস্ট ম্যাচে অধিনায়ক ছিলেন তাতে ২য় টেস্টে জয়ে তিনি তাঁর টেস্ট অধিনায়কত্বের এসিড টেস্টে উত্তীর্ণ। সহ-অধিনায়কতো ছিলেনই শুধু পূর্ণ অধিনায়ক হিসাবে বিসিবির ঘোষণার অপেক্ষা।

এই ফরম্যাটে সহ-অধিনায়ক হিসেবে আমার প্রস্তাব শান্ত। কেউ কেউ তাতে ঝুঁকুচাত্তে পারেন এই মনে করে যে অধিনায়ক থেকে সহ-অধিনায়ক তো অবনমন। সেটা কি তিনি মেনে নিবেন? এখানে আমার যুক্তি, তিনি অধিনায়কের চাপ সামলাতে পারছিলেন না এবং তাঁর মতকে গুরুত্ব দিয়েই বিকল্প পথে যেতে হচ্ছে। নিয়মিত অধিনায়ক মাঠে থাকলে তো ডেপুটিকে অত বোঝা বইতে হয় না। ওয়ানডে ও টেস্টের মধ্যে অধিনায়কদের ভাইস-ভারসা করা। তাতে দলের লাভ, মিরাজের অনুপস্থিতিতে দল যোগ্য অধিনায়কত্ব পাবে ওয়ানডেজের মত। শান্তর এতে আপত্তি থাকার কথা নয় এজন্য যে ২০১৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে তিনি মিরাজের ডেপুটি ছিলেন। এ ছাড়া সাবেক অধিনায়কও যে যোগ্য অধিনায়কের অধীনে সহ-অধিনায়ক হতে পারে তাঁর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ২০০৯ সালের জুলাই মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরকালে দলের নতুন অধিনায়ক মাশরাফি ইনজুরিতে পড়লে সহ-অধিনায়ক সাকিব ভারপ্রাপ্ত ও পরে ৩ ফরম্যাটের নিয়মিত অধিনায়কত্ব পান।

২০১১ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে দলের হতাশাব্যাঞ্জক পারফরম্যান্সে তিনি পদচ্যুত ও মুশফিক দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। ইনজুরি কাটিয়ে মাঠে ফেরা মাশরাফি ২০১২ সালে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে পুনঃ অধিনায়ক এবং সাকিব তাঁর ডেপুটি নিযুক্ত হন। দেশপ্রেম ও একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকলে শান্ত এটা মেনে নিতে পারেন। তাহলে ওডিআই ও টেস্টে আমরা ২ নির্ভরশীল খেলোয়াড় এবং দল পরিচলনায় যোগ্য ২ জনকে অধিনায়কত্বের জুটিতে আবদ্ধ করতে পারি। এর ফলশ্রুতিতে তাদের বর্তমান বয়স (২৬.৬-২৭) অনুযায়ী আগামী ৬-৭ বৎসর দল উপকৃত হতে পারে বলে আশাবাদী হওয়া যায়। টি-টোয়েন্টি আন্তঃ অধিনায়ক বিনোদন, শিহরণ, নাটকীয়তা ছোট-বড় দলের বিসর্জন সব মিলে বর্তমান ক্রিকেট বিশ্বে এই ফরম্যাটের জয় জয়কার। আমরা টি-টোয়েন্টি অভ্যস্ত নই বলে অপবাদ থাকলেও অতি সম্প্রতি সাবেক টি-টোয়েন্টি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তাদের মাটিতে ৩-০ তে হোইটওয়াশ করে অপবাদ কিছুটা হলেও প্রশমন করা গেছে। হঠাৎ করে আমাদের এই উত্থানের চালিকায় তাসকিনের চলমান ক্ষুরধার বোলিং, মাহদী হাসান, জাকের আলী, শামীম পাটোয়ারী, পারভেজ ইমর, তানজিম সাকিব, হাসান মাহমুদ, রিশাদের মতো ভয়ডরহীন, উজ্জীবিত, অদম্য টি-টোয়েন্টি খেলার ধারক/বাহক তরুণদের দলভুক্তি।

এই সিরিজে লিটন সাময়িক অধিনায়ক হিসাবে নেতৃত্ব দেওয়ায় তিনি সাধুবাদ পেতেই পারেন বিশেষত সঠিক বোলিং ব্যবহার ও দলকে উজ্জীবিত করার কারণে। তবে খেলোয়াড়দের এই দুর্দম্য/লড়াই পারম্যাঙ্গের নেপথ্যের কারণটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। সেটি হলো ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ঘায়েল করার টিপস প্রদানকারী ওয়েস্ট ইন্ডিজ নাগরিক আমাদের প্রধান কোচ ফিল্ড সিমঙ্গ, আমাদের কৃতী সন্তান উর্বর ক্রিকেট মস্তিষ্ক সিনিয়র সহকারী কোচ সালাউদ্দিন, ও পেস বোলিং কোচ এন্ড্রি এডামের কলা কৌশল প্রয়োগ যা আমাদের উল্লেখিত টি-টোয়েন্টিতে পারফরমার বাস্তবায়ন করেছেন।

বলে রাখা ভালো, শান্ত, মিরাজ দুজনের কেউই টি-টোয়েন্টি ধাচের খেলোয়ার নন। পরিসংখ্যান তাই বলে। ক্যারিয়ারে শান্ত ৪৯ ম্যাচ ২২.৮৫ গড়ে ১৯৬০ কিছুটা চলনসই। কিন্তু টি-টোয়েন্টিতে মূলশক্তি স্ট্রাইকরেট ১০৮/৩৫ গ্রহণযোগ্য নয়। অধিনায়ক হওয়ার পর তো আরও নিম্নগামী। মিরাজের অবস্থা প্রায় একই। ২৯ ম্যাচ স্ট্রাইকরেট ১১৬/০৬ সামান্য বাড়তি হলেও গড় অসন্তোষজনক ১৭.৭০। শান্তর ৩ অর্ধ শতক থাকলেও মিরাজ অর্ধ শতক শূন্য। শেষ ১০ ম্যাচে আরও দুরবস্থা গড় ১৩.৯, স্ট্রাইকরেট ১০৯/৬৪। মিরাজের এই পারফরম্যান্স দিয়ে টি-টোয়েন্টিতে দলে জায়গা পাওয়াই দুষ্কর। যে কারণে ১০ দিন ব্যবধানে ২ ফরম্যাটে অভিষেক হলেও ৭.৭৫ বছরে ওডিআই ১০৩ ম্যাচের বিপরীতে টি-টোয়েন্টিতে আন্তর্জাতিক ম্যাচ মোটে ২৯।

সবচেয়ে বেশি ৯৫ ম্যাচ খেলেছেন লিটন। ক্যারিয়ার গড় ২২, মোট ২০২০, ১১৫৫০,

সর্বোচ্চ ৮৩ রান, স্ট্রাইকরেট ১২৪/৭৭। উইকেট কিপিং অন্য ২ ফরম্যাটের মতো এখানেও সফল-৩৯/৯। সবশেষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে ১ম ম্যাচে একাই ৫ ডিসিমিসাল নিয়ে দলের জয়ে বিশেষ অবদান রেখেছেন। কিন্তু তাঁকে বাধ সাধছে তাঁর বর্তমান ফর্ম যা অধিনায়কের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সিরিজে দল ৩-০তে জিতলেও অধিনায়কের রান ১৪ (১৩), ৩(১০), ০(১)। সবশেষ ১০ ম্যাচে অন্য ২ ফরম্যাটের মতই বেহাল দশা। ১৭.৭৭ গড়ে ১৬০, ১ x ৫০, সর্বোচ্চ ৫৪*রান। স্ট্রাইকরেট আরও ভগ্নদশা ১০১.২৪! এই ফর্ম নিয়ে দলে উইকেট কিপিং হিসেবে কোনোমতে জায়গা হলেও অধিনায়ক দাবি করতে পারেন না।

আরেক টি-টোয়েন্টিতে অভিজ্ঞ সৌম্য ৮৭ ম্যাচ ১৭.৮২ গড়ে মোট ১৪৬২, ৫ x ৫০, সর্বোচ্চ ৬৮ রান, স্ট্রাইক রেট ১২২/১৩ মন্দ নয়। তিনি অবশ্য দলের প্রয়োজনে মিডিয়াম পেস বলও করেন। ১২ উইকেটে ইকোনমি অনেক বেশি ৯.৪।

সবশেষ ১০ ম্যাচে গড় ২০.১৬ সামান্য বাড়লেও স্ট্রাইকরেট ১২০ নিম্নগামী। কোনো অর্ধশতক নেই। তামিম-ইমনরা ওপেনারের জায়গা পাকা করলে, লিটন দলে থাকলে অধারাবাহিক সৌম্যের একাদশে জায়গা অনিশ্চিত। কাজেই অধিনায়ক বিবেচ্য নয়।

মাহেদী হাসান টি-টোয়েন্টি ভার্সানে চৌকস ক্রিকেটার। অলরাউন্ডার হলেও মূলতঃ তাঁর অফস্পিন ঘূর্ণিতে খাবি খেয়ে যায় অনেক খ্যাতিমান ব্যাটসম্যান। সদ্য শেষ হওয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের ১ম ম্যাচে তাঁর অসাধারণ বোলিং (৪/১৩) এ ম্যাচ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় ম্যান অব দ্য ম্যাচ এবং সিরিজে মোট ৮ উইকেট শিকার করে প্লেয়ার অব দ্য সিরিজ হওয়ার গৌরব অর্জনকারী। টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ার মূলতঃ বোলিং ৫৪ ম্যাচে ২৫.৬১ গড়ে ৪৬ উইকেট, ইকোনমি ৬.৫৩ সেরা ৪/১৩ সন্তোষজনক। ব্যাটিং ১৩ গড়ে ৩৬২ সর্বোচ্চ ৩০ রান। অধিনায়কত্ব করার কোনো রেকর্ড নেই। টি-টোয়েন্টি আফ্রিকা ম্যাচে তাসকিন অপরিহার্য। তাঁর বোলিং তোপ ও আত্মসী শরীরি ভাষা প্রতিপক্ষের জন্য ভ্রাস। ক্যারিয়ার- বোলিং ৭২ ম্যাচে ২৩.৪৮ গড়ে ৮০ উইকেট, সেরা ৪/১৬ ইকোনমি ৭.৫। দলের প্রয়োজনে ব্যাটিং এর হাতও মন্দ নয়। ১০.১৫ গড়ে ১৯৩, সর্বোচ্চ ৩১। বর্তমানে বোলিং আরও শানিত। সবশেষ ১০ ম্যাচে ১৬/৩৭ গড়ে ১৬ উইকেট, সেরা ৩/১৬ ইকোনমি ৭.২১। তিনি স্ট্রাইক বোলার হিসেবে অধিনায়কের বরাবরই আস্থাভাজন। সাম্প্রতিক ওয়েস্ট ইন্ডিজের সিরিজের ৩ ম্যাচেই ১ম উইকেট ঘায়েল, আবার ২য় ও ৩য় ম্যাচে শুরু ও শেষ তাঁর হাতেই। মিরাজের মত তাসকিনও ফর্মের মধ্য গগনে। এ বছর দেশের পক্ষে ৩ ফরমেটে সর্বোচ্চ ৬৩ উইকেট শিকার করেছেন।

তিনি বর্তমানে জাতীয় টি-টোয়েন্টিতে দলের সহ-অধিনায়ক। অভিজ্ঞদের মধ্যেও ১ম সারিতে। বিপিএলে গত বছর ঢাকা ডিনামাইটে, এর আগে রংপুর রেঞ্জার্স, ১ম শ্রেণি ও লিস্ট এ ক্রিকেটে ঢাকা মেট্রোর নেতৃত্ব রেকর্ড আছে।

তাঁর উপস্থাপনা আকর্ষণীয় ও সাবলীল। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আমাদের সর্বকালের সেরা অধিনায়ক মাশরাফির অনেক মিল আছে। দুজনই অদম্য সাহসী ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। বিপর্যয়ে ভেঙে পড়েন না। তাঁর নিজের ইনজুরিও তাঁর প্রমাণ। ২০১৯ এর বিশ্বকাপে ইনজুরির কারণে জায়গা না পাওয়ায় চোখের জল ফেলেছেন ঠিকই কিন্তু দমে যাননি। অনেকটা মাশরাফির ২০১১ সালের বিশ্বকাপ পূর্ব স্থিতির রিপ্লেকা। দুজনেই দেশের অন্যতম সফল পেস বোলার। মাশরাফির পর থেকে তাসকিন দলের অঘোষিত পেস বোলিং নোতা হিসাবে প্রায় ৫ বছর থেকে নেপথ্যে দেশের স্বার্থে জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। আপনাদের মনে আছে কি না, জানি না। ২০০৭ সালে অধিনায়ক করার পর বাংলাদেশের দল ও আশরাফুলের নিজের পরফরম্যান্স খুবই নিম্নগামী হয়।

এর মাত্র কদিন পরই আশরাফুল পদচ্যুত এবং ঠিকবঠিকই অধিনায়ক হিসাবে অভির্ভূত হন মাশরাফি। উক্ত টুরে মাশরাফি মারাত্মক ইনজুরির কবলে পড়লে প্রায় ৩ বছর মাঠের বাইরে ছিলেন। পরবর্তী মেয়াদে অধিনায়ক হয়ে যা করে দেখালেন তা এখন ইতিহাস। তার অধিনায়কত্বে ১ম ম্যাচে (টেস্ট) ইনজুরিতে পড়লে ডেপুটি সাকিব অবশিষ্ট অংশ পরিচালনা করায় সেটি বাদে ওডিআই ও টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে ১১৬ ম্যাচে ৬০ জয় সাফল্যের হার ৫১.৭২%। আলাদাভাবে সাকিব টি-টোয়েন্টিতে এগিয়ে থাকলেও (১৬/২৯, ৫৬%) সামগ্রিক অধিনায়কত্বে মোট ম্যাচ সংখ্যা ও সাফল্যের হার মাশরাফিই সেরা। নিকটতর সাকিব- ৪৩/৯৮, ৪৩.৮৭%। সব কিছু মিলিয়ে টি-টোয়েন্টিতে অধিনায়ক হিসেবে তাসকিনকে আমরা দেখতে চাই এবং তাঁকে নিয়েও আমি মাশরাফির সফলতার ন্যায় আশাবাদী।

এ ফরমেটে সহঅধিনায়ক হিসেবে আমরা বেছে নিতে চাই অপেক্ষাকৃত তরুণ কিন্তু ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তিনি তাওহিদ হুদয়। যিনি টি-টোয়েন্টিতে ক্রিকেটমোদীদের কাছে সুপরিচিত ও জনপ্রিয় হয়েছেন তাঁর নিষ্ঠীক খেলার ধরনে ও সফলতায়। টি-টোয়েন্টিতে ক্যারিয়ার ৩২ ম্যাচে ২৮.৫০ গড়ে ৬৮৪ রান, ৩/৫০, সর্বোচ্চ ৬৩* স্ট্রাইকরেট ১২৯/০৬। টি-টোয়েন্টিতে যে ২টি প্যারামিটার সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ রান গড় ও স্ট্রাইকরেট এখানে তিনি দেশ সেরা। সবশেষ ১০ ম্যাচে ২৫.৯০ গড়ে ২৩০ রান, ১/৫০, সর্বোচ্চ ৬৩* (বিপক্ষ ভারত), স্ট্রাইকরেট ১২৪/৩২। ক্যারিয়ার তুলনায় সামান্য কম হলেও অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি। বয়স মাত্র ২৪। তাসকিন যেহেতু মূলতঃ বোলার, হুদয় ব্যাটসম্যান তাদের কম্বিনেশন দলের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। হুদয়ের বয়স মাত্র ২৪। তাসকিনের (৩০) অবসরের আগে আগামী ৫-৬ বৎসরে হুদয় অধিনায়ক হিসাবে পূর্ণতা পাবে বলেই আমার বিশ্বাস।

সবশেষ কথা : শান্তর ওই ঘোষণার পর থেকে দলে খানিকটা অস্থিতিশীলতা বিরাজমান যা দেশে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের শেষাংশ থেকে পর্যন্ত পরিলক্ষিত। ৩ ফরম্যাটে নিয়মিত অধিনায়ক নির্বাচন নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সেই রেশ থেকে যাবে। যা দলের পারফরম্যান্সে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। বাংলাদেশের পরবর্তী আন্তর্জাতিক ম্যাচ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ থেকে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি দিয়ে। এর আগেই দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এই ইস্যুর ফয়সালা হওয়া বাঞ্ছনীয়।



৪ জানুয়ারি মতলব দক্ষিণ উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে তারুণ্যের উৎসব উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও ক্রীড়াসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রেজাউল মাকসুদ জাহেদী। চাঁদপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোহসীন উদ্দিনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ১৯৮৬ বিসিএস প্রশাসন ব্যাচের জাকির হোসেন কামাল, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আফজালুর রহমান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম, এনডিসি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব শেখ মো. জোবায়দে হোসেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফাতিমা সুলতানা প্রমুখ। এর পূর্বে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি মতলব শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে সমাপ্ত হয়।

মিজানুর রহমান



বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে কোনো একটা মাইলফলক কিংবা রেকর্ড হলে অতীত ইতিহাস নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে টানা হেঁচড়া শুরু হয়ে যায়।

তখন প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়,

ইতোপূর্বে এমন ঘটনা কি ঘটেছে? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঠিক তথ্য বা উপাত্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। স্বাভাবিকভাবেই একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব রয়ে যায়। দলিল-দস্তাবেজ বা প্রমাণপত্র হাতের কাছে পাওয়া না গেলে বেশির ভাগ সময়ই অনুমানের ভিত্তিতে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে দেখা যায়। কখনো কখনো নির্ভর করা হয় স্মৃতি বা স্মৃতিচারণের ওপর। আর কে না জানে, স্মৃতি বড় প্রতারক। তাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়া মোটেও অস্বাভাবিক নয়। আর যা-ই হোক, স্মৃতি নিয়ে যথার্থ বা প্রকৃত তথ্য নির্ধারণ করা যায় না। সে ক্ষেত্রে একই বিষয়ে পূর্ববর্তী মাইলফলক বা রেকর্ড থেকে থাকলেও যদি কেউ তা সন্ধান না করেন, তা গুরুত্বহীন কিংবা হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। আমাদের দেশে তথ্য বা উপাত্ত সংরক্ষণের চল নেই বললেই চলে। যে কারণে সত্য হারিয়ে গিয়ে মিথ্যা প্রতিষ্ঠিত হলে কিছুই করার থাকে না। কোনো বিষয় যদি



হাফিজ উদ্দিন



সালাউদ্দিন



পল

যাচাই-বাছাই না করা হয়, তাহলে সত্য আড়ালে চলে যেতেই পারে। সেটাকেই সার্বিকভাবে মেনে নেওয়া হয়। এই যেমন ঢাকাকেন্দ্রিক ফুটবলে হ্যাটট্রিক বা অন্যান্য পরিসংখ্যান তো দূরে থাক, কারা কারা ডাবল হ্যাটট্রিক করেছেন, তা অজানা হয়ে আছে। ২০২২ সালের ১৪ নভেম্বর স্বাধীনতা কাপ ফুটবলে কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ স্টেডিয়ামে বসুন্ধরা কিংস ১৪-০ গোলে হারায় ইয়ংমেন্স ফকিরেরপুলকে। ম্যাচে ডাবল হ্যাটট্রিক করেন ব্রাজিলিয়ান দরিয়েলতন গোমেজ। হ্যাটট্রিক করেন রবসন রবিনহো। একটি করে গোল বিপলু আহমেদ, তারিক কাজী, মিণ্ডয়েল ফেরেইরা, ইয়াসিন আরাফাত ও মাসুক মিয়া। এখন কি জানা সম্ভব ঢাকাকেন্দ্রিক ফুটবলে একটি ম্যাচে সর্বাধিক গোলের ব্যবধানে জয়-পরাজয়ের পরিসংখ্যান কিংবা ডাবল হ্যাটট্রিকের প্রকৃত খতিয়ান? কেউ কি নিশ্চিত করে বলতে পারবেন ১৪-০ গোলে সবচেয়ে বড় জয় কি না? এ ক্ষেত্রে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আপাতত বোধকরি কিছু করার নেই। অন্য সব কিছু দূরে থাক, প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগ কিংবা বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে কতটি ডাবল হ্যাটট্রিক হয়েছে, তা কি সুনিশ্চিত বা সুনির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব?

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) ঘানার স্যামুয়েল বোয়াটেং ডাবল হ্যাটট্রিক করার পর বিষয়টি আলোচনায় উঠে আসে। এবারই প্রথম এই ফুটবলার বাংলাদেশে খেলতে এসেছেন। ৪ জানুয়ারি মুঙ্গিগঞ্জের শহীদ বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লে.

ঢাকা ফুটবল লিগে ডাবল হ্যাটট্রিকের হিমাব কি মিলেছে?

দুলাল মাহমুদ

মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটি ৬-১ গোলে হারায় ঢাকা ওয়াডার্স স্পোর্টিং ক্লাবকে। ২৭ বছর বয়সী বোয়েটেং ৪৭ মিনিটের মধ্যে একাই ছয়টি গোল করেন। গোলগুলো এসেছে ২৩, ৩৭, ৪৩, ৬৩, ৬৬, ৭০ মিনিটে। তাঁর হ্যাটট্রিকের পর ৫০ মিনিটে একটি গোল পরিশোধ করেন ওয়াডার্সের সায়েফ সামসুদ। বোয়েটেং ডাবল হ্যাটট্রিক করার পর ঢাকার ফুটবলে ইতিহাসের ঠিকুজি নিয়ে খোঁজখবর শুরু হয়। এমনকি প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগে প্রথম আর দ্বিতীয় ডাবল হ্যাটট্রিক নিয়েও টানা পোড়েন শুরু হয়। এ নিয়ে বিভিন্ন রকম তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। মজার ব্যাপার, সংশ্লিষ্ট ম্যাচে অংশগ্রহণকারী ফুটবলাররাও এ নিয়ে দ্বিধা ভোগেন।

সংবাদপত্র খেঁটে দেখা যায়, ঢাকার ফুটবলে প্রথম ডাবল হ্যাটট্রিক করার গৌরব ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অভিজ্ঞ ফরোয়ার্ড হাফিজ উদ্দিন আহমদের। তিনি তখন ছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন। হাফিজ যে রেকর্ড গড়েছেন, তা অমলিন হয়ে থাকবে। ১৯৭৩ সালের ১৬ জুলাই ঢাকা স্টেডিয়ামে ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগের খেলায় ফায়ার সার্ভিসকে ৬-১ গোলে হারায় ঢাকা মোহামেডান। হাফিজ প্রথমার্ধের ৩৩ মিনিটে খেলার প্রথম গোল করেন। ৩৪ মিনিটে খেলায় সমতা আনেন ফায়ার সার্ভিসের আমান। দ্বিতীয়ার্ধের চার থেকে ৩৮ মিনিটের মধ্যে

পাঁচটি গোল করেন মোহামেডানের স্ট্রাইকার।

এ ম্যাচ নিয়ে ১৯৭৩ সালে ১৭ জুলাই দৈনিক জনপদ পত্রিকার রিপোর্ট :

‘প্রথমার্ধে যে দল বিজয়ী মোহামেডানকে শুধু ১-১ গোলে ঠেকিয়েই রাখেনি উপরন্তু আক্রমণাত্মক খেলার দ্বারা মোহামেডানের রক্ষণভাগকে বেশ কয়েকবার ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। তারাই যে দ্বিতীয়ার্ধে এমন করে ভেঙে পড়বে এটা কেউই কল্পনা করেননি। আর করেননি বলেই বোধ হয় সবার জন্য একটা বড় চমক গতকাল স্টেডিয়ামে অপেক্ষা করছিল।

চমকটা অন্য কিছু নয়। এবারের মেট্রোপলিস ফুটবল লিগে মোহামেডানের শুধু সর্বাধিক ৬-১ গোলে জয়লাভই সম্ভব হয়নি, সেই সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরবিক্রম উপাধিধারী ক্যাপ্টেন

হাফিজুদ্দিন একাই ছয়টি গোল করে ডাবল হ্যাটট্রিকের সম্মান অর্জন করলেন। তবে তাঁর হ্যাটট্রিকের পেছনে তিনটি গোলের অবদান যে নিশ্চিতভাবে নামুর এ বিষয়ে স্টেডিয়ামের দর্শকেরা একমত। যতকিছুই হোক না কেন, একটা হ্যাটট্রিক করতেই যেখানে সকলে প্রাণান্ত হয়, যেখানে ডাবল হ্যাটট্রিক করা কম কৃতিত্বের কথা নয়।

এবং প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগে বাংলাদেশ হওয়ার পর তিনিই প্রথম ডাবল হ্যাটট্রিক করার কৃতিত্বের দাবিদার। অবশ্য তারও আগে তৃতীয় বিভাগের ব্রাদার্স ইউনিয়নের মোহসিন এ বছরেই ডাবল হ্যাটট্রিকসহ একাই ১০টি গোল করেছেন।

মোহামেডান-হাজী কাশেম, জহির, বাদল, পিন্টু ও রকিব, কায়কোবাদ ও নানু, প্রতাপ (হীরা), তপন, ক্যা. হাফিজুদ্দিন ও সুরুজ। ফায়ার-সম্ভাব, নূরুল ইসলাম, রাজাক ও দুলাল, ওহাব, ইউসুফ ও চন্দন, শামিম, নজরুল মমতাজ (হাসান) ও আমান। রেফারী-মহিউদ্দিন চৌধুরী।’

হাফিজ উদ্দিনের ৪৭ দিন পর ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগে দ্বিতীয় ডাবল হ্যাটট্রিক করেন আবাহনী ক্রীড়া চক্রের কাজী মোহাম্মদ সালাউদ্দিন। ১৯৭৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর আবাহনী ১০-০ গোলে হারিয়েছে দিলকুশা স্পোর্টিং ক্লাবকে। সালাউদ্দিন সাতটি, গফুর, অমলেশ ও গোলাম সারোয়ার টিপু একটি করে গোল করেন। প্রথমার্ধের ৩০ মিনিটে প্রথম গোল করার পর ৯ মিনিটে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন সালাউদ্দিন। দ্বিতীয়ার্ধের ২৯ মিনিটের মধ্যে তিনি ডাবল হ্যাটট্রিক করেন। এরপর একটি করে গোল গফুর, সালাউদ্দিন, অমলেশ ও টিপু। সে বছর লিগে ২৪ গোল দিয়ে সর্বাধিক গোলদাতা হন সালাউদ্দিন।

এ ম্যাচ নিয়ে ১৯৭৩ সালে ২ সেপ্টেম্বর দৈনিক বাংলার বাণী পত্রিকার রিপোর্ট :

‘গতকাল মেট্রোপলিস ফুটবল লিগের খেলায়



১৯৭৩ সালের প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগে ফায়ার সার্ভিসের বিপক্ষে গোল করার মুহুর্তে মোহামেডানে

শক্তিশালী আবাহনী ক্লাব কোন একটি খেলায় এ মৌসুমের সর্বাধিক গোল তো করেছেই উপরন্তু দক্ষ ইনসাইড ফরোয়ার্ড সালাহউদ্দিন ডাবল হ্যাটট্রিকসহ একাই সাত গোল করে চমক সৃষ্টি করেছেন। তারা দুর্বল দিলকুশাকে ১০-০ গোলে হারিয়ে বিস্ময় উৎপাদন করেছেন। কালকের

একতরফা খেলায় আবাহনীর প্রতিটি খেলোয়াড় গোল করার জন্যে হন্যে হয়ে ছুটেছে আর তারা ফলাফলে আকাশচুম্বী ব্যবধান সৃষ্টি করতেও সমর্থ হয়েছে।

যদিও আবাহনী প্রথম থেকেই দিলকুশাকে কোণঠাসা করে রেখেছে কিন্তু খেলার ২৯ মিনিট পর্যন্ত তারা গোল করতে পারেনি। তবে এরপর মাত্র ৯ মিনিটের মধ্যে সালাহউদ্দিন পরপর তিনটি গোল করে নিজস্ব হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন। বিরতি পর্যন্ত বিজয়ীদল ৩-০ গোলে এগিয়ে ছিল।

দ্বিতীয়ার্ধের ১১ মি. গফুরের লব থেকে সালাহউদ্দিন গোল করেন। এর ৩ মি. পরে অমলেশের পাস থেকে সালাহউদ্দিন আবার গোল করে একাই ৫টি গোল দেন। ৬ষ্ঠ গোলাটি করে নিজস্ব ডাবল হ্যাটট্রিক পূর্ণ করতে তাকে আরও ১৫ মি. অপেক্ষা করতে হয়। দ্বিতীয় পর্বের ২৯ মি. গফুরের কাছ থেকে বল পেয়ে বিপক্ষ দলের বেশ কয়েক জন খেলোয়াড়কে কাটিয়ে গোল করে নিজস্ব ডাবল হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন (৬-০)। ৩ মি. পরেই টিপুর্ কাছ থেকে বল পেয়ে আবার গোল করেন ৭-০ (প্রকৃতপক্ষে গোলাটি করেন গফুর : সম্পাদক, ক্রীড়াঙ্গত)। দলের পক্ষে অষ্টম ও নিজস্ব সপ্তম গোলাটি করেন সালাহউদ্দিন প্যানালটি থেকে। এর দুই মিনিট পরে অপূর্ব নৈপুণ্যের সঙ্গে অমলেশ নবম গোলাটি করেন। খেলার শেষ গোলাটি হয় টিপুর্ বুট থেকে। তার করা কর্নার সটটি সরাসরি জালে প্রবেশ করলে আবাহনী ১০-০ গোলে জিতে যায়।

ফলাফলে এত বড় ব্যবধান সৃষ্টি করতে আবাহনীর আক্রমণভাগের প্রতিটি খেলোয়াড় সুপরিকল্পিতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছে এটা বলাই বাহুল্য। তবে সালাউদ্দিনের একক নৈপুণ্যই চোখে পড়েছে সব থেকে বেশি। তিনি দিলকুশার রক্ষণ ব্যাহকে ভেঙে তছনছ করে ফেলে যেভাবে গোলের পর গোল করছিলেন তাতে বিপক্ষ দলের রক্ষণভাগ ছিল বলেই মনে হয়নি।

আবাহনী-তপন, অমল, সাদেক, আশরাফ, মঞ্জু, আলী ইমাম, পাটু (প্রকৃতপক্ষে বাটু : সম্পাদক, ক্রীড়াঙ্গত), অমলেশ, সালাহউদ্দিন, গফুর, টিপু। দিলকুশা-নরেশ, কাশেম, হোসেন, মিন্টু,

মাহমুদ, লক্ষর, মিন্টু সরকার, রণজিত, ভুলু, সুরুজ, আফসার। রেফারী-মীর কবির।

এরপর ঢাকা ফুটবল লিগে ডাবল হ্যাটট্রিকের তথ্য মেলে ২০০৭ সালের ১৩ এপ্রিল। এটি বি-লিগ (এখন বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ) অর্থাৎ



১৯৭৩ সালের প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগে দিলকুশার বিপক্ষে আবাহনীর সালাউদ্দিনের গোল করার চেষ্টা

পেশাদার লিগে প্রথম ডাবল হ্যাটট্রিক। ঢাকার বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এ ম্যাচে ঢাকা মোহামেডান ৭-১ গোলে হারায় রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেডস সোসাইটিকে। ডাবল হ্যাটট্রিক করেন মোহামেডানের নাইজেরিয়ান স্ট্রাইকার পল ম্যাকজেমস নোয়াচুকু তিনি খেলার ১, ৪০, ৫৫, ৭২, ৭৫ ও ৮০ মিনিটে গোলগুলো করেন। খেলার ৩৪ মিনিটে সমতা এনেছিলেন রহমতগঞ্জের অপু। সাদা-কালোদের পক্ষে সপ্তম গোলাটি করেন কামাল। মোহামেডানের সহ-অধিনায়ক পল লিগে ১৪ গোল করে সে বার দ্বিতীয় সর্বাধিক গোলদাতা হন। তিনি ২০০৫ সালে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ক্রীড়া চক্র, ২০০৬ সালে ব্রাদার্স ইউনিয়ন হয়ে ২০০৭ সালে মোহামেডানে যোগ দেন। ২০১১ সালে ঢাকায় সর্বশেষ খেলেন রহমতগঞ্জে।

এ ম্যাচ নিয়ে ২০০৭ সালের ১৪ এপ্রিল দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার রিপোর্ট :

‘আগের পাঁচ ম্যাচে মাত্র দুই গোল করতে পেরেছিল ঢাকা মোহামেডান। একটি ডিফেন্ডার জাহিদের, অন্যটি সদ্যবিদায়ী অধিনায়ক নকীবের। পাঁচ ম্যাচে এক জয়, দুই ড্র থেকে মোহামেডানের সংগ্রহ ছিল পাঁচ পয়েন্ট। ১১ দলের মধ্যে পয়েন্ট তালিকার ৯ নম্বরে মোহামেডানের নামটা দেখে সাদাকালো সমর্থকরা হতাশাই ছিলেন এত দিন। অবশেষে সম্মানের মতোই মাঠে একটা দিন কাটাতে পারল মোহামেডান। একাই ৬ গোল করে গোলের হাফকার দূর করে দিলেন নাইজেরিয়ান স্ট্রাইকার পল।

নকীবের ডেপুটি হয়ে মোহামেডানের জার্সি গায়ে বি-লিগ শুরু করেছিলেন। চার ম্যাচ খেলে নকীব অবসরে চলে গেলে তিনিই হয়ে যান দলের অধিনায়ক। দলে আর সিনিয়র খেলোয়াড় নেই যাঁকে অধিনায়ক করা যায়। এটা তাঁর অধিনায়ক হওয়ার পথ সুগম করেছে ঠিকই, তবে নাইজেরিয়ান স্ট্রাইকার পলই যে এবার মোহামেডানের সেরা অস্ত্র, তাতে কোনো সংশয় নেই। প্রথম পাঁচ ম্যাচে গোল পাননি, সেই হতাশাটা পল কাল এমনভাবে মুছে দিলেন যে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে গোলবন্যায় ভাসল পাঁচ ম্যাচে এক পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার তলানিতে থাকা রহমতগঞ্জ।

নিজেকে ফিরে পাওয়ার প্রতিজ্ঞায় এদিন প্রথম মিনিটেই গোল করে পল ইঙ্গিত দেন, আজ একাই রাজত্ব করবেন তিনি। ৪০, ৫৫, ৭২, ৭৫ ও ৮০ মিনিটে করেন আরও পাঁচ গোল। বল নিয়ে দুর্বল প্রতিপক্ষের গোলমুখে গেছেন আর গোল করে বেরিয়ে এসেছেন। আগের ম্যাচগুলোয় গোলে খুব বেশি শট নেননি, কিন্তু কাল পলের সব কিছুই ছিল নিখুঁত। যখন যেভাবে গোলে শট নিয়েছেন, গোল হয়েছে। তাঁর ডাবল হ্যাটট্রিকে মোহামেডান



২০০৭ সালে বি লিগে রহমতগঞ্জের বিপক্ষে গোল করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন মোহামেডানের পল

জিতেছে ৭-১ গোলে। বি-লিগে এটাই এ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় জয়।

৩৪ মিনিটে রহমতগঞ্জের অপু অবশ্য ১-১ করেছিলেন। আর সেই ম্যাচেই কিনা তারা মোহামেডানের সামনে পাড়ার দলে পরিণত হলো শেষ পর্যন্ত। মোহামেডান বিরতিতে গিয়েছিল পেনাল্টিতে পলের করা দ্বিতীয় গোলে। এরপর পল গোল উৎসবে ক্ষান্ত দিলে মোহামেডানের শেষ গোলাটি করেন ডিফেন্ডার কামাল। আরেকটি গোল হতে পারত, কিন্তু ম্যাচে পাওয়া মোহামেডানের দ্বিতীয় পেনাল্টিতে গোল করতে ব্যর্থ হন স্ট্রাইকার ফরহাদ।

ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল এবং বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে ডাবল হ্যাটট্রিকের হিসেব যে পুরোপুরিভাবে মিলাতো গেছে, সেটা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। তবে এ যাবৎ পাওয়া চারটি ডাবল হ্যাটট্রিক নিয়ে যে সংশয় ছিল, আশা করা যায় তা নিরসন হবে।

ঢাকার ফুটবলের গোড়ার কথা

মো. নূর হোসেন মাসুম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)



১৯৬৭

ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ ১৯৬৭

দৈনিক আজাদ ২০ মে ১৯৬৭

ঢাকা মোহামেডান-২ ফায়ার সার্ভিস-২

(আবদুল্লাহ, মুসা) (সরফুদ্দিন, মনির)

মোহামেডানের প্রথম পয়েন্ট নষ্ট : ফায়ার সার্ভিস দলের প্রশংসনীয় ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন।

লীগ চ্যাম্পিয়ন ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব গতকাল শুক্রবার স্থানীয় খেলোয়াড় লইয়া গঠিত ফায়ার সার্ভিসের সহিত ২-২ গোলে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করিয়া একটি মূল্যবান পয়েন্ট বিসর্জন দিতে বাধ্য হইয়াছে। দৃঢ় মনোবল ও আশাতীত ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া ফায়ার সার্ভিস দল চলতি বৎসর প্রথম বিভাগ লীগের প্রথম বিজয় সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়। গতকালকের খেলাটিতে প্রথমার্ধে অপেক্ষাকৃত দর্বলতার পরিচয় দিলেও তরুন খেলোয়াড়দের সমন্বয়ে গঠিত ফায়ার সার্ভিস দল দ্বিতীয়ার্ধে দলীয় ঐক্য ও সমঝোতা রক্ষা করিয়া প্রতিপক্ষ দর্ধর্ষ ঢাকা মোহামেডান দলের ব্যুহ ভেদ করিতে সমর্থ হয় এবং ফায়ারের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়গণ গোল লক্ষ্য ভেদে অধিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করিলে খেলার ফলাফল অন্য রকম হইতে পারিত। ফায়ার সার্ভিস দলের গোল রক্ষক সিতাংশু খেলার আগা গোড়ার একের পর এক যেভাবে ক্ষিপ্ততা ও দক্ষতার সহিত মোহামেডান দলের আক্রমণকে ব্যর্থ করিয়া দেন উহাতে তাহাকে গতকালকের খেলার নায়ক অভিহিত করা চলে। বস্তুতঃ পক্ষে, তিনি একাই বিপক্ষ দলের ফরোয়ার্ডদের ঠেকাইয়া রাখেন। অপর দিকে প্রথমার্ধে প্রভাব বিস্তার করিলেও দ্বিতীয়ার্ধে মোহামেডান দলের খেলোয়াড়গণ ক্রীড়া নৈপুণ্যের অভাবে গোলদানের অসংখ্য সুযোগ হারান। খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের সমন্বয়ে গঠিত হইলেও খেলোয়াড়দের মধ্যে দলীয় সংহতি ও সমঝোতার অভাবে মোহামেডান দলের আক্রমণধারা কার্যকর হইতে পারে নাই।

খেলার বিবরণ

প্রথমার্ধের ১২ মিনিটের সময় মোহামেডান দল ডান দিক হইতে ফায়ারের গোলের দিকে আক্রমণ চালায়। ১৩ মিনিটের সময় রাইট আউট প্রতাপ ফায়ার সার্ভিসের গোল লক্ষ্য করিয়া শট করিলে বলটি বার পোস্টে লাগিয়া ফিরিয়া আসিলে রাইট ইন আবদুল্লাহ গোল মুখ হইতে বলটি গোলে প্রবেশ করাইয়া দেন ((১-০)। ইহার পর ফায়ার দল মোহামেডানের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া চলে। এবং ৩০ মিনিটের সময় ফায়ার সার্ভিসের সেন্টার ফরোয়ার্ড শাহাবউদ্দিনের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া রাইট ইন সরফুদ্দিন প্রায় ত্রিশ গজ দূর হইতে শট করিয়া একটি চমকপ্রদ গোল করেন (১-১)। তেত্রিশ মিনিটের সময় ফায়ার দল পুনরায় ডান দিক হইতে একটি সম্ভাবনাময় আক্রমণ চালায়, কিন্তু শেষে ব্যর্থ হয়।

বিরতির পর ফায়ার সার্ভিস দলের খেলোয়াড়গণ নতুন প্রেরণা লইয়া তীব্র আক্রমণ চালাইলে মোহামেডান দলের রক্ষণভাগের ব্যুহ ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। দুই মিনিটের সময় ফায়ারে শাহাবুদ্দিনের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া সরফুদ্দিন শট করিলে বলটি গোলপোস্টের সামান্য ওপর দিয়া মাঠের বাহিরে চলিয়া যায়। অপর দিকে মোহামেডান দলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়গণ আশ্রয় চেষ্টা করিতে থাকেন। তেইশ মিনিটের সময় ফায়ার সার্ভিস দলের লেফট আউট আমানের কাছ হইতে একটি বল পাইয়া শাহাবুদ্দিন তাহা রাইট আউট মনিরের দিকে আগাইয়া দেন। মনির কালক্ষেপণ না করিয়া গোল বরাবর অব্যর্থ শট করেন ((২-১)। ফলে তাহাদের দল দুই গোলে অগ্রগামী হয়। ইহার পর মোহামেডান দল মরিয়া হইয়া আক্রমণ চালায় এবং সেন্টার হাফ তোরাব আলী দলের আক্রমণভাগে যোগদান করেন। ছাব্বিশ মিনিটের সময় তীব্র আক্রমণ চালাইয়া মোহামেডান দলের রাইট ইন আবদুল্লাহ গোলমুখ হইতে ফায়ার দলের ব্যুহ ভেদ করিয়া একটি শট করেন। সিতাংশু ঝাপ দিয়া বলটি ধরিতে গিয়া মাটিতে পরিয়া যান। বলটি গোলপোস্টে লাগিয়া ফিরিয়া

আসিলে মুসা উহার সদ্যবহার করেন (২-২)।

ফায়ার সার্ভিস : সিতাংশু, মজিবর, আইনুল, জলিল, আবুল হোসেন, সামাদ, মনির, সরফুদ্দিন, শাহাবুদ্দিন, আশরাফ, আমান।

ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব : নবী, জহীর, তোরাব আলী, পিটু, কাদের, গফুর, প্রতাপ, আবদুল্লাহ, আশরাফ, হাফিজ, মুসা।

রেফারি : ঈসা খান।

গোলশূন্য ড্র

ওয়ারী ক্লাব-০ সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-০

গতকাল আউটার স্টেডিয়ামে ওয়ারী ও সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী দল দ্বয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত লীগের অপর খেলাটি গোলশূন্য ড্র থাকিয়া যায়।

দৈনিক আজাদ ২১ মে ১৯৬৭

ঢাকা পুলিশ এসি-২ ইপিজি প্রেস-০

ইপিজি প্রেসের বিরুদ্ধে পুলিশ দলের পূর্ণ পয়েন্ট অর্জন

গতকাল শনিবার আউটার স্টেডিয়ামের এক নম্বর মাঠে অনুষ্ঠিত চলতি ফুটবল লীগের প্রথম বিভাগের খেলায় পুলিশ দল ২-০ গোলে ইপিজি প্রেস দলকে পরাজিত করিয়া পূর্ণ পয়েন্ট অর্জন করেন। খেলার শুরু হইতেই পুলিশ দল আক্রমণ করিয়া খেলিতে শুরু করেন এবং গোল করার চেষ্টায় থাকেন। তবে তাহাদের এই চেষ্টায় বহু সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট হয়। দশ মিনিটের সময় পুলিশ দলের খেলোয়াড়গণ তীব্র আক্রমণ চালায়। এই সময় পুলিশের সেন্টার ফরোয়ার্ডের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া লেফট আউট গফুর সোজা গোলমুখ বরাবর শট করিয়া দিনের প্রথম গোল করেন (১-০)। ইহার পর বিরতি পর্যন্ত পুলিশ দল আরও গোল করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। অপর দিকে প্রেস দলও বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কোন কিছু করিতে ব্যর্থ হয়। বিরতির পর দ্বিতীয়ার্ধের উনিশ মিনিট পর্যন্ত উভয় দল পরস্পরের ওপর আক্রমণ চালায়। কিন্তু কোনো দলই গোল দান করিতে পারে নাই। একুশ মিনিটের সময় প্রেস দলের গোলের মুখে জটলার সৃষ্টি হইলে পুলিশের লেফট ইন একটি বল পাইয়া গোলে প্রবেশ করাইয়া দেন (২-০)। ইহার পর প্রেস দল যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও কোনো কিছু করিতে পারে নাই।

ঢাকা পুলিশ এসি : খালেকুর, আখতার, কায়েস, আহমদ আলী, নরুল ইসলাম, ফজল মল্লিক, রব, হাফিজ, সান্তার, গফুর।

ইপিজি প্রেস : কামাল, আজর আলী, উষাণ, এরশাদ, এ আর খান, জিলু, সামাদ, এম ইসলাম, খালেক, এ খান, ওসমান।

রেফারি : মোহাম্মদ আলী।

আজাদ- পি ডব্লিউ ডি পয়েন্ট বটন।

আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-০ পাকিস্তান পিডব্লিউডি-০

অপর দিকে গতকাল স্টেডিয়ামে আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব ও পাকিস্তান পিডব্লিউডি দলের মোকাবেলায় লীগের প্রথম বিভাগের অপর খেলাটি গোলশূন্য অবস্থায় অমীমাংসিত থাকায় উভয় দল পয়েন্ট বটন করিয়া লন। কোনো দলই বৃদ্ধিদিগু আক্রমণধারা রচনা করিতে পারে নাই। ফলে খেলাটি এলোমেলো থাকিয়া যায়। তবে আজাদ দল অপেক্ষাকৃত প্রভাব বিস্তার করে। অপর দিকে আজাদের গোলরক্ষককে বেআইনিভাবে চার্জ করিতে গিয়া এককালের খ্যাতনামা খেলোয়াড় আবিদ হোসেনের মাথায় ব্যথা পাইয়া মাঠ ত্যাগ করা ছাড়া তাহার দলের (পিডব্লিউ ডি) আর কোনো ক্রীড়াক্রমই উল্লেখযোগ্য ছিল না, অবশ্য সাত মিনিট পরে তিনি ফিরিয়া আসেন।

আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব : আমান, আহমেদ, মোবাহেশ্বর, নুরুদ্দীন, গিয়াস, লক্ষণ, নিলু, নাসিম, দেবু, নজরুল, বটু।

পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব : রেজা, কালু, হামিদ, বাতেন, বিমল, ওয়াহেদ, রোকন, আবিদ হোসেন, সুজা, ধীরেন, হাসিমুদ্দিন।

রেফারি : ননী বসাক।

দৈনিক আজাদ ২২ মে ১৯৬৭

রহমতগঞ্জ এমএফ এস-৩ রেলওয়ে পাইওনিয়ার-০

(বেলাল, শাহজাহান, গফুর)

রেলওয়ে দল ৩-০ গোলে পরাজিত

রহমতগঞ্জ দলের ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন

গতকাল রোববার আউটার স্টেডিয়ামের ১ নম্বর মাঠে অনুষ্ঠিত চলতি ফুটবল লীগের প্রথম বিভাগের প্রাণপূর্ণ খেলায় রহমতগঞ্জ দল ৩-০ গোলে রেলওয়ে পাইওনিয়ার দলকে পরাজিত করিয়া পূর্ণ পয়েন্ট অর্জন করেন। বিপক্ষ দলের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে দলীয় ঐক্য বজায়, পারস্পরিক সমঝোতা রক্ষা ও সুসংবদ্ধ আক্রমণ দ্বারা রচনা করিতে সমর্থ হওয়ায় রহমতগঞ্জ দলের খেলোয়াড়গণের পক্ষে জয়ের পথ নিশ্চিত করা সহজ হয়। প্রথমার্ধে খেলা শুরু হওয়ার পরপরই রহমতগঞ্জ দল তাহাদের প্রতিপক্ষের ওপর হামলা চালান। এবং দ্বিতীয় মিনিটের সময় রাইট হাফ লালুর নিকট হইতে একটি বল পাইয়া সেন্টার ফরোয়ার্ড বেলাল গোল বরাবর শট করেন (১-০)। ইহার পর অষ্টম মিনিটে রাইট আউট নাজিরের কাছ হইতে একটি বল পাইয়া রাইট ইন শাহজাহান শট করিলে বলটি গোলপোস্টের পার্শ্ব দিয়া মাঠের বাহিরে চলিয়া যায়। ১২ মিনিটে বেলাল আবার একটি কিক করিলে বলটি রেল দলের গোলপোস্টের সামান্য ওপর দিয়া চলিয়া যায়। খেলার দ্বিতীয়ার্ধের রহমতগঞ্জ নতুন প্রেরণা লইয়া রেল দলের ওপর হামলা চালান। পাঁচ মিনিটের সময় লেফট ইন গফুরের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া রাইট ইন শাহজাহান তাহার দলের পক্ষে দ্বিতীয় গোল করেন (২-০) অতঃপর উভয় দল পরস্পরের ওপর প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করেন। ২৫ মিনিটের সময় রেল দল একটি পেনালটি শটের সুযোগ পায়। কিন্তু লেফট ইন গিয়াস শট করিলে রহমতগঞ্জ দলের গোলরক্ষক অনাথ পাঞ্চ করিয়া বলটি নিরাপদ দূরত্বে পাঠাইয়া দেন। ৩০ মিনিটের সময় রহমতগঞ্জের বেলালের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া লেফট ইন গফুর রেলের গোল বরাবর শট করেন (৩-০)।

রহমতগঞ্জ এম এফ এস : অনাথ, ফারুক, গাউস, হাসনাত, লালু, কায়কোবাদ, নাজির, শাহজাহান, বেলাল, গফুর, নয়।

রেলওয়ে পাইওনিয়ার : মহিউদ্দিন, হাফিজ, ফজল, সাহেব খান, অমল, কানাই, নূরুল্লাহ, আলিম, জেমস, গিয়াস, মান্নান।

রেফারি : ননী বসাক।

স্টেডিয়ামে প্রাণহীন খেলায় ভিক্টোরিয়ার বিজয়।

ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-২ সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-০

অন্যদিকে গতকাল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত লীগের অপর খেলায় ভিক্টোরিয়া দল ২-০ গোলে সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী দলকে পরাজিত করেন।

রেফারি : নূর হোসেন।

দৈনিক আজাদ ২৩ মে ১৯৬৭

ঢাকা ওয়াডার্স ক্লাব-১ ইপিডিসি-১

(সাদেক) (হাশেম)

মৌসুমের আকর্ষণীয় খেলায় ওয়াডার্স ও ইপিআইডিসির মধ্যে পয়েন্ট বন্টন ঢাকা স্টেডিয়ামে স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার অন্যতম দুই শক্তিশালী দল ওয়াডার্স ও ইপিআই ডিসি দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত খেলাটি গতকাল সোমবার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ১-১ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়ার উভয় দল পয়েন্ট বন্টন করিয়া লইয়াছে। অংশ গ্রহণকারী দল দুইটির ওয় খেলায় ইহা প্রথম পয়েন্ট নষ্ট। গতকালের আকর্ষণীয় খেলাটি উপভোগ করিতে মাঠে মৌসুমের সর্বাধিক লোকসমাগম হয়। খেলার প্রতিটি মুহূর্তে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা বজায় থাকায় খেলার মূল্যবান পয়েন্ট দুইটি কোন দল অর্জন করিতে সক্ষম হইবে তাহা স্থির করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া হাড়াই। ওয়াডার্স দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড সাদেক সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হন। পুরোভাবে আনসার ও তসলিম প্রশংসনীয় ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। রক্ষণভাগে আফাজ, আসলাম, নবী বক্স দৃঢ়তার পরিচয় দেন। গোলরক্ষক ফেরদৌস প্রথমার্ধে বিচলিত হইলেও পরে নির্ভরতার পরিচয় দেন। পক্ষান্তরে অপেক্ষাকৃত সমঝোতাপূর্ণ ইপি আইডিসি দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে রাইট ইন হাশেমের শোচনীয় ব্যর্থতার দরুন ইপিআই, ডিসি দলকে খেসারতস্বরূপ একটি পয়েন্ট নষ্ট করিতে হয়। সেন্টার ফরোয়ার্ড বদরুল কোনো উল্লেখযোগ্য আক্রমণধারা

রচনা করিতে পারেন নাই। জব্বার, গাজী যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া খেলেন। রক্ষণভাগে গোলরক্ষক হাকিম নির্ভরশীল ছিলেন। আমিন ও মুসার দৃঢ়তার দরুন বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের গোল করিবার সুযোগ সৃষ্টি করার হইতে বিরত থাকিতে হয়। স্টপার হিসাবে গফুরের খেলা আরও আরও উন্নত হওয়া উচিত।

ইপিআইডিসি খেলোয়াড় ও রেফারি নাজেহাল

খেলা শেষে এক শ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খল দর্শক খেলার মাঠে ইপিআইডিসির খেলোয়াড়দের প্রতি ও রেফারির প্রতি ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করায় দীর্ঘকাল খেলোয়াড়দের স্টেডিয়ামস্থ প্লেয়ার্স লাউঞ্জে আটক থাকিতে হয়। পরে মঠের উত্তর দিকের দরজা দিয়া খেলোয়াড়দের বাহিরে যাইতে হয়। খেলার শেষ দিকে ইপিআইডিসি খেলোয়াড়দের মধ্যে একেকেই শক্তি প্রয়োগ করায় খেলার সৌন্দর্য ব্যাহত হয়।

খেলার বিবরণ

চরম উত্তেজনার মধ্যে হাওয়ার অনুকূলে থাকিয়া গত বৎসরের লীগ রানার্সআপ ওয়াডার্স দল প্রথম আক্রমণধারা রচনা করে। খেলার তিন মিনিটের সময় ঢাকা ওয়াডার্স ক্লাব একটি পরোক্ষ শটের সুযোগ লাভ করে। খেলার ১৯ মিনিটের সময় ইপিআইডিসি দলের পুরোভাগের খেলোয়াড়রা গোল করিবার একটি ব্যর্থ চেষ্টা করেন। বিরতির অব্যবহিত পূর্বে ই পি আই ডি সি দলের রাইট ইন হাশেম সরাসরি একটি বল ওয়াডার্স দলের গোলরক্ষকের হাতে উঠাইয়া দেন। প্রথমার্ধ গোলশূন্যভাবে শেষ হয়।

বিরতির পর

বিরতির পর পূর্ণোদ্যমে, উভয় খেলা শুরু করে। দ্বিতীয়ার্ধে দুই মিনিটের সময় ওয়াডার্স দলের রাইট আউট ধরের একটি দীর্ঘ লব লেফট আউট তসলিম আয়ত্তে আনিয়া গোলমুখে ফেলিয়া দিলে ইপিআইডিসি দলের লেফট ব্যাক সাইফুদ্দিন বলটিকে বিপদমুক্ত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। সাইফুদ্দিনের পা হইতে বলটি সামান্য আগাইয়া আসিলে গোলমুখে একটি জটলার সৃষ্টি হয়। ওই সময় ঢাকা ওয়াডার্স ক্লাবের সাদেক তড়িৎ বেগে অগ্রসর হইয়া বলটিকে গোলে প্রবেশ করান (১-০)।

গোল পরিশোধ

দ্বিতীয়ার্ধের ২৩ মিনিটের সময় ইপিআইডিসি দল খেলার সমতা আনিতে সক্ষম হয়। ইপিআই ডিসি দলের রাইট ইন হাশেম স্নায় দলের রাইট হাফের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া একক প্রচেষ্টায় গোলটি পরিশোধ করেন (১-১)। খেলার শেষ মুহূর্তে উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পায়, কিন্তু পুরোভাগের ব্যর্থতার জন্য খেলাটি শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। ঢাকা ওয়াডার্স ক্লাব : ফেরদৌস, আফাজ, নবী বক্স, আসলাম, রিয়াজ, ইসমাইল, রশোধর, আনসার, সাদেক, আলাউদ্দিন, তসলিম। ইপিআইডিসি : হাকিম, আমিন, গফুর, সাইফুদ্দিন, আলী হাফিজ, মুসা, সলিমুল্লাহ, হাশেম, বদরুল, জব্বার, গাজী। (চলবে)

হাসবে অনাগত দিন

ফারুক হোসেন খান

ধবলধোলাই বিশাল ব্যাপার
জিতলে দারুণ সুখ,
পরাজিতের মনের মাঝে
অপরিসীম দুঃখ।

দুবারের বিশ্বজয়ী
ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল,
হাতে তাদের অসীম শক্তি
ছোড়ে গোলাবর মতো বল।

সকল খেলায় জাকের আলী
খেলায় দারুণ ভালো,
এক চক্কিশ বল ছয় ছক্কায়
বাহাতুর রানে ছড়ায় আলো।

তিন খেলায় তিরিশ উইকেট
টাইগার দের কোটে,
নতুন নতুন কীর্তি গড়তে
সবাই মিলে ছোটে

ভবিষ্যতে জাকের আলী
আরও ভালো খেলুক,
শান্ত-মিরাজ সবার সাথে
তাল মিলিয়ে চলুক।

গোলাবর মতো বল ছুড়বে
মুস্তাফিজ আর তাসকিন,
বাংলাদেশের সাফল্য
হাসবে অনাগত দিন।



কুমিল্লার মল্লকুমা থেকে ১৯৮৪ সালে স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে চাদপুর। চার দশকে চাদপুর জাতীয় ফুটবলার, ক্রিকেটার উপহার দিয়েছে কয়েকজন। জেলা পর্যায়ে

খেলা আয়োজন, কিশোর-কিশোরীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে নিরলসভাবে কাজ করছেন নিবেদিতপ্রাণ কয়েকজন ব্যক্তিবর্গ।

এখন দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ক্রিকেট। জাতীয় ক্রিকেট দলে অন্যতম খেলোয়াড় শামীম পাটোয়ারী। তার ক্রিকেটের হাতেখড়ি ক্লেমন চাদপুর ক্রিকেট একাডেমি থেকে। ১৯৯৯ সালে চাদপুর ক্রিকেট একাডেমি নামে এর গোড়াপত্তন করেন সাবেক ক্রিকেটার শামীম ফারুকি। ২০১৪ সালে ক্লেমন এই একাডেমির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে যুক্ত হন। সাবেক ক্রিকেটার শামীম ফারুকি দুই যুগ ধরে চাদপুরে ক্রিকেট দীক্ষা দিচ্ছেন। ২০০৭ সালে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের অধীনে চাদপুর জেলার কোচ নিয়োগ পান। পারফরম্যান্স ও অভিজ্ঞতায় এখন চট্টগ্রাম বিভাগের সহকারী কোচ হিসেবে কাজ করছেন। চাদপুরের ক্রিকেট নিয়ে শামীম ফারুকি বলেন, '১৯৯৯ সালে বিসিবি এক মাসের কোচিং কোর্সে করিয়েছিল। সেই কোচিং কোর্সের শিক্ষক ছিলেন জালাল আহমেদ চৌধুরী, আব্দুল হাদি রতন। এক মাস কোর্সের পর তারা দুজনই শেষ দিন বলেছিলেন, 'আপনারা সবাই যদি নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে একটা ব্যাট-বল নিয়ে কোনো বাচ্চাকে অন্তত শেখান সেটাই হবে আমাদের স্বার্থকতা'। স্যারদের কথা গুরুত্ব দিয়ে আমি চাদপুরে ফিরেই ক্রিকেট শেখানো শুরু করি এবং এখনো শিখিয়ে যাচ্ছি।' চাদপুর থেকে দুই জাতীয় ক্রিকেটার পাটোয়ারী ও মাহমুদুল হাসান জয় দুজনই শামীম ফারুকির মাধ্যমে উঠে এসেছে। এই দুই জন সম্পর্কে বলেন, 'পাটোয়ারী চাদপুরের হয়েই বয়স ভিত্তিক পর্যায়ে খেলেছে। আমার একাডেমি ছিল তার মূল ভিত। জয় বিকেএসপিতে ভর্তি হওয়ার আগে প্রস্তুত করার জন্য একাডেমিতে এসেছিল। এক মাস অনুশীলন করেছিল।' শুধু জাতীয় দলের ক্রিকেটার নয় শামীম ফারুকি একাডেমির মাধ্যমে চাদপুরে ক্রিকেট সংস্কৃতি গড়ে তুলেছেন। চার বয়স ক্যাটাগরিতে ক্লেমন চাদপুর ক্রিকেট একাডেমিতে ৭০০-৮০০ জন ক্ষুদ্রে ক্রিকেটার ক্রিকেটের তালিম নেন। চট্টগ্রাম অঞ্চলের মধ্যে এই একাডেমি এগিয়ে রাখলেন শামীম, 'একেবারে উন্নত ও আধুনিক বলব না। জেলা ক্রীড়া সংস্থা একটি রুম দিয়েছে। একটি জিমও করেছে। উইকেট রয়েছে। মোটামুটিভাবে চট্টগ্রাম বিভাগে উল্লেখযোগ্য একাডেমী।' ক্রিকেটে যেমন শামীম ফারুকি ফুটবলে তেমনি জাহাঙ্গীর গাজী। নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশ বয়সভিত্তিক দলে খেলেছেন। খেলা ছাড়ার পরপরই নিজ এলাকায় কোচিং শুরু করিয়েছেন। চাদপুর ফুটবল একাডেমি নামে শুরু করলেও পরবর্তী সময়ে সোনালী অতীত ফুটবল একাডেমি নামকরণ হয়েছে। এই একাডেমিতে এখন প্রতিদিন ৭০ জন ছেলে ও ২০ জন মেয়ে অনুশীলন করে। আনোয়ার হোসেন মানিক ও জাহাঙ্গীর গাজী এই দুই জনই মূলত অনুশীলন করান। অনেক কষ্ট করে একাডেমি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন জাহাঙ্গীর গাজী, 'আমরা বাচ্চাদের কাছ থেকে অর্থ নেই না। উল্টো অনেক সময় তাদের বুট, বল নানা কিছু দিতে হয়। আমাদের নিজস্ব সামর্থ্যও সেভাবে নেই। জাতীয় দলে যাদের সঙ্গে

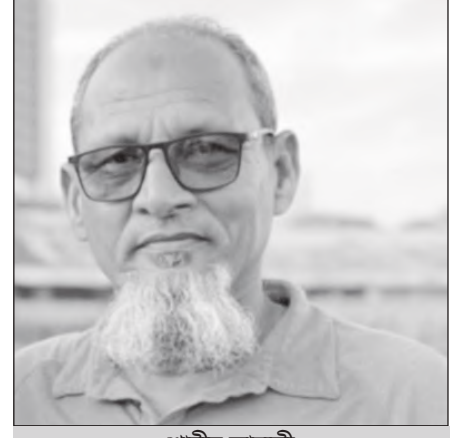
ক্রীড়াঙ্গনে তৃণমূলের নায়কেরা

মো. জোবায়ের হোসেন



জাহাঙ্গীর গাজী

খেলেছি তাদের অনেকের কাছে বাচ্চাদের জন্য ক্রীড়াসামগ্রী চাইলে তারা স্বপ্নোদিত হয়ে দেয় এ জন্য এখনো চালিয়ে যেতে পারছি।' বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলে এক সময় নিয়মিত খেলেছেন ডিফেন্ডার রেজাউল রেজা। এখন রিয়াদুল হাসান রাফি, সোহেল নির্ভরযোগ্য নাম। এরা সবাই চাদপুর থেকে উঠে এসেছেন। রেজা ২০১৯ সাল থেকে নিজ উপজেলা ফরিদগঞ্জে ফুটবল নিয়ে কাজ করছেন। তার ফরিদগঞ্জ ফুটবল একাডেমি থেকে একজন বর্তমানে প্রিমিয়ার লিগে চট্টগ্রাম আবাহনীর হয়ে খেলেছে। রেজা চাদপুরের ফুটবলে জাহাঙ্গীর গাজী ও আনোয়ার হোসেন মানিককে বিশেষ অবদান দিলেন, 'তারা বেশ কয়েক বছর ধরেই চাদপুরের ফুটবল নিয়ে কাজ করছেন। তাদের মাধ্যমে জেলা-বিভাগীয় এবং



শামীম ফারুকী

জাতীয় পর্যায়ে অনেক ফুটবলার উঠে আসছে। চাদপুরের ফুটবলে তাদের অবদান অনেক।' চাদপুরের জেলা ক্রীড়া অফিসার রফিকুল ইসলাম ফুটবল-ক্রিকেটে নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলেন, 'খেলাধুলা একধরনের ভালোবাসা ও নেশা। ফুটবলে গাজী ভাই, মানিক ভাই এবং ক্রিকেটে শামীম ভাই নিরলসভাবে কাজ করছেন। জেলার ক্রীড়াঙ্গনে তাদের অবদান অনস্বীকার্য।' চাদপুরের ফুটবলে অনেক সময় দেন জাহাঙ্গীর গাজী। এরপরও কাক্ষিক্ষিত মানে পৌছাতে না পারায় খানিকটা আফসোস রয়েছে তার, 'আমাদের এখনো পৃষ্ঠপোষকতার সংকট যেমন রয়েছে তেমনি ফেডারেশনের অধীনে জাতীয় পর্যায়ে জুনিয়র খেলাও কম। এই দুই মিলে খেলোয়াড় সরবরাহও সেভাবে হয় না।'

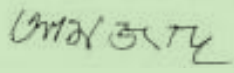
অভিনেতার আগে প্রবীর মিত্র ক্লাব ক্রিকেটার ছিলেন

সদ্য প্রয়াত বিশিষ্ট চরিত্রাভিনেতা প্রবীর মিত্র ৬০-এর দশকে ঢাকা প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগের নিয়মিত খেলোয়াড় ছিলেন, তা অনেকেই ভুলে গেছেন তাঁর পাড়া জজকোর্ট-সংলগ্ন তাঁতিবাজার এলাকার ন্যাশনাল স্পোর্টিং ছিল তার টিম। তিনি ছিলেন ডানহাতি ওয়ানডাউন ব্যাটসম্যান। তিন-চার বছর ঢাকা প্রথম বিভাগ (এখন প্রিমিয়ার লিগ) ভালো স্ট্রোক মেকার হিসেবে নন্দিত হলেও ভালো স্কোর করার ধারাবাহিকতা না থাকায় টিমে তাঁর অনিয়মিত হওয়ার আশঙ্কা হলেই তিনি স্কোর করতেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল টিম সহযোগীদের অন্ততঃ একটি সেঞ্চুরি উপহার দেওয়া- যা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। লিগে প্রথম ম্যাচে ৫৪ রান ও সর্বশেষ ইনিংসে ৯৬ রান তাঁর টিম সহযোগীদের কারণে ভুলে যাওয়ার কথা নয়। সে ম্যাচে দ্বিতীয় জুটিতে শতাধিক রানের জুটি হয়েছিল। লিগে প্রথম ইনিংসে একজন বাউন্ডারি সমেত তার ৫৪ রান এবং টিম ক্যান্টেন হিসেবে তার শেষ ইনিংসে ২০ বাউন্ডারির সাহায্যে তার ৯৬ রান। অন্তত আমি আমৃত্যু মনে রাখব। তার স্ট্রোকসমৃদ্ধ ব্যাটিং দেখে তাকে দূরন্ত প্রতিভার ব্যাটসম্যান হিসেবে মনে করা হলেও তার পরিপূর্ণতা মেলেনি। একটু ধৈর্য ও ঠান্ডা মাথায় ধীরে-সুস্থে খেললে সত্যিকার ব্যাটসম্যান প্রবীরকে পাওয়া তেমন কঠিন কিছু ছিল না। তাকে মাঝেমাঝে বসিয়ে খেলালে বোধ ফল পাওয়া যেত। সে সময় দলে তেমন খেলোয়াড় না থাকায় সেটা করা সম্ভব হয়নি। সুদেহী প্রবীর মিত্র ফুটবলও খেলেছেন কামাল স্পোর্টিং যে বছর প্রথম বিভাগে, সে বছর তিনি ফুল ব্যাক হিসেবে তাদের হয়ে খেলেন। তিনি হঠাৎ করেই নাটক-সিনেমায় ঢুকে পড়ায় তাঁর খেলোয়াড়জীবনের সমাপ্তি হয়। তাঁতিবাজারে তাঁদের 'মিঞাবাড়ী'। কয়েক বছর আগে বিক্রি হওয়া বাড়িটি এখনো রয়েছে। তাঁর ছোট ভাই সুবীরও ক্রিকেট খেলত। মুক্তিযুদ্ধের সময় একটি মুসলিম মেয়ের সাথে তার পরিচয় হয়। প্রবীর ধর্মান্তরিত হয়ে তাকে বিয়ে করেন। তাঁর পরিবার একসময় বুড়িগঙ্গার ওপারে শাকতার জমিদার ছিল।



মুহাম্মদ কামরুজ্জামান

একনজরে রেসনার আমজাদ

নাম	: মো. আলী আমজাদ
পিতা	: মো. হরমুজ আলী
মাতা	: মোছা. কুলছুম খানম
জন্ম তারিখ	: ১ এপ্রিল ১৯৯৬
জন্মস্থান	: আউটারগাতি, নান্দাইল, ময়মনসিংহ
উচ্চতা	: ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি
ওজন	: ৮৬ কেজি
বৈবাহিক অবস্থা	: বিবাহিত
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: এসএসসি
ভাই/বোন	: তিন ভাই এক বোন
পরিচিতি	: রেসলিং
বর্তমান দল	: বাংলাদেশ আনসার রেসলিং দল
জাতীয় প্রতিযোগিতা	: ২০১৩ সাল হতে জাতীয় রেসলিং প্রতিযোগিতার প্রতিটিতে চ্যাম্পিয়ন
জাতীয় দলে অংশগ্রহণ	: ২০১০ সাল হতে অদ্যাবধি
আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা	: তৃতীয় জুলখান কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১১, ঢাকা, বাংলাদেশ; এশিয়ান জুলখান চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১১ তাজিকিস্তান; ১২তম এসএ গেমস ২০১৬, গোহাটি, ভারত; ইসলামী সলিডারিটি গেমস ২০১৭ বাকু, আজারবাইজান; কমনওয়েথ গেমস ২০১৮; এশিয়ান ইনডোর গেমস ২০১৭ হাসনাবাদ, তুরগিজস্তান; এশিয়ান গেমস ২০১৮ ইন্দোনেশিয়া; ওয়ার্ল্ড কাপ ২০১৫ মাজান্দার, ইরান ও এসএস গেমস ২০১৯ নেপালে অংশগ্রহণ। জুলখান কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৬ ইরান-এ অংশ নিয়ে রৌপ্যপদক লাভ।
স্মরণীয় খেলা	: কমনওয়েলথ গেমস ২০১৮, অস্ট্রেলিয়া
প্রিয় খাবার	: গরুর মাংস, খেজুর, শাকসবজি
প্রিয় রং	: সাদা ও সবুজ
অবসর কাটে	: গল্প ও উপন্যাস পড়ে
পছন্দ	: পরিবারের সঙ্গে একান্ত সময় কাটানো
প্রিয় ব্যক্তিত্ব	: মা
অন্য প্রিয় খেলা	: ফুটবল
প্রিয় ফুটবলার	: জিনেদিন জিদান
ভবিষ্যৎ লক্ষ্য	: খেলার ইতিহাসে নিজের নামকে স্মরণীয় করে রাখা।
স্বাক্ষর	: 



গ্রন্থনা : মো. ফরিদুল ইসলাম

ছোটদের বিশ্বকাপে বড় স্বপ্ন



এই ট্রফির জন্যই লড়াই করবে ১৬টি দলের মেয়েরা

বড় স্বপ্ন নিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলতে গেছে বাংলাদেশের মেয়েরা। মালয়েশিয়ায় ১৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে ছোটদের ব্যাট-বলের লড়াইয়ের এই বিশ্বআসর। ১৬ দলের টুর্নামেন্টের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ২ ফেব্রুয়ারি। দুই বছর আগে ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের প্রথম আসর অনুষ্ঠিত হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেবার গ্রুপ পর্বে টানা তিন ম্যাচ জিতে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে অপরাজিতভাবে সুপার সিক্সে ওঠা বাংলাদেশের মেয়েরা মাত্র একটি ম্যাচ হারের কারণে নেট রানরেটে পিছিয়ে পড়ে তৃতীয় হয়ে দুর্ভাগ্যের শিকার হয়ে সেমিফাইনালে খেলতে ব্যর্থ হয়েছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় হিসেবে সেমিফাইনালে উঠেছিল যথাক্রমে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া। যদিও ভারতীয় ও অজি মেয়েদের সমান ৬ পয়েন্টই ছিল দিশা বিশ্বাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের। পরে ফাইনালে ইংল্যান্ডকে ৭ উইকেটে হারিয়ে শিরোপা জিতেছিল ভারতীয় মেয়েরা।

স্বাগতিক শ্রীলঙ্কার মেয়েদের সঙ্গে চার ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলে সেখান থেকেই উড়াল দিয়ে মালয়েশিয়ায় বিশ্বকাপ মিশন শুরু করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ক্রিকেট দল। লঙ্কান মেয়েদের বিপক্ষে সিরিজটি বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে বেশ সহায়ক হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। শ্রীলঙ্কা সফর থাকায় বিশ্বকাপের জন্য অনেকটা আগেভাগেই দেশ ছেড়েছেন বাংলাদেশের মেয়েরা।

গত মাসে এই মালয়েশিয়াতেই ৮৯ দলকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) আয়োজিত টি-টোয়েন্টি সংস্করণের ওই

আসরের ফাইনালে ব্যাটিং ব্যর্থতায় ভারতের কাছে হেরে রানার্সআপ হয়েছে বাংলাদেশের মেয়েরা। অল্পের জন্য অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের দলের মতো এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরা হয়নি তাঁদের। ওই হতাশা পেছনে ফেলে বিশ্বকাপে ভালো কিছু করতে চায় জুনিয়র টাইগ্রেসরা।

গত বারের মতো এবারও ওমেস অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া ১৬টি দলকে ৪ গ্রুপে বিভক্ত

করা হয়েছে। 'ডি'

মো. রেজাউল হক



গ্রুপে বাংলাদেশের সঙ্গী অস্ট্রেলিয়া, স্কটল্যান্ড ও নেপাল। 'এ' গ্রুপে রয়েছে ভারত, ওয়েস্ট

ইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা ও মালয়েশিয়া। 'বি' গ্রুপের দলগুলো হলো ইংল্যান্ড, পাকিস্তান, আয়ারল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র। এ ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, নাইজেরিয়া ও সামোয়া রয়েছে 'সি' গ্রুপে। ফরম্যাটও আগের মতোই- প্রতিটি গ্রুপ থেকে শীর্ষ তিনটি করে দল উঠবে সুপার সিক্সে। ১২ দলের সুপার সিক্স পর্বে দুটি ভাগে ভাগ করা হবে ছয়টি করে দল নিয়ে। সুপার সিক্সের দুটি গ্রুপ থেকে শীর্ষ দুটি করে দল উঠবে সেমিফাইনালে এবং তারপর ফাইনাল।

১৮ জানুয়ারি টুর্নামেন্টের পর্দা ওঠার দিনে গ্রুপের সবচেয়ে সহজ প্রতিপক্ষ নেপালের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে বাংলাদেশের মেয়েদের বিশ্বকাপ অভিযান। ২০ জানুয়ারি শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়া এবং ২২ জানুয়ারি স্কটল্যান্ডের মোকাবিলা করবে জুনিয়র টাইগ্রেসরা। সব কটি খেলা বাঙ্গির ইউকেএম-ওয়াইএসডি ক্রিকেট ওভালে।

দেশ ছাড়ার আগে অফিশিয়াল ফটোসেশন শেষে বিশ্বকাপে ভালো করার আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দলের অধিনায়ক সুমাইয়া আক্তার, 'আমরা আমাদের খেলাটা খেলব, তাতে আমাদের বিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া হোক কিংবা অন্য কোনো দল।' গ্রুপে অস্ট্রেলিয়ার মতো শক্তিশালী দল থাকলেও মোটেও ভয় পাচ্ছেন না জুনিয়র টাইগ্রেসদের কাচারি, 'অস্ট্রেলিয়াও আমাদের বিপক্ষে খেলতে ভয় পাবে। আমরা মালয়েশিয়ায় (আগে) খেলেছি, এ জন্য আমাদের কিছু সুবিধা হবে।' সাহস নিয়ে বলা সুমাইয়ার কথায় চমকে উঠতে পারেন অনেকেই। তবে তাতে এতটুকু অবাস্তবতা নেই। কারণ, গত আসরেই তো অস্ট্রেলিয়াকে ৭ উইকেটে হারিয়েছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল।

এই দলকে দিয়েই দীর্ঘদিন পর জাতীয় পর্যায়ে কোনো দলকে কোচিং করাচ্ছেন সারওয়ার ইমরান। বাংলাদেশের ছেলেদের দলের অভিষেক টেস্টের কোচ ও দেশের ক্রিকেটের দারুণ শ্রদ্ধেয় এই কোচও আশার কথা শুনিয়েছেন।

যদিও ব্যাটিং নিয়ে একটু ভাবনার জায়গা আছে তাঁর, 'আমাদের ফিল্ডিং, বোলিং টপ থ্রেডের

বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সুমাইয়া আক্তার



অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ভালো কিছু আশায় মালয়েশিয়া উড়ে গেছে বাংলাদেশের মেয়েরা

ধরতে পারেন। ব্যাটিংটা ভালো, কিন্তু অভিজ্ঞতা কম। টি-টোয়েন্টি খেলার অভিজ্ঞতা কম, সে হিসেবে ব্যাটিংটাকে একটু পিছিয়ে রাখছি। তারপরও আমরা শেষ দুই মাস অনুশীলন করে একটা অবস্থায় দলকে নিতে পেরেছি। আমি আশাবাদী, আমার দল ভালো করবে।' বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটের সুদিন আসছে বলেও মন্তব্য করেছেন সারোয়ার ইমরান, 'বোর্ড প্রেসিডেন্ট, নারী উইংয়ের চেয়ারম্যান, সবাই নারী ক্রিকেট নিয়ে কাজ করছেন। আমাকে সাহায্য করছেন। সে হিসেবে বলবো সামনে নারী ক্রিকেটের সুদিন আসছে। আমি আশা করছি নারী ক্রিকেট দ্রুত উন্নতি করবে।' অবশ্য সংবাদ সম্মেলনে অধিনায়ক সুমাইয়া বিশ্বকাপে সুনির্দিষ্ট করে কোনো লক্ষ্যের কথা বলেননি। তবে ভালো করার আশাবাদ শুনিয়েছেন, 'আসলে আমরা ওভাবে কিছু ঠিক করিনি। আমরা ম্যাচ বাই ম্যাচ খেলব। আমাদের দলটা অনেক ভালো। আমরা যদি আমাদের ভূমিকা পালন করতে পারি, যদি শক্তির জায়গা নিয়ে লড়াই করি, তবে ভালো কিছুই হবে।'

ফাইনালে খেলার আশা নির্বাচকের

সুমাইয়া আক্তারের নেতৃত্বে সবশেষ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের দল থেকে দুটি পরিবর্তন এনে সাজানো হয়েছে ১৫ সদস্যের বিশ্বকাপ দল। অরবিন তানি ও মেহেরুন নেসার জায়গায় নেওয়া হয়েছে লাকি খাতুন ও সাদিয়া ইসলামকে। আট দলের ওই আসরে ভারতের সঙ্গেই শুধু পারেনি বাংলাদেশ। সুপার সিক্সের পর ফাইনালেও জুনিয়র টাইগ্রেসরা হেরেছে একই প্রতিপক্ষের কাছে। তবে সব মিলিয়ে এশিয়া কাপে ভালো পারফরম্যান্সে আত্মবিশ্বাস পেয়েছেন মেয়েরা। এশিয়া কাপে দলের হয়ে সিংহভাগ রান করেন টপ-অর্ডারের ফাহিমদা হোয়া, মোসাম্মৎ ঈভা। এ ছাড়া নিচের দিকে সাদিয়া আক্তারের ব্যাট থেকেও আসে গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস। কিন্তু মিডল-অর্ডার থেকে বেশি রান পায়নি বাংলাদেশ।

বিশ্ব আসরে এই একটি জায়গা নিয়েই শুধু চিন্তা বয়সভিত্তিক দলের নির্বাচক সজল আহমেদ চৌধুরী। মিডল-অর্ডার ব্যাটাররা ছন্দে ফিরলে বিশ্বকাপেও ফাইনাল খেলার আশা করছেন তিনি, জানিয়েছেন বিসিবির এক ভিডিওবার্তায়, 'আমরা

দল গঠনে ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং- সবকিছুই বিবেচনায় রেখেছি। দলে বৈচিত্র্য আছে। বাঁহাতি স্পিনার, পেসার এবং কয়েকজন ভালো অলরাউন্ডার রাখা হয়েছে। সদ্য সমাপ্ত এশিয়া কাপের দল থেকে মাত্র দুটি পরিবর্তন আনা হয়েছে। মালয়েশিয়ার কন্ডিশন মাথায় রেখে দল সাজানো হয়েছে। আমাদের দলের সবাই এক্স ফ্যাক্টর। পেস বোলিং ইউনিটটা খুব ভালো করছে। লেগ স্পিনার আছে। খুব ভালো পারফর্মও করছে। টপ-অর্ডার ব্যাটাররা রান করছে। মিডল অর্ডার যদি আরেকটু ছন্দে আসে, তাহলে সব দিক বিবেচনা করলে অবশ্যই আমরা ফাইনাল খেলার প্রত্যাশা করি।'

বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ক্রিকেট দল : সুমাইয়া আক্তার (অধিনায়ক), আফিয়া আসিমা ইরা (সহ-অধিনায়ক), মোসাম্মৎ ঈভা, ফাহিমদা হোয়া, হাবিবা ইসলাম পিংকি, জুয়াইরিয়া ফেরদৌস, ফারিয়া আক্তার, ফারজানা ইয়াসমিন, আনিসা আক্তার সুবহা, সুমাইয়া আক্তার সুবর্ণা, নিশিতা আক্তার নিশি, লাকি খাতুন, জালাতুল মাওয়া, সাদিয়া আক্তার, সাদিয়া ইসলাম। অপেক্ষমান- আশরাফি ইয়াসমিন অর্থি, লেকি চাকমা, অরবিন তানি, মেহেরুন নেসা।

অনূর্ধ্ব-১৯ নারী বিশ্বকাপের ৪ গ্রুপ

গ্রুপ 'এ' : ভারত, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া

গ্রুপ 'বি' : ইংল্যান্ড, পাকিস্তান, আয়ারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র

গ্রুপ 'সি' : নিউজিল্যান্ড, দ. আফ্রিকা, সামোয়া, নাইজেরিয়া

গ্রুপ 'ডি' : অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, স্কটল্যান্ড, নেপাল

গ্রুপ পর্বের বাংলাদেশের ৩ ম্যাচ

১৮ জানুয়ারি : প্রতিপক্ষ নেপাল

২০ জানুয়ারি : প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া

২২ জানুয়ারি : প্রতিপক্ষ স্কটল্যান্ড

* ৩টি ম্যাচের ভেন্যু বাঙ্গির ইউকেএম-ওয়াইএসডি ক্রিকেট ওভাল।





সেই ২০১২ সালে যাত্রা
শুরুর পর ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত
হয়েছে ১০টি বিপিএল।
এবার একাদশ আসরের পঞ্চম
ম্যাচে টুর্নামেন্টের এক যুগ
পেরোনো ইতিহাসে প্রথমবার
দেখা মিলল কোনো বোলারের

৭ উইকেট শিকারের ঘটনা। চমকপ্রদ ওই কীর্তির
জন্ম দিয়েছেন তাসকিন আহমেদ। দুর্বীর রাজশাহীর
এই ডানহাতি পেসার ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে
বিশ্বস্বাক্ষর ধারণ করে রেকর্ডের পাতায় গ্লটপালট
সৃষ্টি করেছেন। নিজের ক্যারিয়ারের অবিস্মরণীয়
সাফল্য-প্রসবা ২০২৪ সাল কাটানোর পর তাসকিন
২০২৫ সালও শুরু করেছেন রঙিন অর্জনের
বলকানিতে। তাঁর সপ্তমে বৃহস্পতি এখন তুঙ্গে!

মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে ২ জানুয়ারি দিনের
প্রথম ম্যাচে টস জিতে শুরুতে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত
নিয়েছিলেন ঢাকা ক্যাপিটালসের অধিনায়ক শ্রীলঙ্কার
অলরাউন্ডার খিসারা পেরেরা। দ্বিতীয় ওভারে বল
হাতে নিয়েই দ্বিতীয় বলে রানের খাতা খোলার আগেই
ওপেনার লিটন দাসকে ইয়াসির আলী রাব্বির হাতে
ক্যাচ ধরিয়ে উইকেট নেওয়ার অভিযান শুরু করেন
তাসকিন। প্রথম ওভারে ৪ রান খরচে ১ উইকেট
নেওয়া রাজশাহীর এই পেসার পরের ওভারে আরেক
উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান তানজিদ হাসান তামিমকে
উইকেটের পেছনে আকবর আলীর গ্লাভসবন্দী করে
মাঠছাড়া করে তুলে নেন নিজের দ্বিতীয় উইকেট।

২-০-১৪-২, এমন বোলিং ফিগার নিয়ে প্রথম স্পেল
শেষ করা তাসকিন ডেথ ওভারে পুনরায় ফিরে যে
অমন অবিস্মার্য কীর্তির জন্ম দেবেন, তখন তা কে
জানতো। ১৭তম ওভারে পুনরায় বোলিং আক্রমণে
ফিরে মাত্র ২ রান দিয়ে শাহাদাত হোসেন দীপু
ও চতুরঙ্গ ডি সিলভাকে ফিরিয়ে ঢাকার রানের
চাকায় লাগাম পরিয়ে বড় ধাক্কা দেন এই ইনফর্ম
পেসার। এরপর ২০তম অর্থাৎ শেষ ওভারটি করার
জন্য তাসকিনের হাতে বল তুলে দেন রাজশাহীর
অধিনায়ক এনামুল হক বিজয়। এবার মাত্র ২টি
রান ব্যয় করে আলাউদ্দিন বাবু, মুকিদুল ইসলাম
ও শুভম রঞ্জনে প্যাভেলিয়নে পাঠিয়ে তুলে নেন
৩ উইকেট, যদিও মাঝে নাজমুল ইসলাম অপু এক
রান নেওয়ায় হ্যাটট্রিক হয়নি। এ ছাড়া ইনিংসের
শেষ বলটি ঠেকিয়ে দিয়ে সিঙ্গেল নিয়ে তাসকিনকে
অষ্টম উইকেট পাওয়া থেকে বঞ্চিত করে নতুন বিশ্ব
রেকর্ড গড়তে দিলেন না ঢাকার ১১ নম্বর ব্যাটসম্যান
মোস্তাফিজুর রহমান।

যেখানে তৃতীয় তাসকিন

মেঘলা দিনে ঢাকা ক্যাপিটালসের ব্যাটসম্যানদের
ওপর তাগুব চালিয়ে শেষ পর্যন্ত ৪-০-১৯-৭ ফিগার
নিয়ে সমাপ্ত হয় তাসকিন আহমেদের দুর্ধর্ষ বোলিং
প্রদর্শনী। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ইতিহাসে

তাসকিনের বিশ্ব রেকর্ড ছোঁয়া কীর্তি

মো. মনির উদ্দিন



‘এই বল দিয়েই আমি কীর্তি গড়েছি’-
এমন কিছুই হয়তো বলাছিলেন
হাস্যোজ্জ্বল তাসকিন আহমেদ

মাত্র তৃতীয় বোলার হিসেবে ইনিংসে ৭ উইকেট
পেলেন বাংলাদেশ তথা দুর্বীর রাজশাহীর এই
পেসার। রেকর্ডের পাতা ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে, কলিন
অ্যাকারম্যানের সৌজন্যে এমন কীর্তির প্রথম জন্ম
হয়েছিল ২০১৯ সালের ৭ আগস্ট। ভাইটালিটি
ব্লাস্ট টি-টোয়েন্টিতে লিচেস্টারশায়ারের হয়ে দক্ষিণ
আফ্রিকায় জন্ম নেওয়া নেদারল্যান্ডসের এই ব্যাটিং
অলরাউন্ডার বার্মিংহাম বিয়ার্সের বিপক্ষে লিচেস্টার
গ্রাউন্ডে অফস্পিনের বলক দেখিয়ে ৪ ওভারে ১৮
রান খরচে তুলে নিয়েছিলেন গুনে গুনে ৭ উইকেট।
ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট নয়, দ্বিতীয় ঘটনার দেখা মেলে
আন্তর্জাতিক ম্যাচে। ২০২৩ সালের ২৬ জুলাই টি-
টোয়েন্টি বিশ্বকাপের এশিয়া অঞ্চলের বাছাইপর্বে
চীনের বিপক্ষে কুয়ালালামপুরের বায়ুইমাস ওভালে ৪
ওভারে ১টি মেডেনসহ ৮ রান খরচ করে ৭ উইকেট
পেয়েছিলেন মালয়েশিয়ান পেসার সিয়াজরুল
ইদরুস। ‘লাকি সেভেন’ অর্জনে অ্যাকারম্যান ও
ইদরুসের পাশে এবার নাম লেখালেন তাসকিন।

মোহাম্মদ আমিরকে ছাপিয়ে...

বিপিএলের ইতিহাসে এত দিন ধরে ইনিংসের
বোলিংয়ের রেকর্ড ছিল মোহাম্মদ আমিরের দখলে।
খুলনা টাইগার্সের হয়ে খেলা এই পাকিস্তানি পেসার
২০২০ আসরের প্রথম কোয়ালিফায়ারে মিরপুর
শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে রাজশাহী রয়্যালসের বিপক্ষে
৪ ওভারে ১৭ রানে ৬ উইকেট নিয়েছিলেন এবং
দলকে জিতিয়ে পেয়েছিলেন ম্যাচসেরার পুরস্কার।
বাংলাদেশের ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টি-টোয়েন্টি
লিগে সেটিই ছিল ৬ উইকেট শিকারের প্রথম ও
একমাত্র ঘটনা। এবার আমিরকে পেছনে ফেলে ৭
উইকেট নিয়ে তালিকার শীর্ষে নিজের নাম লেখালেন
তাসকিন।

উপরোক্ত দুজন বাদে বিপিএলেন সব আসর মিলিয়ে
ইনিংসে ৫ উইকেট দখলের ঘটনা ঘটেছে আরও ১৯
বার। ‘ফাইফার’ অর্জনকারীদের তালিকার নামগুলো
যথাক্রমে এমন- মোহাম্মদ সামি, কেভন কুপার,
আল-আমিন হোসেন, খিসারা পেরেরা, আবুল হাসান
রাজু, তাসকিন আহমেদ, আফিফ হোসেন, হাসান
আলী, সাকিব আল হাসান, শফিউল ইসলাম, নাসির
হোসেন, খিসারা পেরেরা, ওয়াহাব রিয়াজ, রবি
ফাইলিঙ্ক, মোহাম্মদ আমির, মোস্তাফিজুর রহমান,
মুকিদুল ইসলাম, আমের জামাল, ইমরান তাহির
ও আবু হায়দার রনি। পাকিস্তানের সামি থেকে
বাংলাদেশের তাসকিন- এখন পর্যন্ত বিপিএলে যে
২১ বার ৫ উইকেট নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে, সেখানে
বোলার সংখ্যা কিন্তু ১৯। কারণ, খিসারা পেরেরা
ও তাসকিন আহমেদ সেই ‘দুই’ মহা সৌভাগ্যবান
বোলার- যারা ২ বার করে ‘ফাইফার’ কীর্তিতে নাম
লিখিয়েছেন। বিপিএলের ১৯ জন ৫ উইকেট শিকারি
বোলারের মধ্যে বাংলাদেশের রয়েছেন ১০ জন এবং
বিদেশি খেলোয়াড় ৯ জন। বিদেশি ৯ জনের মধ্যে
পাকিস্তানেরই ৫ জন- সামি, আলী, ওয়াহাব, আমির



স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে কলিন অ্যাকারম্যান ও সিয়াজরুল ইদরুসের পর তৃতীয় বোলার হিসেবে ইনিংসে ৭ উইকেট শিকারের বিশ্ব রেকর্ড ছুঁয়েছেন তাসকিন আহমেদ

ও জামাল। এ ছাড়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের কুপার, দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্রাইলিঙ্ক ও তাহির এবং শ্রীলঙ্কার থিসারার কথা তো বলা হয়েছে আগেই। বিপিএলে ৫ উইকেট পাওয়া বোলারদের মধ্যে বাংলাদেশের আল-আমিন হোসেন অনন্য এই কারণে যে, তিনি ‘ফাইফার’-এর পাশাপাশি ওই ম্যাচে হ্যাটট্রিকও করেছিলেন।

সাকিবকে টপকে শীর্ষে

ঢাকা ক্যাপিটালের বিপক্ষে দুর্বীর রাজশাহীকে জেতানোর পুরস্কার হিসাবে প্রেয়ার অব দ্য ম্যাচের অ্যাওয়ার্ডও ওঠে তাসকিন আহমেদের হাতে। ৭/১৯, নিজের টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারসেরা বোলিং ফিগারের সুবাদে তাসকিন টপকে গেলেন সাকিব আল হাসানকেও। বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে এত দিন যাবত স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সেরা বোলিংয়ের রেকর্ড ছিল সাকিব আল হাসানের। বাঁহাতি এই স্পিন অলরাউন্ডার সিপিএলের (ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ) ২০১৩ আসরে বার্বাডোস ট্রাইডেন্টসের হয়ে ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোর বিপক্ষে ব্রিজটাউনের কেনসিংটন ওভালে নিয়েছিলেন ৬ উইকেট (৪-১-৬-৬)। এ ছাড়া বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে বিপিএলে সেরা বোলিং ছিল গত আসরে রংপুর রাইডার্সের হয়ে ফরচুন বরিশালের বিপক্ষে আবু হায়দার রনির ১২ রানে ৫ উইকেট। তাসকিন জাদুতে পেছনে পড়ে গেল সেটিও।

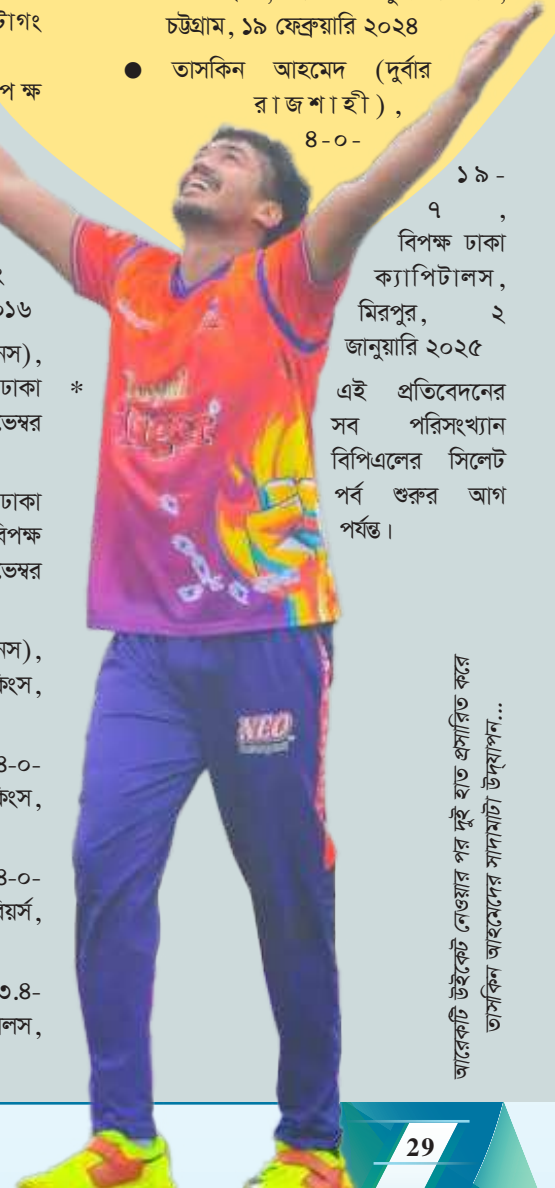
বিপিএলে বোলারদের ২১ বার ৫ উইকেট শিকারের তালিকা...

- মোহাম্মদ সামি (দুরন্ত রাজশাহী), ৩.২-০-৬-৫, বিপক্ষে ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটর্স, মিরপুর, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২
- কেভন কুপার (বরিশাল বুলস), ৪-১-১৫-৫, বিপক্ষে রংপুর রাইডার্স, মিরপুর, ২৩ নভেম্বর ২০১৫
- আল-আমিন হোসেন (বরিশাল বুলস), ৪-০-৩৬-৫, বিপক্ষে সিলেট সুপার স্টার্স, মিরপুর, ২৪ নভেম্বর ২০১৫

- থিসারা পেরেরা (রংপুর রাইডার্স), ৪-০-২৬-৫, বিপক্ষে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস, মিরপুর, ১২ ডিসেম্বর ২০১৫
- আবুল হাসান রাজু (রাজশাহী কিংস), ৪-০-২৮-৫, বিপক্ষে খুলনা টাইটানস, মিরপুর, ৯ নভেম্বর ২০১৬
- তাসকিন আহমেদ (চিটাগং ভাইকিংস), ৪-০-৩১-৫, বিপক্ষে রাজশাহী কিংস, চট্টগ্রাম, ১৮ নভেম্বর ২০১৬
- আফিফ হোসেন (রাজশাহী কিংস), ৪-১-২১-৫, বিপক্ষে চিটাগং ভাইকিংস, মিরপুর, ৩ ডিসেম্বর ২০১৬
- হাসান আলী (কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস), ৩.৩-০-২০-৫, বিপক্ষে ঢাকা ডায়নামাইটস, মিরপুর, ২০ নভেম্বর ২০১৭
- সাকিব আল হাসান (ঢাকা ডায়নামাইটস), ৩.৫-০-১৬-৫, বিপক্ষে রংপুর রাইডার্স, মিরপুর, ২১ নভেম্বর ২০১৭
- শফিউল ইসলাম (খুলনা টাইটানস), ৪-০-২৬-৫, বিপক্ষে রাজশাহী কিংস, চট্টগ্রাম, ২৭ নভেম্বর ২০১৭
- নাসির হোসেন (সিলেট সিক্সার্স), ৪-০-৩১-৫, বিপক্ষে চিটাগং ভাইকিংস, মিরপুর, ৩ ডিসেম্বর ২০১৭
- থিসারা পেরেরা (ঢাকা প্লাটুন), ৪-০-৩০-৫, বিপক্ষে কুমিল্লা ওয়ারিয়র্স, মিরপুর, ১৩ ডিসেম্বর ২০১৯
- ওয়াহাব রিয়াজ (ঢাকা প্লাটুন), ৩.৪-১-৮-৫, বিপক্ষে রাজশাহী রয়্যালস, মিরপুর, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯

- রবি ফ্রাইলিঙ্ক (খুলনা টাইগার্স), ৪-১-১৬-৫, বিপক্ষে কুমিল্লা ওয়ারিয়র্স, মিরপুর, ৮ জানুয়ারি ২০২০
- মোহাম্মদ আমির (খুলনা টাইগার্স), ৪-০-১৭-৬, বিপক্ষে রাজশাহী রয়্যালস, মিরপুর, ১৩ জানুয়ারি ২০২০
- মোস্তাফিজুর রহমান (কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস), ৪-০-২৭-৫, বিপক্ষে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স, মিরপুর, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২
- মুকিদুল ইসলাম মুন্স (কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস), ৩.১-০-২৩-৫, বিপক্ষে ফরচুন বরিশাল, মিরপুর ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
- আমের জামাল (কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস), ৪-০-২৩-৫, বিপক্ষে খুলনা টাইগার্স, মিরপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
- ইমরান তাহির (রংপুর রাইডার্স), ৪-০-২৬-৫, বিপক্ষে খুলনা টাইগার্স, চট্টগ্রাম, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
- আবু হায়দার রনি (রংপুর রাইডার্স), ৪-০-১২-৫, বিপক্ষে ফরচুন বরিশাল, চট্টগ্রাম, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
- তাসকিন আহমেদ (দুর্বীর রাজশাহী), ৪-০-

১৯-৭, বিপক্ষে ঢাকা ক্যাপিটালস, মিরপুর, ২ জানুয়ারি ২০২৫
এই প্রতিবেদনের সব পরিসংখ্যান বিপিএলের সিলেট পর্ব শুরু আগ পর্যন্ত।



আজকেটি উইকেট নেওয়ার পর দুই হাত প্রসারিত করে তাসকিন আহমেদের সাদামাটা উদ্‌যাপন...



ফেডারেশন কাপে মোহামেডানের ছন্দসতন

দীর্ঘ ১৪ বছর পর ২০২৩ সালে ফেডারেশন কাপের শিরোপা পুনরুদ্ধার করেছিল মোহামেডান। ওই বছর ৩০ মে কুমিল্লার ভাষাশহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে নাটকীয় ফাইনালে মোহামেডান হারিয়েছিল তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী, আবাহনীকে।

ওই ম্যাচটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে সাদা-কালো সমর্থকদের কাছে। ৪-৪ গোলে অমীমাংসিত ফাইনাল মোহামেডান জিতেছিল টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে। আবাহনীকে হারিয়ে জেতা শিরোপা গত মৌসুমে হাতছাড়া হয়েছিল বসুন্ধরা কিংসের কাছে ফাইনালে হেরে। গত মৌসুমে ট্রেন্ডিং জিতেছিল কিংস, তিনটিতেই রানার্সআপ ছিল মোহামেডান। এই মৌসুমে মোহামেডান দারুণ ফুটবল উপহার দিচ্ছে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে। প্রথমবারের মতো শিরোপা জয়ের স্বপ্নটা প্রতি ম্যাচ পরই বাড়ছে আলফাজ আহমেদের দলের। তবে পর পর দুটি ফেডারেশন কাপের ফাইনাল খেলা মোহামেডান সেই টুর্নামেন্টে নিজেদের হারিয়ে খুঁজছে। প্রিমিয়ার লিগের মোহামেডানকে ফেডারেশন কাপে খুঁজে পায়নি সমর্থকরা। তিন ম্যাচের দুটি হেরে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিশ্চিত সাদা-কালোদের।

লিগে টানা ৬ ম্যাচ জেতা দলটির ফেডারেশন কাপে কেন ছন্দসতন সেই প্রশ্নের উত্তর মিলাতে পারছে না সমর্থকরাও। সবশেষ ম্যাচে বিদেশিহীন আবাহনীর কাছে হারটা বেশি বেদনা দিয়েছে সমর্থকদের। লিগে দুর্দান্ত দাপটে এগিয়ে যাওয়া মোহামেডান ফেডারেশন কাপে কাগজ-কলমেও টিকে থাকার সম্ভাবনা নেই। মোহামেডানের গ্রুপ প্রতিদ্বন্দ্বী আবাহনী ও



রহমতগঞ্জের যেখানে দুই ম্যাচে ৬ পয়েন্ট সেখানে মোহামেডানের পয়েন্ট ৩ ম্যাচে ৩। মোহামেডান শেষ ম্যাচে ইয়ংমেন্স ক্লাবকে হারালেও কাজে আসবে না। আবাহনী ও রহমতগঞ্জ তাদের পরের দুই ম্যাচ হারলেও হবে না কোনো সমস্যা। তিন দলের পয়েন্ট

সমান হলেও হতে পারে। তখন বিবেচনা করা হবে হেড টু হেড এর ফলাফল। সেই জায়গায় পিছিয়ে মোহামেডান। আবাহনী ও রহমতগঞ্জ দুই দলের কাছেই হেরেছে তারা। তাই সাদা-কালোদের আর কোনো সুযোগই নেই। চ্যালেঞ্জ কাপে এগিয়ে গিয়েও পারেনি কিংসের সঙ্গে। ফেডারেশন কাপের এক ম্যাচ থাকতেই নিতে হলো বিদায়।

‘খ’ গ্রুপের পরের দুই ম্যাচ ২১ জানুয়ারি। যেখানে রহমতগঞ্জ খেলবে চট্টগ্রাম আবাহনীর বিপক্ষে এবং আবাহনী খেলবে ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাবের বিপক্ষে। আবাহনীর কাছে মোহামেডানের হারের পর ‘বি’ গ্রুপের আর কোনো আকর্ষণই নেই। কোয়ালিফাইং রাউন্ডে আবাহনী ও রহমতগঞ্জ এবং বিদায় মোহামেডান ও চট্টগ্রাম আবাহনীর।

মোহামেডান বড় ধরাটা খেয়েছে প্রথম ম্যাচে রহমতগঞ্জের কাছে হেরে। ড্র হতে চলা ম্যাচটি বর্তমান রানার্সআপরা হেরে যায় শেষ দিকে গোল খেয়ে। ওই ম্যাচে ১ পয়েন্ট পেলেও কিছুটা কাজ দিতো তাদের। পরের ম্যাচে চট্টগ্রাম আবাহনীর জালে ৬ গোল দিয়ে মোহামেডান ঘুরে দাঁড়ালেও সর্বনাশ যা হয়েছে প্রথম ম্যাচ হেরে, তা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। মোহামেডানের জন্য বাঁচা-মরার ম্যাচ ছিল আবাহনীর বিপক্ষে। আকাশি-নীলদের

মো. সামীম সরদার

বিপক্ষে গত এক-দেড় দাপটের সঙ্গে খেলে আসা মোহামেডান জিততে পারবে বলেই বিশ্বাস ছিল সমর্থকদের। কারণ, আবাহনীতে কোনো বিদেশি নেই। কিন্তু দুই দলের স্লায়ার ম্যাচে যে সব সময় সব নিয়ম মানে না সেটা প্রমাণ করে আবাহনী ম্যাচ জিতে নেয় প্রতিপক্ষের বিপক্ষে।

মোহামেডানের বিপক্ষে আবাহনীর এই জয়টা ছিল অনেক দিন পর। বছরের হিসেবে দুই বছর এবং ম্যাচের হিসেবে ৬। ২০২৩ সালের ২৭ জানুয়ারি ২০২২-২৩ মৌসুমের প্রিমিয়ার লিগের প্রথম লেগে আবাহনী ২-০ গোলে হারিয়েছিল মোহামেডানকে। তার পর থেকেই আরা কেন যেন মোহামেডানের বিপক্ষে পেরে উঠছিল না আবাহনী। টানা ছয় ম্যাচে মোহামেডানের বিপক্ষে জয়হীন ছিল তারা। এই মৌসুমের লিগ ম্যাচেও আবাহনীকে হারিয়েছিল মোহামেডান। সেই ম্যাচও ছিল কুমিল্লায়। এক মাসের মধ্যেই সেই কুমিল্লায় মোহামেডানকে হারিয়ে মধুর প্রতিশোধ নিয়েছে আবাহনী।

এর আগে গত বছর ফেডারেশন কাপের গ্রুপ ম্যাচে আবাহনীকে ২-১ গোলে হারিয়েছিল মোহামেডান। গত মৌসুমের লিগে একটি ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র হয়েছিল। অন্যটিতে মোহামেডান জিতেছিল ২-১ গোলে। এ বছর আবাহনী বিদেশি ছাড়া দুটি বড় ম্যাচ জিতেছে। লিগে মোহামেডানের কাছে হারলেও ঘুরে দাঁড়িয়েছিল বসুন্ধরা কিংসকে হারিয়ে। ফেডারেশন কাপে মোহামেডানকে হারিয়ে এখন আকাশি-নীল সমর্থকদের মুখে লম্বা হাসি। শেষ পর্যন্ত টুর্নামেন্টে তাদের ভাগ্যে কি আছে তা দেখতে আরও অপেক্ষা করতে হবে। তবে মোহামেডানকে হারানো এবং বিদায় করে দেওয়ার মধ্যে অনেক তৃপ্তি থাকবে আবাহনী সমর্থকদের।

মোহামেডান ও আবাহনীর ম্যাচটি অবশ্য বেশি জমেনি, যেমন জমেছিল লিগ ম্যাচটি। এমন কি প্রথমাধের পুরো ৪৫ মিনিটই ম্যারমেরে ফুটবল হয়েছে। কোনো দলই গোলের সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। কারো খেলাই ধার ছিল না। দুই দলের গোলরক্ষকেরই সময় কেটেছে অনেকটা অলসভাবে। না জিতলেও হারবো না-এমন কৌশল ছিল আবাহনীর। কারণ,





তাদের এক পয়েন্ট পেলেও সমস্যা ছিল না। তবে সমীকরণ অনুসারে মোহামেডানের জন্য জরুরি ছিল ম্যাচটি জেতা। দলের প্রাণভোমরা অধিনায়ক সোলেমান দিয়াবাতের গোলে লিগ ম্যাচে আবাহনীকে হারিয়েছিল মোহামেডান। মাঝে ইনজুরিতে সাইডলাইনে ছিলেন দিয়াবাতে। ইনজুরি কাটিয়ে আবাহনীর বিপক্ষে ম্যাচে ফিরেছিলেন মালির এই ফরোয়ার্ড। তবে আসল দিয়াবাতেকে পাওয়া যায়নি এই ম্যাচে। আবাহনীর কোচ মারুফুল হকও বিপজ্জনক ওই ফুটবলারকে আটকানোর বিশেষ কৌশল নিয়েছিলেন। মোহামেডানের বড় ভরসার নাম ছিল মালির এই ফরোয়ার্ড। তবে ইনজুরি কাটিয়ে মাঠে ফিরলেও ফিটনেস যে সেভাবে ফিরে পাননি তার প্রতিফল ছিল ম্যাচে। যে কারণে নতুন বছরে আবাহনীর বিপক্ষে প্রথম দেখাটি নিজেদের করে নিতে পারেনি মোহামেডান। এরই মধ্যে দুটি টুর্নামেন্ট হাতছাড়া মোহামেডানের। এখন দলটির সব ধ্যান-জ্ঞান লিগ নিয়ে।

এক সময় মোহামেডানের জার্সিতে খেলতেন মোহাম্মদ ইব্রাহিম। ঘরোয়া ফুটবলে নিজেকে চেনানোর সিঁড়িই ছিল সাদা-কালো দলটি। মোহামেডানের জার্সিতে আবাহনীর বিপক্ষে গোল দিয়ে ম্যাচ জেতানোর অভিজ্ঞতা ছিল ইব্রাহিমের। আবাহনীর জার্সিতে মোহামেডানের বিপক্ষে গোল দেওয়ার স্বপ্নে বিভোর ছিলেন এক সময় জাতীয় দলের নিয়মিত এই সদস্য। সেই স্বপ্ন তাঁর পূরণ হয়েছে ফেডারেশন কাপে। কেবল গোলই করেননি



ইব্রাহিম, পুরোনো দলের বিপক্ষে ম্যাচে সেরা খেলোয়াড়ও হয়েছেন। মোহামেডানের জালে বল পাঠিয়ে জার্সি খুলে গোল উদযাপন করেছিলেন ইব্রাহিম। ফলে দেখতে হয়েছে হলুদ কার্ড। এ নিয়ে তাঁর কোনো আক্ষেপ নেই। ম্যাচের পর ইব্রাহিম বলেছেন,

‘গোল করতে পারলে জার্সি খুলবো সেটা আমি ঠিক করেই রেখেছিলাম। আমার ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। গোল করেছি, ম্যাচ জিতেছি। হলুদ কার্ডে কি আসে যায়?’

ছন্দে থাকা মোহামেডানের বিপক্ষে আবাহনীর জয়ে টনিকের মতো কাজ করেছে মারুফুল হকের কৌশল। সোলেমান দিয়াবাতে, মোজাফফরভ, এমানুয়েল সানডে ও এমানুয়েল টনির মতো বিদেশি নিয়ে গড়া মোহামেডানের বিপক্ষে এই জয় আবাহনীর জন্য অবশ্যই কৃতিত্বের। সবচেয়ে বড় কথা মোহামেডানের বিপক্ষে পাওয়া ৩ পয়েন্ট তাদের পরের রাউন্ডে যাওয়া নিশ্চিত করেছে। গত মৌসুমে কোনো ট্রফি না পাওয়া, এমনকি কোনোটিতে রানার্সআপও হতে না পারা আবাহনীর জন্য একটি শিরোপা খুবই জরুরি। মোহামেডানের বিপক্ষে এই জয় দলের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে নিশ্চয়ই। লিগেও তারা আছে মোটামুটি ভালো অবস্থানে। যদিও এরই মধ্যে ৫ পয়েন্ট হারিয়েছে।

‘বি’ গ্রুপের হিসেব মিলে গেছে। এখনো অমিমাংসিত ‘এ’ গ্রুপের ভাগ্য। এই প্রতিবেদন তৈরির পর হয়ে গেছে ‘এ’ গ্রুপের আরও দুটি ম্যাচ। সেখানে ব্রাদার্সের বিপক্ষে ফার্স্ট এফসি জিতে থাকলে তাদের পরের রাউন্ডে যাওয়া নিশ্চিত হয়েছে। অন্য ম্যাচে ঢাকা ওয়াডার্সার্সের বিপক্ষে পুলিশ জিতে থাকলে তাদের সম্ভাবনা টিকে আছে। বসুন্ধরা কিংস ৩ ম্যাচ খেলে ৬ পয়েন্ট নিয়ে আছে টেবিলের দুইয়ে। শীর্ষে থাকা ফার্স্টের পয়েন্ট ৩ ম্যাচে ৭। ফার্স্ট নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে বসুন্ধরা কিংসকে হারিয়ে মূল্যবান ৩ পয়েন্ট পেয়েছিল। সেই সুবিধা নিয়েই তারা শীর্ষে। বসুন্ধরা কিংসেরও স্বস্তিতে থাকার উপায় নেই। তাদের শেষ ম্যাচে ওয়াডার্সার্সের বিপক্ষে জিততে হবে।

চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস শিরোপা ধরে রাখার মিশন

শুরু করেছিল ব্রাদার্স ইউনিয়নকে অতি কষ্টে ১-০ গোলে হারিয়ে। মৌসুমের প্রথম টুর্নামেন্ট বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ কাপ জেতা কিংস হোঁচট খায় ফেডারেশন কাপের দ্বিতীয় ম্যাচেই। প্রিমিয়ার লিগের প্রথম ম্যাচে হেরেছিল মোহামেডানের কাছে। ফেডারেশনস কাপের প্রথম ম্যাচে হেরেছে ফার্স্ট এফসির কাছে। পুলিশ এফসিকে ৩-২ গোলে হারিয়ে শেষ ম্যাচ খেলার অপেক্ষায় তারা। গ্রুপ শীর্ষে থাকা ফার্স্টের গুরুটা ছিল কিংসকে হারিয়ে। পরের ম্যাচে পুলিশের বিপক্ষে করে গোলশূন্য। ঢাকা ওয়াডার্সার্স ক্লাবকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে আসন পাতে গ্রুপ টেবিলের শীর্ষে। এই গ্রুপটা জমে যেতে পারে ব্রাদার্স পরের ম্যাচে ফার্স্টের বিপক্ষে জিতলে। তখন গোপীবাগের দলটির ৩ ম্যাচে হবে ৬ পয়েন্ট। দুই ম্যাচে এক পয়েন্ট পাওয়া পুলিশের কাগজ-কলমে সম্ভাবনা আছে। শেষ দুই ম্যাচ জিতলে তাদেরও হবে ৭ পয়েন্ট।

এক নজরে ফলাফল

‘এ’ গ্রুপ

০৩.১২.২০২৪	: বসুন্ধরা কিংস-১ (তপু বর্মণ) : ব্রাদার্স ইউনিয়ন-০
০৩.১২.২০২৪	: পুলিশ এফসি-০ : ফার্স্ট এফসি-০
১৭.১২.২০২৪	: ফার্স্ট এফসি-২ (জাসুর জুমায়েভ, আব্দুল্লাহ) : বসুন্ধরা কিংস-০
১৭.১২.২০২৪	: ব্রাদার্স-৮ (মুস্তাফা-৩, সাজ্জাদ-৩, কাওসার রাব্বি, কিংসলে) : ঢাকা ওয়াডার্সার্স-০
৩১.১২.২০২৪	: ফার্স্ট এফসি-৩ (জয় কুমার-২, নোভা) : ঢাকা ওয়াডার্সার্স-০
৩১.১২.২০২৪	: বসুন্ধরা কিংস-৩ (তপু বর্মণ, মিগুয়েল, ফার্নান্দেজ) : পুলিশ এফসি-২ (আল-আমিন-২)
১০.১২.২০২৪	: রহমতগঞ্জ-১ (রাজন) : মোহামেডান-০
১০.১২.২০২৪	: আবাহনী-৩ (সুমন রেজা, ইব্রাহিম, ইয়াসিন) : চট্টগ্রাম আবাহনী-০
২৪.১২.২০২৪	: মোহামেডান-৬ (মোজাফফর, দিয়াবাতে, আরিফ, রাজু, সৌরভ, জুয়েল) : চট্টগ্রাম আবাহনী-০
২৪.১২.২০২৪	: রহমতগঞ্জ-৬ (জীবন-৩, স্যামুয়েল, তোহা) : ইয়ংমেন্স ক্লাব-০
০৭.১.২০২৫	: চট্টগ্রাম আবাহনী-২ (সাইফুল, সবুজ) : ইয়ংমেন্স ক্লাব-২ (তুরায়েভ, শান্ত টুডো)।



বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মতো প্রতিষ্ঠানের চাকরি ছেড়েছিলেন পেশাদার ফুটবলে খেলার লক্ষ্য নিয়ে। ১০ বছরের অধিক সময় ধরে খেলছেন বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে। দেশের অন্যতম

সেরা গোলরক্ষক আশরাফুল ইসলাম রানা এবার থামছেন। জাতীয় দলের পর্বটা শেষ হয়েছে বছর চারেক আগে। তারপরও চালিয়ে যাচ্ছিলেন ক্লাব ফুটবল। ৩৬ বছরে খেলোয়াড়ি জীবনেরই ইতি টানতে যাচ্ছেন বর্তমানে ব্রাদার্স গোলপোস্ট আগলানো রানা। জাতীয় দল থেকে আনুষ্ঠানিক বিদায় নেওয়া হয়নি। নিতে চেয়েও পারেননি নানা কারণে। তবে ক্লাব ফুটবলের ইতিটা তিনি টানতে চান আনুষ্ঠানিকভাবেই। এরই মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন চলতি এই মৌসুমই শেষ তাঁর। দল ব্রাদার্স ইউনিয়ন চাইছে আশরাফুল ইসলাম রানা আরও এক-দুই মৌসুম খেলুক। তরুণদের চেয়ে কোনো অংশে খারাপ করছেন না পোস্টের নিচে। এখনো বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে বল ধরায় জুরি নেই তাঁর। তারপরও নিজের সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিয়ে বিদায় বলতে চাইছেন মানিকগঞ্জের এই যুবক।

মোহামেডানের জার্সিতে ক্লাব ফুটবলে অভিষেক হওয়ার পর আশরাফুল ইসলাম রানা পরবর্তী সময়ে খেলেছেন চট্টগ্রাম আবাহনী, সাইফ স্পোর্টিং ক্লাব, শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র ও বর্তমানে ব্রাদার্স ইউনিয়নে। সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলেছেন শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্রের জার্সিতে। আবাহনীতে খেলা হয়নি তাঁর। বসুন্ধরা কিংসে একবার যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হলোও শেষ পর্যন্ত জাননি। জাতীয় দলের জার্সিতে ম্যাচ খেলেছেন ২৫টি।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকরি ছাড়া, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব দিয়ে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে অভিষেক হওয়া, দেশের বড় বড় ক্লাবের জার্সি গায়ে দেওয়া এবং সবচেয়ে গৌরবের লাল-সবুজ দলের সদস্য হয়ে অর্ধযুগ দেশের জন্য খেলে যাওয়া মিলিয়ে নানা বিষয় নিয়ে আশরাফুল ইসলাম রানা কথা বলেছেন। কেন সেনাবাহিনীর মতো প্রতিষ্ঠানের চাকরি ছেড়ে ফুটবলে এলেন। ক্লাব ফুটবলের প্রথম দিনগুলো কতটা চ্যালেঞ্জের ছিল এবং জাতীয় দল থেকে অবসরের বিষয় নিয়েও কথা বলেছেন ৩৬ বছর বয়সী এই গোলরক্ষক।

প্রশ্ন : ব্রাদার্স ইউনিয়নে প্রথবারের মতো খেলছেন। নতুন ক্লাবে কেমন কাটছে আপনার দিন?

আশরাফুল রানা : আলহামদুলিল্লাহ। ক্যারিয়ারের শেষ দিকে এসেছি। এখনো যা খেলছি, তাতে আমি খুশি। যে কদিন খেলব নিজেকে উজাড় করে দিয়েই খেলব।

প্রশ্ন : একটা আভাস ছিল খেলোয়াড়ি জীবনের ইতি টানবেন। সে রকম সিদ্ধান্ত নাকি নিয়েছেন?

আশরাফুল রানা : হ্যাঁ। ২০২৪-২৫ মৌসুমই আমি খেলোয়াড়ি জীবন থেকে অবসর নিতে চাই। তারপর আমি নিজেকে কোচিং পেশায় নিয়োজিত করব।

‘ফুটবল থেকে যা পেয়েছি, তাতে আমি খুশি’

মো. সামিম সরদার



আমি নতুন নতুন গোলরক্ষক তৈরি করতে চাই।

প্রশ্ন : কোচিং পেশায় যেতে চাচ্ছেন। কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করতে হলে কিছু কোর্স করতে হয়। আপনার কোনো কোর্স করা আছে এবং সামনের পরিকল্পনা কী?

আশরাফুল রানা : আমার ‘বি’ ডিপ্লোমা করা হয়েছে। এখন গোলকিপিং লাইসেন্সটা করবো। জানুয়ারিতেই ‘এ’ ডিপ্লোমা হওয়ার কথা আছে। হলে সেটা করব। তা ছাড়া বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের মধ্যবিরতিতে গোলকিপিং কোচিংয়ের একটা কোর্স আছে। সেটা করব। লিগ শেষ করে কিংবা চলমান অবস্থায় গোলকিপিং ‘এ’ কোর্স করব। আপাতত এটাই আমার পরিকল্পনা।

প্রশ্ন : ফুটবল খেলার পাশাপাশি অন্য কিছু করেন?

আশরাফুল রানা : আমাদের একটা হাসপাতাল আছে। ফুটবল খেলি এবং পাশাপাশি হাসপাতালের ব্যবসা দেখাশোনা করছি।

প্রশ্ন : বলছিলেন ফুটবল খেলার পাশাপাশি হাসপাতাল পরিচালনাও করছেন। সেটা কি আপনারা পারিবারিকভাবে করা? নাকি পার্টনারশিপে?

আশরাফুল রানা : এটা পারিবারিক না। আমাদের কিছু বড় ভাই আছেন, তাঁদের নিয়েই এই হাসপাতাল করা। তিন-চার বছর হয়ে গেছে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছি। আমি এখন সেখানে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছি। আলহামদুলিল্লাহ ভালোই চলছে।

প্রশ্ন : আপনার ফুটবল ক্যারিয়ারটা যদি সংক্ষেপে বলতেন পাঠকদের জন্য। কীভাবে শুরু হলো, কীভাবে শেষ করতে যাচ্ছেন।

আশরাফুল রানা : জাতীয় দল থেকে তো এক বছর ধরে বাইরেই আছি। আসলে তখনই আমার পরিকল্পনা ছিল জাতীয় দলে আর খেলব না। জাতীয় দল থেকে অবসর নিয়ে প্রফেশনাল লিগ ২-১ বছর খেলে অবসরের পরিকল্পনা ছিল। আমি কোচদের বলেছিলাম অবসরে যাওয়ার কথা।

প্রশ্ন : জাতীয় দল থেকে আনুষ্ঠানিক অবসরে যাবেন এমন আভাস আপনি দিয়েছিলেন কয়েক বছর আগে। শেষ পর্যন্ত নীরবেই শেষ হলো লাল-সবুজ জার্সির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ। আপসোস আছে কোনো?

আশরাফুল রানা : ওই সময় অবসর নিলে সেটা আনুষ্ঠানিকভাবেই হতো। কোচরা আমাকে তখন অবসরে যেতে নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন কয়েক মাস বা সর্বোচ্চ এক বছর খেলে যেন অবসরে যাই। মাসুদ কায়সার ভাই, হাসান আলম মামুন ভাই এবং বিপ্লব দাদারা তখন সহকারী কোচ ছিলেন। তাঁরাও জানতেন বিষয়গুলো। তবে প্রধান কোচ হাভিয়ের কাবেরেরা তখন রাজি সম্মতি দেননি আমাকে অবসরে যাওয়ার। সে সময় আমাকে না আটকালে আনুষ্ঠানিকভাবে অবসরটা হয়ে যেত।

প্রশ্ন : তখন কি মনে করে অবসরে যেতে চেয়েছিলেন এবং কোচ কাবেরেরাকে কি বলেছিলেন?

আশরাফুল রানা : তখন আমি কোচকে (হাভিয়ের কাবরেরা) বলেছিলাম, যেহেতু আনিসুর রহমান জিকো খেলতেছে, তাই আমি অবসরে যেতে চাই। আমার তখন মনে হয়েছিল ওই পরিস্থিতিতে জুনিয়র গোলরক্ষকদের সুযোগ দেওয়া উচিত। কারণ, আমি তখন জাতীয় দলের খেলার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। সুযোগ না পেলে দলে থেকে লাভ নেই ভেবেই অবসর নেওয়ার ইচ্ছার কথা বলেছিলাম।

প্রশ্ন : আনুষ্ঠানিক অবসর হয়নি। তাহলে কোন ম্যাচটি আপনার জাতীয় দলের হয়ে শেষ ছিল?

আশরাফুল রানা : ২০২১ সালে যে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ হয়েছিল মালদ্বীপে সেখানে। নেপালের বিপক্ষে শেষ ম্যাচ ছিল আমাদের। ৭৯ মিনিটে আনিসুর রহমান জিকো লালকার্ড পাওয়ার পর কোচ আমাকে মাঠে নামিয়েছিলেন বিপলু আহমেদকে বসিয়ে। বাকি সময়টুকু খেলেছিলাম। মালেতেই আমার শেষ ম্যাচ ছিল জাতীয় দলের জার্সিতে। তারপর থেকে আর জাতীয় দলের সঙ্গে আমার সম্পৃক্ততা নেই।

প্রশ্ন : ক্লাব ক্যারিয়ারের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আপনি। শুরুটা কীভাবে ছিল?

আশরাফুল রানা : ২০১৪ সালে মোহামেডান দিয়ে শুরু আমার ক্লাব ক্যারিয়ার। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ছেড়ে আমি যোগ দিয়েছিলাম দেশের অন্যতম সেরা ও ঐতিহ্যবাহী ক্লাবে। এখন পর্যন্ত চলছে,

আলহামদুলিল্লাহ। দেশের বড় বড় ক্লাবে খেলেছি। শুধু আবাহনীতে খেলা হয়নি। বসুন্ধরা কিংসে যাওয়ার সুযোগ ছিল। তবে তখন আমার মনে হয়েছিল শেখ রাসেল সেরা দল ছিল তাই সেখানেই থেকে যাই।

প্রশ্ন : আপনি বলছিলেন এ মৌসুমই আপনার শেষ। তাহলে আমরা বলতে পারি ব্রাদার্সের জার্সিতেই আপনি ফুটবল ক্যারিয়ারের ইতি টানতে যাচ্ছেন?

আশরাফুল রানা : হ্যাঁ। এই মৌসুমে ব্রাদার্সে আছি। এই ক্লাব থেকেই ফুটবলকে বিদায় জানাতে চাই। এই পরিকল্পনা নিয়েই আমি এগিয়ে যাচ্ছি।

প্রশ্ন : ব্রাদার্স ইউনিয়ন আবার আটকাতে চাইবে না তো?

আশরাফুল রানা : আমার বর্তমান ক্লাবের কর্মকর্তারা আমাকে খেলা চালিয়ে যেতে বলছেন। আমি তাদের বলেছি, ব্রাদার্সের জার্সিতে মৌসুমের শেষ ম্যাচই হবে আমার ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ। তারা অবশ্য সেটা মানতে চাচ্ছেন না।

প্রশ্ন : অনেক ফুটবলার বিদায়বেলায় আপসোসের কথা বলেন। অনেক অতৃপ্তির কথা বলেন। আপনার কোনো আপসোস বা অতৃপ্তি আছে কি? ফুটবল থেকে আরও কিছু চাওয়া বা পাওয়ার ছিল আপনার?

আশরাফুল রানা : না।

ফুটবল থেকে আমার কোনো আক্ষেপ নেই। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর কাছে লাখো-কোটি শুকরিয়া যে এ পর্যন্ত ফুটবল থেকে যা পেয়েছি, তাতে আমি খুবই খুশি। তবে হ্যাঁ, একটা অতৃপ্তি আছে আমার। আমাদের কাছে

মানুষ অনেক প্রত্যাশা ছিল। সেভাবে রেজাল্ট দিতে পারিনি। বিশেষ করে র‍্যাঙ্কিংয়ের কথা বলবো। আমার একটা প্রত্যাশা ছিল অবসরের আগে যেন র‍্যাঙ্কিং ১৬৫ থেকে ১৭০ এর মধ্যে থাকে। দুর্ভাগ্য আমাদের সময়ে হয়নি। আশা করব, এখন তরুণ যারা আছেন, তাঁরা দেশের ফুটবল এগিয়ে নেওয়া চেষ্টা করবে।

প্রশ্ন : নতুনদের জন্য আপনার কি বার্তা থাকবে?

আশরাফুল রানা : আমরা র‍্যাঙ্কিংয়ে দেশটাকে প্রত্যাশানুযায়ী নিতে পারিনি। এখন যারা খেলছেন এবং আগামীতে যারা খেলবেন, তাঁদের প্রতি আমার শুভ কামনা থাকবে। তাঁরা যেন নিজেদের সেরা পারফরম্যান্স দিয়ে দেশের ফুটবলকে যেন অনেক ওপরে তুলতে পারেন।

প্রশ্ন : আপনি যখন মোহামেডানে আসলেন তখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকরি ছেড়ে এসেছিলেন তাই না?

আশরাফুল রানা : হ্যাঁ। আমি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে চাকরি করতাম। সেখান থেকে সরাসরি মোহামেডানে যোগ দেই। শুধু প্রফেশনাল ফুটবলে খেলার জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মতো একটি প্রতিষ্ঠানের চাকরি ছেড়েছিলাম।

প্রশ্ন : ক্লাব ফুটবলে বেশির ভাগ বড় ক্লাবে খেলেছেন। একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে ক্লাব ফুটবলে এসেছিলেন। সেই চ্যালেঞ্জ নিশ্চয়ই জয় করেছেন?

আশরাফুল রানা : আগেই বলেছি ওভার অল ফুটবলেই আমি খুশি। ওই সময় একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে সেনাবাহিনী থেকে বেড়িয়ে যোগ দিয়েছিলাম মোহামেডানে। আমার নিজের ওপর আস্থা ছিল। আল্লাহর রহমতও ছিল।

প্রশ্ন : সেনাবাহিনীর মতো প্রতিষ্ঠান থেকে মোহামেডানে। ওই শুরুর সময়ে ক্লাবের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে কোনো সমস্যা ছিল কি?

আশরাফুল রানা : ওই সময় মোহামেডানের কোচিং স্টাফ থেকে শুরু করে খেলোয়াড়-সবাই আমাকে সাপোর্ট করেছে। গোলরক্ষক কোচ ছিলেন নয়ন ভাই। আমার অনেক কিছুই ঘাটতি ছিল তখন। সবাই সব ক্ষেত্রে আমাকে সহায়তা করেছেন। আরমান আজিজ, হাসান আল মামুন, অরুণ বৈদ্যকে তখন সিনিয়র হিসেবে পেয়েছিলাম। গোলরক্ষক কোচসহ অন্য সবাই আমাদের অসাধারণ সাপোর্ট করেছেন। নয়ন ভাইকে বিশেষভাবে আমি ধন্যবাদ জানানো। জানার অনেক ঘাটতি নিয়েই আমি আর্মি থেকে মোহামেডানের যোগ দিয়েছিলাম। সেই ঘাটতিগুলো নয়নভাই পূরণ করে দিয়েছেন। কিছু মানুষের জন্যই আমার ক্লাব ক্যারিয়ারের শুরুটা চ্যালেঞ্জের মধ্যেও সুন্দর ছিল।

ওমর ফারুক রুবেল



বাংলাদেশ তায়কোয়ানডো

ফেডারেশনের উদ্যোগে গত

২৬ থেকে ২৮ ডিসেম্বর জাতীয়

ক্রীড়া পরিষদের জিম্ন্যাসিয়ামে

অনুষ্ঠিত হয়েছে জাতীয়

সিনিয়র, জুনিয়র তায়কোয়ানডো

প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় ১৭টি

জেলা ক্রীড়া সংস্থাসহ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি, বাংলাদেশ পুলিশ, বিকেএসপি ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় ৬০৫ জন পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াড় অংশ নেন।

জাতীয় তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতার সিনিয়র পুরুষ বিভাগে সেরা নৈপুণ্য দেখিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। তারা ছয়টি স্বর্ণ ও ছয়টি রৌপ্যসহ ১২টি পদক জিতেছে। এই বিভাগে রানার্সআপ হওয়া বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) পেয়েছে চারটি স্বর্ণ, চারটি রৌপ্য ও তিনটি ব্রোঞ্জসহ ১১টি পদক।

সিনিয়র মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ আনসার। তারা ১৩টি স্বর্ণ ও চারটি রৌপ্যসহ ১৭টি পদক জিতেছে। রানার্সআপ হয়েছে সেনাবাহিনী। তারা জিতেছে পাঁচটি স্বর্ণ ও ছয়টি রৌপ্যসহ ১১টি পদক।

জাতীয় জুনিয়র তায়কোয়ানডোতে জুনিয়র পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)। তারা জিতেছে চারটি স্বর্ণ ও দুটি রৌপ্যসহ ছয়টি পদক। রানার্সআপ হওয়া সিরাজগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থা জিতেছে একটি স্বর্ণ, একটি রৌপ্য ও একটি ব্রোঞ্জপদক। মেয়েদের জুনিয়র বিভাগে চট্টগ্রাম জেলা ক্রীড়া সংস্থা দুটি স্বর্ণ ও তিনটি রৌপ্যসহ ৫টি পদক জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়। রানার্সআপ সিরাজগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থা জিতেছে দুটি স্বর্ণ, একটি রৌপ্য ও তিনটি ব্রোঞ্জসহ ৬টি পদক।

জুনিয়র পুমসে ইভেন্টে চমক দেখিয়েছে দুই জেলার তায়কোয়ানডোকারা। ১৪ থেকে ১৭ বছর বালক বিভাগে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়ে স্বর্ণপদক জিতে নিয়েছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আবরার শাহরিয়ার। নিজের ওপর আত্মবিশ্বাসেই স্বর্ণ জিততে পেরেছে বলে জানায় আবরার। তার কথা, 'খুব বেশি দিন হয়নি তায়কোয়ানডো খেলছি। কিন্তু এর মধ্যেই বেশ কিছু কৌশল রপ্ত করতে পেরেছি। যার ফলে স্বর্ণ জিততে

২১তম জাতীয় সিনিয়র/জুনিয়র তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতা-২০২৪

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান



জাতীয় তায়কোয়ানডোতে সেনাবাহিনী-আনসার সেরা

পেরেছি'। অন্যদিকে একই গ্রুপের বালিকা বিভাগে স্বর্ণপদক জিতে নিয়েছে রাঙামাটির সুহা রাইফা সাইদ। পাহাড়ি এলাকার এই বালিকার কথা, 'নিজেকে রক্ষা করা প্রত্যেকের দায়িত্ব। তাই আত্মরক্ষার কৌশল হিসাবে তায়কোয়ানডো খেলাকে বেছে নিয়েছিলাম। আত্মরক্ষার এই কৌশলটি আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। শিখেছি যখন, জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপেও খেলতে এলাম। এসেই স্বর্ণপদক জিতেছি। এখন খুব ভালো লাগছে। এই পদক আমাকে সামনে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে'।

এবারের জাতীয় তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতায় খেলতে এসেছিলেন দুই যমজ বোন শেখা ইসলাম ও ফাতেমা ইসলাম। তবে তাদের নাড়ি তিন দেশে ছড়িয়ে। তাদের বাবা জুয়েল মিয়া বাংলাদেশি। তবে মা সুরাবাইয়া হলেন ইন্দোনেশিয়ান। আর শেখা ইসলাম ও ফাতেমা ইসলামের জন্ম কুয়েতে। কারণ, তাদের বাবা দীর্ঘদিন ধরেই কুয়েতে চাকরি করেন। সেখানে তার সঙ্গে পরিচয় সুরাবাইয়ার। পরিচয় থেকে পরিণয় ২০০৪ সালে। দুই বোনের জন্ম ২০০৬ সালে। জন্মের পর এক বছর তাঁদের

কুয়েতে থাকা হয়েছে। এরপর চার বছর কাটিয়েছেন ইন্দোনেশিয়ায় নানার বাড়িতে। ২০১০ থেকে বাংলাদেশে আছেন একটানা। এখন ঢাকার মোহাম্মদপুরে মায়ের সঙ্গে থাকেন। বাংলাদেশে আসার পর কুয়েত বা ইন্দোনেশিয়ায় আর যাওয়া হয়নি। ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজে উচ্চমাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষে পড়ছেন দুই বোন। দুজনেরই বয়স ১৮ বছর। এখন তারা পুরোদস্তুর তায়কোয়ানডো খেলোয়াড়। তায়কোয়ানডো ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল ইসলাম রানা বলেন, 'ওরা পুমসে-ফাইট দুটিই করে। খেলোয়াড় হিসেবে বেশ ভালো। ওদের সবচেয়ে বেশি উল্লসিত হয়েছে করোনার সময়। তখন অনুশীলন করেছে টানা। অনলাইনে তিনটি লাইভ টুর্নামেন্টেও অংশ নেয় এবং পদকও জেতে। সামনে আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের জন্য ওদের আমরা জাতীয় দলে ডাকব'।

জাতীয় তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতার সমাপনী দিনে পুরস্কার বিতরণ করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম, এনডিসি। উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা জজকোর্টের জেলা পিপি অ্যাডভোকেট মো. কাইমুল হক, ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল ইসলাম রানা।

জুনিয়র বিভাগ

জুনিয়র মহিলা (-৪২ কেজি) : লাইলাতুল খুশরু (সিরাজগঞ্জ) স্বর্ণ, সৈয়দা হুমায়রা (চট্টগ্রাম) রৌপ্য, মাহিমা ইসলাম (রাজশাহী) ও রওনক জাহান (গাজীপুর) ব্রোঞ্জ।

জুনিয়র মহিলা (-৪৪ কেজি) : রূপা খাতুন (সিরাজগঞ্জ) স্বর্ণ, মীর নোরা (চট্টগ্রাম) রৌপ্য, খুশী জাহান (কুমিল্লা) ও আয়াত ইসলাম (সিলেট) ব্রোঞ্জ।

জুনিয়র মহিলা (-৪৬ কেজি) : রাজিকা পাল (চট্টগ্রাম) স্বর্ণ, আফসানা মিমি (সিরাজগঞ্জ) রৌপ্য, সিদরাতুল মুনতাহা (কুমিল্লা) ও তাসনিয়া মাহমুদ (যশোর)





ব্রোঞ্জ।

জুনিয়র মহিলা (-৪৯ কেজি) : লাবিবা মরিয়ম (চট্টগ্রাম) স্বর্ণ, অলি রয় (গাজীপুর) রৌপ্য, সামিহা আহমেদ(কুমিল্লা) ও সৌমিতা সালেহিন (রাঙামাটি) ব্রোঞ্জ।

জুনিয়র মহিলা (+৪৯ কেজি) : রুবায়েয়া শিকদার (কুমিল্লা) স্বর্ণ, নিদ্রিতা বড়ুয়া (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) রৌপ্য, পূজা উরাও (সিরাজগঞ্জ) ও তাসনিফা জসিম (কক্সবাজার) ব্রোঞ্জ।

জুনিয়র পুরুষ (-৪৫ কেজি) : রবিউল (বিকেএসপি) স্বর্ণ, আহনাফ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) রৌপ্য, সাইফুল (কক্সবাজার) ও আফিফ (রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড) ব্রোঞ্জ।

জুনিয়র পুরুষ (-৫০ কেজি) : আতিক (সিরাজগঞ্জ) স্বর্ণ, লিখন (বিকেএসপি) রৌপ্য, আরহাম (মানিকগঞ্জ) ও হাসান মাহমুদ (চট্টগ্রাম) ব্রোঞ্জ।

জুনিয়র পুরুষ (-৫৫ কেজি) : তাহিব (বিকেএসপি) স্বর্ণ, শাহানুর (সিরাজগঞ্জ) রৌপ্য, জিহাদ (চট্টগ্রাম) ও উবাইদুল (গাজীপুর) ব্রোঞ্জ।

জুনিয়র পুরুষ (-৬০ কেজি) : হৃদয় আহমেদ (বিকেএসপি) স্বর্ণ, শাহমাত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) রৌপ্য ও রাকিনুল হাবিব (বগুড়া) ও শামছুল (সিরাজগঞ্জ) ব্রোঞ্জ।

জুনিয়র পুরুষ (-৬৫ কেজি) : রাইয়ান আলম (গাজীপুর) স্বর্ণ, সবুজ দাস (বিকেএসপি) রৌপ্য, আনোয়ার (কুমিল্লা) ও শাকিব রানা (কক্সবাজার) ব্রোঞ্জ।

জুনিয়র পুরুষ (+৬৫ কেজি) : সাগর (বিকেএসপি) স্বর্ণ, নবীন চন্দ্র বড়ুয়া (চট্টগ্রাম) রৌপ্য, মারুফ খান (নাটোর) ও নূর-ই তাহসিন (গাজীপুর) ব্রোঞ্জ।

সিনিয়র বিভাগ

সিনিয়র মহিলা (-৪৬ কেজি) : সুমনা মুন্নি (সেনাবাহিনী) স্বর্ণ, বিনোতী চাকমা (আনসার) রৌপ্য, সুমাইয়া মোস্তাকিন (রাজশাহী) বিশ্ববিদ্যালয় ও নাদিয়া খাতুন (সিরাজগঞ্জ) ব্রোঞ্জ।

সিনিয়র মহিলা (-৪৯ কেজি) : রুমা খাতুন (আনসার) স্বর্ণ, আসমাউল হুসনা (কক্সবাজার) রৌপ্য, যারিন তাসনিম (যশোর) ও রাইয়া আমিন (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) ব্রোঞ্জ।

সিনিয়র মহিলা (-৫৩ কেজি) : জালাতুল তামান্না (আনসার) স্বর্ণ, ঋতু বর্মন (সেনাবাহিনী) রৌপ্য, জেনি ত্রিপুরা (রাঙামাটি) ও লাবণ্য (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) ব্রোঞ্জ।

সিনিয়র মহিলা (-৫৭ কেজি) : মাইমু মারমা (আনসার) স্বর্ণ, সাবিনা খাতুন (সেনাবাহিনী) রৌপ্য, সুমাইয়া নাজনীন (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) ও ওয়ারদাতুল আকমাম (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) ব্রোঞ্জ।

সিনিয়র মহিলা (-৬২ কেজি) : সালমা খাতুন (আনসার) স্বর্ণ, যুথী রানী (সেনাবাহিনী) রৌপ্য, খুকুমনি (রাঙামাটি) ও তাসনুভা হোসেন (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) ব্রোঞ্জ।

সিনিয়র মহিলা (-৬৭ কেজি) : সাখী আক্তার (আনসার) স্বর্ণ, সুলতানা আক্তার (সেনাবাহিনী) রৌপ্য, মরিয়ম (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) ও জালাতুল আরা নিশা (যশোর) ব্রোঞ্জ।

সিনিয়র মহিলা (-৭৩ কেজি) : শ্রাবণী বিশ্বাস (আনসার) স্বর্ণ, জালাতুল করিম (সিরাজগঞ্জ) রৌপ্য, তাদুদী বর্মন (রাঙামাটি) ও তিথি সাহা (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) ব্রোঞ্জ।

সিনিয়র মহিলা (+৭৩ কেজি) : শাহানারা খাতুন (আনসার) স্বর্ণ, আয়েশা আক্তার (সেনাবাহিনী) রৌপ্য, অগ্নিজিতা (বগুড়া) ও সাবিহা সাল সাবিলা (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) ব্রোঞ্জ।

সিনিয়র পুরুষ

সিনিয়র পুরুষ (-৫৪ কেজি) : সাগর শেখ (সেনাবাহিনী) স্বর্ণ, সাইফুর রহমান (বিজিবি) রৌপ্য, রুহানুর রহমান (নাটোর) ও আকাশ আহমেদ (সিরাজগঞ্জ) ব্রোঞ্জ।

সিনিয়র পুরুষ (-৫৮ কেজি) : ইলিয়াস (আনসার) স্বর্ণ, হাসিবুল ইসলাম সেনাবাহিনী রৌপ্য শেখ আল মুস্তাকিন (নাটোর) ও ইব্রাহিম (যশোর) ব্রোঞ্জ।

সিনিয়র পুরুষ (-৬৩ কেজি) : সবিনয় মারমা (বিজিবি) স্বর্ণ, রিপন মণ্ডল (রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড) রৌপ্য, সৌরভ (সিলেট) ও মিরাজুল হক (বিকেএসপি) ব্রোঞ্জ।

সিনিয়র পুরুষ (-৬৮ কেজি) : সাইফুর রহমান (বিজিবি) স্বর্ণ, ফাহিম আহমেদ (সেনাবাহিনী) রৌপ্য, ইকরামুল হক (আনসার) ও নেওয়াজ শরীফ (রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড) ব্রোঞ্জ।

পুমসে বিভাগ

জুনিয়র বিভাগ

১৪-১৭ বছর জুনিয়র পুমসে (পুরুষ) : আবরার শাহরিয়ার (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) স্বর্ণ, শাহমাত (মানিকগঞ্জ) রৌপ্য, নবীন চন্দ্র বড়ুয়া (চট্টগ্রাম) ও মীর জুমলাহির (কক্সবাজার) ব্রোঞ্জ।

১৪-১৭ বছর জুনিয়র পুমসে (মহিলা) : সুহা রাইফা সাইদ (রাঙামাটি) স্বর্ণ, রাজিকা পাল (চট্টগ্রাম) রৌপ্য, তাজমিন নাওয়াল (মানিকগঞ্জ) ও আরিতা খন্দকার (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) ব্রোঞ্জ।

সিনিয়র পুমসে

সিনিয়র মহিলা পুমসে (১৮-২৩ বছর) : সুমাইয়া আক্তার (সেনাবাহিনী) স্বর্ণ, ইসরাত জাহান (আনসার) রৌপ্য, আসমাউল হুসনা (কক্সবাজার) ও সুমাইয়া নাজনীন (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) ব্রোঞ্জ।

সিনিয়র মহিলা পুমসে দলীয় : সুমাইয়া/ঋতু/আইরিন (সেনাবাহিনী) স্বর্ণ, তাবাসসুম/রিয়া/নাদিয়া (আনসার) রৌপ্য, শেখা/ফাতেমা/ফাতেমা (কুমিল্লা) ও রাইয়া/সুমাইয়া/লুবা (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) ব্রোঞ্জ।

সিনিয়র পুরুষ পুমসে একক : আবু জায়েদ খান (বিকেএসপি) স্বর্ণ, সাগর শেখ (সেনাবাহিনী) রৌপ্য, মেহেদী হাসান (আনসার) ও আকাশ পাল (চট্টগ্রাম) ব্রোঞ্জ।

সিনিয়র পুরুষ পুমসে দলীয় : ফাহিম/এনামুল/সাগর (সেনাবাহিনী) স্বর্ণ, মেহেদী/সবুজ/ফয়সাল (আনসার) রৌপ্য, শুভ/রসুল/রাকিব (বিকেএসপি) ও শেখর/আকাশ/রিয়দানুল (চট্টগ্রাম) ব্রোঞ্জ।

সিনিয়র পুমসে

পেয়ার (১৮-২৩ বছর) : তাবাসসুম/ইলিয়াস (আনসার) স্বর্ণ, এনামুল/সুমাইয়া (সেনাবাহিনী) রৌপ্য, শাহীন/আমিন (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) ও শেখর/সায়েলা (চট্টগ্রাম) ব্রোঞ্জ।

পেয়ার (২৪-২৭ বছর) : নুরুদ্দিন/রুমা (আনসার) স্বর্ণ, লিয়াকত/আনিকা (সেনাবাহিনী) রৌপ্য, সোহাগ/আরজু (মানিকগঞ্জ) ও হাফিজুল/মুন্নি (নারায়ণগঞ্জ) ব্রোঞ্জ।

দলগতভাবে সেরা যারা

সিনিয়র পুরুষ বিভাগে

দল	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
সেনাবাহিনী	৬	৬	০
বিজিবি	৪	৪	৩

সিনিয়র মহিলা বিভাগ

আনসার	১৩	৪	০
সেনাবাহিনী	৫	৬	০

জুনিয়র পুরুষ বিভাগ

বিকেএসপি	৪	২	০
সিরাজগঞ্জ	১	১	১

জুনিয়র মহিলা বিভাগ

চট্টগ্রাম	২	৩	০
সিরাজগঞ্জ	২	১	৩



৪ ম্যাচে ৬ সেঞ্চুরি

মো. মুলতানুর রহমান

দেওয়া ২৭৬ রানের লক্ষ্যে চতুর্থ ইনিংসে ব্যাটিং করতে নেমে ২৩২ রান পর্যন্ত যাওয়ার পর তৃতীয় দিনের সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় অল্পের জন্য জিততে পারেনি দক্ষিণাঞ্চল। অন্যদিক থেকে দেখলে, ৮ উইকেট তুলে নেওয়ার পর আর মাত্র ২ উইকেট নিতে না পারায় জয়বঞ্চিত হয়েছে উত্তরাঞ্চল। বাংলা ট্র্যাক গ্রাউন্ডের এই ম্যাচটি ড্র হলেও বেশ উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

২ ম্যাচে ১ জয় ও ১ ড্রয়ের সুবাদে ৩ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রয়েছে দক্ষিণাঞ্চল। ২টি করে ম্যাচ ড্র করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে মধ্যাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চল। ১ ড্র ও ১ পরাজয়ে তালিকার একেবারে তলানিতে অবস্থান করছে পূর্বাঞ্চল। টুর্নামেন্ট আবাবারো মাঠে গড়ালে শিরোপা জয়ের সম্ভাবনা থাকবে যে



নাহিদা আক্তার

সেই ২০২১ সালের এপ্রিলে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলকে টেস্ট স্ট্যাটাস দিয়েছিল আইসিসি। তারপর কেটে গেছে পৌনে চার বছর। কিন্তু কবে টেস্ট অভিষেক হবে টাইগ্‌সদের, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। বর্তমানে মেয়েদের টেস্ট ম্যাচ হয় চারদিনের। যদিও নারী ক্রিকেটে এই সংস্করণের খেলা খুব বেশি দেখা যায় না, বছরে হাতেগোনা কয়েকটি ম্যাচ মাঠে গড়ায়। যা-ই হোক, বাংলাদেশের মেয়েদের টেস্ট অভিষেকের স্বপ্নপূরণের পথে সবচেয়ে বড় বাধা প্রথমে ঘরোয়া ক্রিকেটে লঙ্গার ভাঙ্গনের প্রতিযোগিতা চালুর শর্তপূরণ। নানা কারণে সেটাই করতে পারছিল না বিসিবি। এ ক্ষেত্রে নারী ক্রিকেটের প্রতি উদাসীনতা ও অবহেলাই দায়ী বলে মনে করেন অনেকে। অতঃপর মিলেছে স্বস্তি। বেটার লেট, দ্যান নেভার। শেষ পর্যন্ত এবার মেয়েদের জন্য লম্বা সংস্করণের টুর্নামেন্ট চালু করে টেস্টের দরজা খোলার পথে পদক্ষেপ নিয়েছে দেশি ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। গতবার সংক্ষিপ্ত পরিসরে চারটি দল সাজিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ওমেস বিসিএল (বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগ)। যেখানে ম্যাচগুলো ছিল দুই দিনের। এবার আরেকধাপ এগিয়ে নিগার-নাহিদাদের জন্য সাদা পোশাকে লাল বলের তিন দিনের ম্যাচের টুর্নামেন্ট আয়োজন করছে বিসিবি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, দ্বিতীয় নারী বিসিএলের ম্যাচগুলো আইসিসির কাছ থেকে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট ম্যাচের স্বীকৃতি পাচ্ছে। এভাবে ম্যাচ খেলে খেলে নিজেদের ঝালিয়ে নিয়ে তবেই টেস্টের আঙিনায় পা রাখবে বাংলাদেশের মেয়েরা। এ ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো না করে দলকে



প্রস্তুত করে বিসিবিও হাঁটতে চাইছে ধীরে সুস্থে।

পূর্বাঞ্চল, মধ্যাঞ্চল, উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল- এই ৪টি দলকে নিয়ে ছেলেদের বিসিএলের আদলে গত ২১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটের নতুন জাগরণের টুর্নামেন্ট বিসিএলে এখন চলছে মোটামুটি লম্বা বিরতি। মূলত জানুয়ারিতে নিগার সুলতানা জ্যোতিদের গুরুত্বপূর্ণ ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের পূর্বনির্ধারিত সূচির কারণেই বন্ধ রয়েছে লিগের খেলা। ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ ৩টি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সিরিজ খেলে নারী দল দেশে ফেরার পর ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে আবারও মাঠে গড়াবে ওমেস বিসিএল। ডাবল রাউন্ড রবিন লিগ পদ্ধতির টুর্নামেন্টে প্রত্যেকটি দল ৬টি করে ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে।

বিরতির আগে দুই রাউন্ড মাঠে গড়ানো টুর্নামেন্টের ৪টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে ৩টি ম্যাচই অমীমাংসিত থেকেছে এবং ফল এসেছে কেবল একটি ম্যাচে। প্রথম রাউন্ডে রাজশাহীর শহীদ কামারুজ্জামান স্টেডিয়ামে সোবহানা মোস্তারির নেতৃত্বাধীন উত্তরাঞ্চল ও নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন মধ্যাঞ্চলের মধ্যকার ম্যাচটি নিস্প্রাণ ড্র হয়। তবে রাজশাহীর বাংলা ট্র্যাক ক্রিকেট একাডেমি মাঠে অন্য ম্যাচে রাবেয়া খানের অধিনায়কত্বে দক্ষিণাঞ্চল দাপট দেখিয়ে ১০ উইকেটে সহজেই পরাজিত করে ফাহিমা খাতুনের নেতৃত্বাধীন পূর্বাঞ্চলকে।

দ্বিতীয় রাউন্ডে পূর্বাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চল এবং উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যকার ২টি ম্যাচের কোনোটিতেই ফল আসেনি। অবশ্য উত্তরাঞ্চলের

কোনো দলেরই।

ওমেন্স বিসিএলে সম্পন্ন হওয়া চার ম্যাচেই দেখা গেছে ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের সমাহার। ব্যাটে-বলে দ্যুতি ছড়িয়েছেন অনেকেই। পারফরম্যান্সের আলেয় উদ্ভাসিত তারকাদের কথা বলতে গেলে প্রথমেই আসবে নিগার সুলতানা জ্যোতির নাম। বাংলাদেশ জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়ক বিসিএলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মধ্যাঞ্চলকে। প্রথম রাউন্ডে উত্তরাঞ্চলের বিপক্ষে একমাত্র ইনিংসে নিগারের ব্যাট থেকে আসে অপরাজিত ১৫৩ রানের দুর্দান্ত একটি ইনিংস। নারীদের প্রথম শ্রেণির ম্যাচে বাংলাদেশের প্রথম ব্যাটার হিসাবে সেঞ্চুরির ইতিহাস গড়ার পর তিনি নিজেকে ছাড়িয়ে গেছেন পরের ম্যাচে। প্রথম রাউন্ডে যেখানে শেষ করেছিলেন নিগার, পূর্বাঞ্চলের বিপক্ষে দ্বিতীয় রাউন্ডে যেন শুরু করেছেন সেখান থেকেই! এবার আউট হওয়ার আগে তিনি করেন ১৭১ রান, ৩২২ বলের মোকাবেলায় খেলা দর্শনীয় ইনিংসটি সাজিয়েছেন ১৮টি বাউন্ডারির সাহায্যে। বাংলাদেশের প্রথম ব্যাটার হিসেবে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ২টি সেঞ্চুরি করার কীর্তিও লেখা হলো জ্যোতির নামের পাশে। একই ম্যাচে তাঁর সতীর্থ মুর্শিদা খাতুন হ্যাপি করেছিলেন ১৭০ রান। মধ্যাঞ্চলের বাঁহাতি এই ওপেনারের ২৮৬ বলের ইনিংসে ছিল ২৩টি বাউন্ডারির মার। বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণির নারী ক্রিকেটে মুর্শিদা সর্বোচ্চ রানের ইনিংসের রেকর্ড গড়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নিজের রেকর্ড পুনরুদ্ধার করেন জ্যোতি।

বাংলাদেশের দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সেঞ্চুরি (প্রথম রাউন্ডের প্রথম ইনিংসে মধ্যাঞ্চলের বিপক্ষে ৮৬ রানে



আউট হওয়ার পর দ্বিতীয় ইনিংসে ২২৬ বলে অপরাজিত ১০২) করা উত্তরাঞ্চলের ফারজানা হক পিঙ্কির ব্যাট অবশ্য দ্বিতীয় রাউন্ডে মোটেই কথা বলেনি, দক্ষিণাঞ্চলের বিপক্ষে দুই ইনিংসে আউট হয়েছেন যথাক্রমে ২২ ও ১১ রানে। তবে, নিজে ব্যর্থ হলেও ফারজানা চোখের সামনে সেঞ্চুরি করতে দেখেছেন সতীর্থ সোবহানা মোস্তারিকে। উত্তরাঞ্চলের অধিনায়ক দ্বিতীয় ইনিংসে খেলেছেন ১৪৬ বলে ১১৮ রানের হার না মানা একটি ইনিংস। অন্যদিকে মুর্শিদা-নিগারের জোড়া সেঞ্চুরির আগে ওই ম্যাচের প্রথম ইনিংসে পূর্বাঞ্চলের দিলারা আক্তার দোদুল ব্যাট থেকে এসেছিল ১০২ রান। ডানহাতি এই উদ্বোধনী ব্যাটারের ইনিংসটি ছিল ১৩১ বলে ১১ বাউন্ডারি ও ২ ছক্কার সাহায্যে গড়া। মজার ব্যাপার হলো, উইকেটকিপার ব্যাটার দোলা প্রথম রাউন্ডে দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে ম্যাচে জোড়া শূন্য অর্থাৎ উভয় ইনিংসে মেরেছিলেন 'ডাক'!

মাত্র ৪ ম্যাচেই ৬ সেঞ্চুরির অর্থ ওমেন্স বিসিএলের উইকেট যথেষ্টই রান-প্রসবা। তিন অংকের ম্যাজিক্যাল ফিগারের দেখা পাওয়া ৫ ব্যাটার হলেন যথাক্রমে- নিগার (২টি শতক), ফারজানা, দিলারা, মুর্শিদা ও মোস্তারি। অবশ্য বোলাররাও খুবি একটা পিছিয়ে নেই। ব্যাটারদের সেঞ্চুরিতুল্য মনে করা হয় বোলারদের 'ফাইফার' অর্জনকে। ইনিংসে ৫ কিংবা তারবেশি উইকেট শিকার করা বোলারের সংখ্যা ৩। এর মধ্যে মধ্যাঞ্চলের বাঁহাতি স্পিনার নাহিদা আক্তার প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে বাংলাদেশের প্রথম বোলার হিসেবে 'ফাইফার' কীর্তির রেকর্ড গড়েছেন (প্রথম রাউন্ডে উত্তরাঞ্চলের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে তাঁর বোলিং ফিগার ছিল ২৭-১৫-৪৭-৭)। দ্বিতীয় রাউন্ডে পূর্বাঞ্চলের বিপক্ষে একমাত্র ইনিংসে তিনি দখল করেছেন ৪ উইকেট। তবে ধারাবাহিকতায় নাহিদাকেও ছাপিয়ে গেছেন জান্নাতুল ফেরদৌস সুমন। উত্তরাঞ্চলের এই ডানহাতি অফস্পিনার প্রথম রাউন্ডে মধ্যাঞ্চলের বিপক্ষে একমাত্র ইনিংসে আধা-ডজন উইকেট (৩৭-৮-১১৩-৬) নেওয়ার পর দ্বিতীয় রাউন্ডে দক্ষিণাঞ্চলের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে তুলে নেন ৫ উইকেট (২২-৩-৫৮-৫) এবং দ্বিতীয় ইনিংসে পান আরও ৩ উইকেট (২২-৩-৯৮-৩)। টানা দুই ম্যাচে 'ফাইফার'-এর সুবাদে সব মিলিয়ে ১৪ উইকেট নিয়ে সুমনাই এখন পর্যন্ত বিসিএলের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি। এ ছাড়া দক্ষিণাঞ্চলের অধিনায়ক রাবেয়া খান প্রথম রাউন্ডে পূর্বাঞ্চলের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে ২ উইকেট পেলেও (১০-৪-২২-২) দ্বিতীয় ইনিংসে পকেটে পুরেন ৫ উইকেট (১৯-৯-১৮-৫)। ডানহাতি এই লেগ স্পিন অলরাউন্ডার দ্বিতীয় রাউন্ডে উত্তরাঞ্চলের বিপক্ষে নিয়েছেন আরও ৩ উইকেট (১১.৩-৩-২৭-১ ও ২০-৬-৪৯-২)। সেঞ্চুরি ও ফাইফার ছাড়াও কাছাকাছি আরও কিছু ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে জমজমাট হয়ে ওঠা নারী বিসিএলের পরের রাউন্ডগুলো মাঠে গড়ালে ব্যাট-বলের আরও লড়াইয়ের দেখা মিলবে বলে আশা করা যাচ্ছে।



সেই সারওয়ার ইমরান এখন...

মো. মুলতানুর রহমান

স্মরণীয় কিছু করার প্রত্যয় নিয়ে যুব বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ক্রিকেট দল। ১৮ জানুয়ারি থেকে মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত ১৬ দলের টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এই বৈশ্বিক আসরের উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়ার আগে নিজেদের সর্বোচ্চ নিংড়ে দিয়ে ব্যাটে-বলে লড়াই করার কথা জানিয়ে গেছেন জুনিয়র টাইগ্রেসদের অধিনায়ক সুমাইয়া আক্তার ও প্রধান কোচ সারওয়ার ইমরান।



গুরুত্বপূর্ণ অবিস্মরণীয় পর্বে প্রধান কোচের দায়িত্ব পালন করেছিলেন সারওয়ার ইমরান। তাঁর বিচক্ষণ কোচিংয়ে প্রথম ইনিংসে ৪০০ রান তুলে ক্রিকেট বিশ্বকে চমকে দেওয়া বাংলাদেশ একপর্যায়ে ড্রয়ের সম্ভাবনা জাগালেও দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যর্থতায় ভারতের কাছে ম্যাচটা হেরে গিয়েছিল ৯ উইকেটের ব্যবধানে। তারপরও বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে সারওয়ার ইমরানের নাম।

সারওয়ার ইমরান নামটি কি পরিচিত মনে হচ্ছে? তা হওয়ারই কথা। বাংলাদেশের ক্রিকেটঙ্গনে তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও নমস্কৃত ব্যক্তিত্ব হিসেবে সুপরিচিত। খ্যাতিমান কোচ হিসেবে তাঁর ক্যারিয়ার অনেক লম্বা। সবশেষ গত নভেম্বর মাসে সারওয়ার ইমরানকে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ক্রিকেট দলের প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে বিসিবি। এর ফলে লম্বা সময় পর জাতীয় পর্যায়ের কোনো দলকে কোচিং করাচ্ছেন তিনি। যে ভূমিকায় তাঁকে আগেও দেখা গেছে অনেকবার। বলা চলে, নতুন করে নতুন মিশনে নেমেছেন সারোয়ার ইমরান।

সাম্প্রতিক সময়ে দেশের ক্রিকেটে বইছে পালাবদলের হাওয়া। জুলাই অভ্যুত্থানে ক্ষমতার পালাবদলে বিগত বোর্ডের প্রধান নাজমুল হাসান পাপনের পদত্যাগের পরে বিসিবির নতুন সভাপতি হয়েছেন সাবেক অধিনায়ক ও প্রধান নির্বাচক ফারুক আহমেদ। তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পর জাতীয় দলের কোচিং প্যানেলসহ বিভিন্ন পর্যায়ে দেশি কোচদের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় দলের সিনিয়র সহকারী কোচ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মোহাম্মদ সালাউদ্দিন এবং তারপর বয়সভিত্তিক পর্যায়ে মেয়েদের ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আরেক দেশি কোচ সারোয়ার ইমরান।

হ্যাঁটি হ্যাঁটি পা পা করে বাংলাদেশের ক্রিকেট যে আজকের গৌরবময় অবস্থানে পৌঁছেছে, এর পেছনে একজন সারওয়ার ইমরানের অবদান অনেক। দেশের ক্রিকেট ইতিহাসের আঁকে বাঁকে জড়িয়ে রয়েছে তাঁর নাম। বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান কোচ ছাড়াও লাল-সবুজ পতাকাবাহী বিভিন্ন পর্যায়ের দলের নেপথ্য নায়কের চেয়ে বসা বয়োজ্যেষ্ঠ এই ক্রিকেট গুরুর জন্য নতুন কিছু নয়। এর আগে জাতীয় দলের কোচ, সহকারী কোচ ও বোলিং কোচ হিসেবে কাজ করেছেন। বাংলাদেশ 'এ' দল, অনূর্ধ্ব-১৯ ও জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির প্রধান কোচের দায়িত্বও পালন করেছেন তিনি। একই সঙ্গে জাতীয় পেস বোলিং কোচ হিসেবেও কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর।

আইসিসির কাছ থেকে টেস্ট স্ট্যাটাস লাভের পর ২০০০ সালের নভেম্বর ঢাকার মাঠে ভারতের বিপক্ষে ঐতিহাসিক অভিষেক টেস্ট খেলেছিল বাংলাদেশ। সাদা পোশাকে লাল বলের ক্রিকেটের বনেদী জগতে বাংলাদেশের পথচলা

এরপর কয়েকবার অস্থায়ীভাবে বাংলাদেশের দায়িত্ব সামলেছেন এবং প্রাপ্য সম্মান না পেয়ে ইস্তফাও দিয়েছেন। ২০০২-০৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে তিনি আবারও বাংলাদেশের প্রধান কোচ ছিলেন। ২০১৪ সালে ভারতের বিপক্ষে ঘরের মাঠের ওয়ানডে সিরিজে তিনি জাতীয় দলের সহকারী কোচ হিসেবে নিয়োগ পান। তখন টাইগারদের প্রধান কোচ ছিলেন চন্ডিকা হাথুরুসিংহে। ২০০৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম আসরে বাংলাদেশ দলের কোচের দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর। ২০১০ সালে ওয়াশিংটন এশিয়ান গেমসের ফাইনালে আফগানিস্তানকে হারিয়ে যে স্বর্ণপদক ছিল বাংলাদেশ, ওই দলের কোচ ছিলেন সারওয়ার ইমরান। ২০১৬ সালের জুনে বিসিবির সঙ্গে দুই বছরের চুক্তি শেষে শ্রীলঙ্কান কোচ চাম্পিকা গামাগে দেশে ফিরে গেলে বাংলাদেশ নারী দলের প্রধান কোচ হিসেবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এই বর্ষীয়ান ক্রিকেট গুরু।

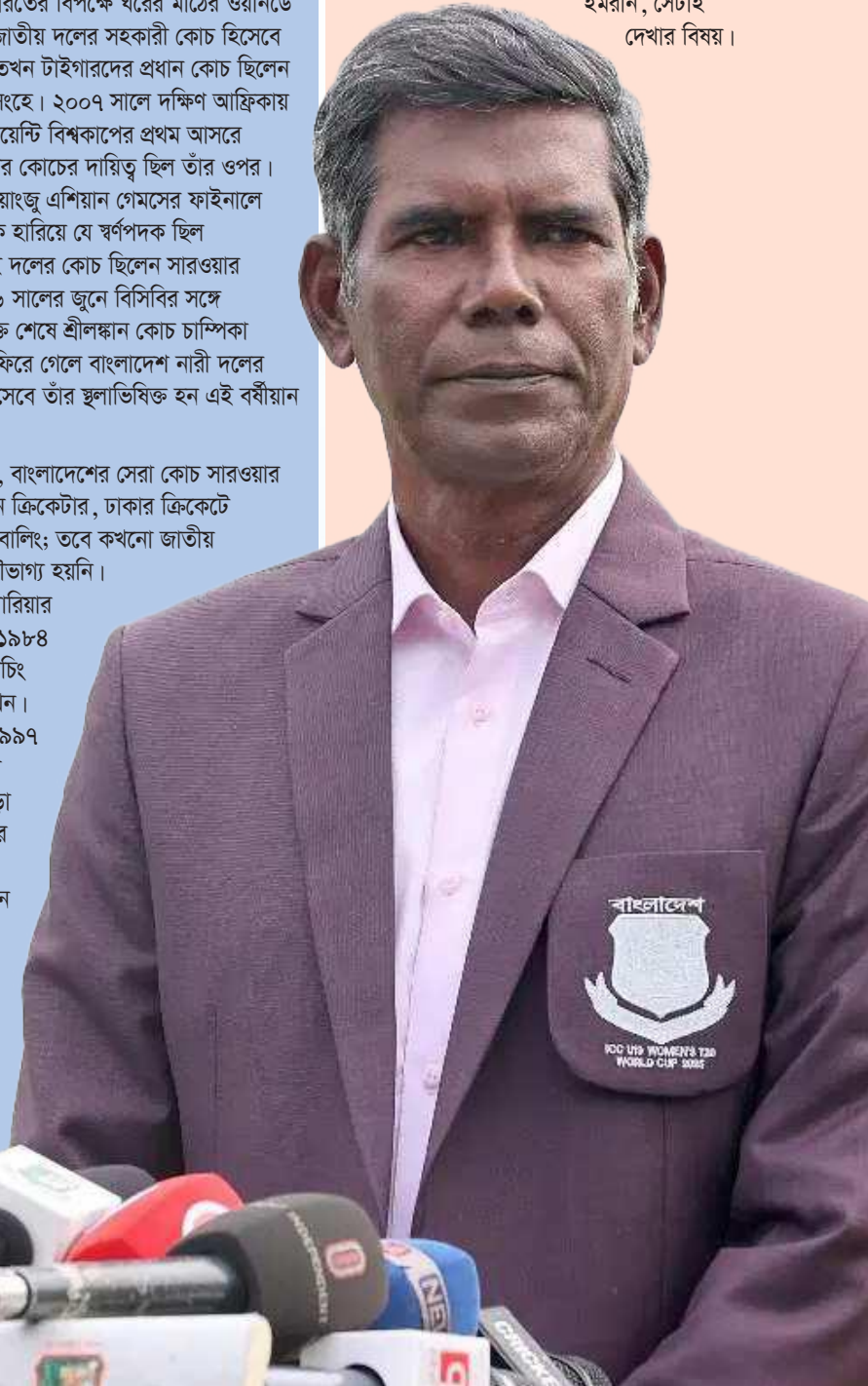
অনেকের মতে, বাংলাদেশের সেরা কোচ সারওয়ার ইমরান। ছিলেন ক্রিকেটার, ঢাকার ক্রিকেটে করতেন পেস বোলিং; তবে কখনো জাতীয় দলে খেলার সৌভাগ্য হয়নি।

তাঁর কোচিং ক্যারিয়ার সুদীর্ঘকালের। ১৯৮৪ সালে তিনি কোচিং জগতে পা রাখেন। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (বিকেএসপি) ক্রিকেটের প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২০০০ সাল থেকে ২০১১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি

বিসিবির হই পারফরম্যান্স ইউনিটের হেড কোচের পদে ছিলেন। বিসিবির পেস বোলিং হান্ট ও অনেক দিন দেখাশোনা করেছেন তিনি। মাশরাফি মুর্তজা, তাপস বৈশ্য ও রুবেল হোসেনের মতো গতিতারকা বোলার তাঁরই আবিষ্কার।

এ ছাড়া ঢাকা প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগে বিভিন্ন সময় আবাহনী, ভিক্টোরিয়া ও লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জকে শিরোপা এনে দিয়েছেন। বিপিএলে তাঁর কোচিংয়ে দুবার রাজশাহী ও সিলেটের ফ্র্যাঞ্চাইজি ফাইনাল খেলেছে। প্রথম বিভাগ ক্রিকেটসহ বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের সম্ভাব্য সব শিরোপাই জিতেছেন তিনি। নারী অনূর্ধ্ব-১৯ দল নিয়ে নতুন ভূমিকায় কতটা সাফল্য অর্জন করতে পারেন সারওয়ার ইমরান, সেটাই দেখার বিষয়।





দেড় যুগ পর দেশের শীর্ষ ফুটবলে ডাবল হ্যাটট্রিক

ফুটবল গোলের খেলা। গোল দেখার জন্যই দর্শক অপেক্ষায় থাকে গ্যালারিতে। গোল করার প্রধান দায়িত্ব যাদের, সেই ফরোয়ার্ডরাও মুখিয়ে থাকেন সুযোগ পেলে লক্ষ্যভেদ করতে। দলের ও নিজের খাতায় গোল যোগ করার পাশাপাশি দর্শকদের হৃদয়েও জায়গা করে নিতে চান ফুটবলাররা। সেই গোল যদি এক ম্যাচেই পেয়ে যান প্রত্যাশার চেয়ে বেশি তাহলে কেমন হয়? ফুটবল ম্যাচে ভুরিভুরি গোলের নজিরও আছে ভুরিভুরি। প্রতিপক্ষকে গোলবন্যাও ভাসিয়ে দেয় অনেক দল। সেই গোলবন্যা যদি একজনই করেন হ্যাটট্রিক বা ডাবল হ্যাটট্রিক তাহলে তো রীতিমতো আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসে যান তিনি। এক গোল, জোড়া গোল কিংবা হ্যাটট্রিক হরহামেশাই দেখা যায় ফুটবল মাঠে। চার গোল, পাঁচ গোল করেও মাঠ ছাড়েন অনেক ফুটবলার। তবে ডাবল হ্যাটট্রিক পাওয়ার ঘটনা কমই থাকে। এই যেমন বাংলাদেশের ঘরোয়া ফুটবলের ইতিহাস খুঁজে চারটির বেশি ডাবল হ্যাটট্রিক পাওয়া যায়নি। দেশের ফুটবল পেশাদার



যুগে প্রবেশের আগে হয়েছিল দুটি, পেশাদার ফুটবলে হয়েছে দুটি। সত্তর দশকে ডাবল হ্যাটট্রিক করেছিলেন সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন হাফিজ উদ্দিন আহমেদ ডাবল হ্যাটট্রিক (৬ গোল) করেছিলেন ফায়ার সার্ভিসের বিপক্ষে এবং কাজী মো. সালাউদ্দিন (৭ গোল) দিলকুশা স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে। পেশাদার ফুটবল চালু হয়েছে ২০০৭ সালে। প্রথম আসরেই ডাবল হ্যাটট্রিকের কীর্তি গড়েছিলেন নাইজেরিয়ান এক ফুটবলার। মোহামেডান ৭-১ গোলে জিতেছিল রহমতগঞ্জের বিপক্ষে। নোয়ান পল নামের ওই নাইজেরিয়ান একাই করেছিলেন ৬ গোল। এর পর এক এক করে অনেক বছর কেটে গেছে। হ্যাটট্রিক, চার গোল, পাঁচ গোল দেখেছে দর্শক। তবে দ্বিতীয় ডাবল হ্যাটট্রিক দেখতে অপেক্ষা করতে হয়েছে প্রায় দেড় যুগ। পলের ডাবল হ্যাটট্রিক ছিল ২০০৭ সালের ১৩ এপ্রিল। ২০২৫ সালের ৪ জানুয়ারি পেশাদার লিগের দ্বিতীয় ডাবল হ্যাটট্রিকও এসেছে একজন আফ্রিকান ফুটবলারের পা থেকে। রহমতগঞ্জের ঘানাইয়ান ফুটবলার

মো. সামীম সরদার

স্যামুয়েল বোয়েটেং ডাবল হ্যাটট্রিক করেছেন বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের নবাগত দল ঢাকা ওয়াডার্স ক্লাবের বিপক্ষে। মুন্সিগঞ্জের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লা.লে. মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ওয়াডার্সের বিপক্ষে রহমতগঞ্জ জিতেছে ৬-১ গোলে। স্যামুয়েল বোয়েটেং গোল করেছেন দুই অর্ধে তিনটি করে। ২৩ মিনিটে প্রথম, ৩৭ মিনিটে দ্বিতীয় এবং ৪৪ মিনিটে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন বোয়েটেং। বাকি তিন গোল করেছেন ৬৩, ৬৬ ও ৭০ মিনিটে। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের প্রথম তিন ম্যাচে গোল ছিল না তাঁর। চতুর্থ ও পঞ্চম ম্যাচে করে দুটি করে গোল। ষষ্ঠ ম্যাচে ৬টি। প্রিমিয়ার লিগের সপ্তম ম্যাচ শেষে ১১ গোল নিয়ে তিনিই আছেন সবার ওপরে।

স্যামুয়েল বোয়েটেং ঘানার প্রিমিয়ার লিগে খেলেছেন। ঘানা প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলেছে ২০০৬ সালে। এরপর আরও তিনবার আফ্রিকার এই দেশটির উপস্থিতি ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় ও মর্যাদার প্রতিযোগিতায়। ২০১০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠে চমক দেখিয়েছিল ‘আফ্রিকার ব্রাজিল’ খ্যাত এই দেশটি। চারবার বিশ্বকাপ খেলা দেশটির প্রিমিয়ার লিগও অনেক সমৃদ্ধ। সেই লিগে খেলা স্যামুয়েল এবারই প্রথম অংশ নিচ্ছেন বাংলাদেশের ঘরোয়া ফুটবলে। গত মৌসুমে রহমতগঞ্জে খেলেছিলেন আর্নেস্ট বোয়েটেং নামের আরেক ঘানাইয়ান ফুটবলার। তিনি এবার মোহামেডানে। আর্নেস্ট বোয়েটেংয়ের মাধ্যমেই স্যামুয়েল বোয়েটেংয়ের রহমতগঞ্জে আসা। শুরুতে নিজেকে সেভাবে খাপ খাওয়াতে পারেননি। তবে আন্তে আন্তে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন বাংলাদেশের কন্ডিশনে। তাই তো মাঠে এখন জাত জেনাতে শুরু করেছেন তিনি।

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে যে দুজন ডাবল হ্যাটট্রিক করেছেন কাকতলীয়ভাবে তারা দুজনই আফ্রিকার ও দুজন বিশ্বকাপ খেলা দেশের। নাইজেরিয়ার পলের পর ঘানার বোয়েটেং বাংলাদেশের ঘরোয়া ফুটবলে গড়েছেন অনন্য এই কীর্তি। স্যামুয়েল নিজ দেশের প্রিমিয়ার লিগে খেলেছেন দাপটের সঙ্গে। তবে মাঝে তিনি ইনজুরিতে পড়ে ফর্ম হারিয়েছিলেন। যে কারণে বাংলাদেশে আসার আগের তিন মৌসুম মিলে তাঁর গোল ছিল ১৩টি। আর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের প্রথম ৭ ম্যাচ খেলেই ১১টি। এর মধ্যে প্রথম তিন ম্যাচ তিনি ছিলেন গোলহীন। ঘানার প্রিমিয়ার লিগে খেলা ফুটবলার কেন বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে? ডাবল হ্যাটট্রিকের পর এমন প্রশ্ন শুনতে হয়েছিল স্যামুয়েল বোয়েটেংকে। জবাবে এই আফ্রিকান নতুন চ্যালেঞ্জ নেওয়ার কথাই বলেছেন। বাংলাদেশের ঘরোয়া ফুটবল খেলতে এসে পারিশ্রমিকের চেয়ে ভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জনকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। নতুন দেশ, নতুন আবহাওয়া ও নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার যে চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছেন স্যামুয়েল সেই পরীক্ষায় তিনি সাফল্যের সঙ্গেই এগিয়ে চলছেন।



কাবাডি মাতাচ্ছেন বহেরাছড়ির চিজিক্কো

মোরসালিন আহমেদ

একনজরে...

নাম	: নবমী চাকমা
ডাক নাম	: চিজিক্কো
পিতা	: বুদ্ধ চন্দ্র চাকমা
মাতা	: কামনা চাকমা
জন্ম তারিখ	: ০২.০১.২০০৩
জন্মস্থান	: বহেরাছড়ি
জেলা	: রাঙামাটি
ভাই-বোন	: ২ বোন
নিজ অবস্থান	: দ্বিতীয়
উচ্চতা	: ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি
ওজন	: ৬৩ কেজি
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: বিএ অনার্স অধ্যয়নরত
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	: গণবিশ্ববিদ্যালয়
ক্রীড়ায় পরিচিতি	: কাবাডি খেলোয়াড়
কাবাডিতে না এলে	: শিক্ষকতা
খেলার পজিশন	: রেইডার
খেলা শুরু	: ২০১৮
জাতীয় পর্যায়	: ২০১৯
আন্তর্জাতিক পর্যায়	: ২০২৩
হাতেখড়ি	: শান্তিময় চাকমা
প্রিয় কোচ	: বজলুর রশিদ
বর্তমান কোচ	: আবদুল জলিল, বজলুর রশিদ
বর্তমান দল	: বাংলাদেশ পুলিশ
প্রিয় খেলোয়াড়	: লিওনেল মেসি
অন্য প্রিয় খেলা	: ভলিবল
প্রিয় খাবার	: নাপ্পি
প্রিয় রং	: লাল
প্রিয় শখ	: ভ্রমণ
পছন্দ	: গান গাওয়া
অপছন্দ	: মিথ্যা বলা
অবসরে	: বই পড়া
আদর্শ	: বাবা-মা
জাতীয় পর্যায় সাফল্য	: বিজয় দিবস কাবাডি টুর্নামেন্ট ২০২৪, চ্যাম্পিয়ন
আন্তর্জাতিক পর্যায় অংশগ্রহণ	: এশিয়ান গেমস ২০২৩
ভবিষ্যৎ লক্ষ্য	: সরকারি চাকরি।

রেইডার হওয়ার যোগ্যতা রাখেন। অপরদিকে চিজিক্কো জানান, এশিয়ান গেমস কাবাডিতে আন্তর্জাতিক আঙিনায় খেলে নিজেদের সামর্থ্য বুঝেছি। আমার কোথায় কোন দুর্বলতা ছিল, কোথায় ভুল করেছি, তা বুঝতে পেরেছি। নিজেকে আরও যোগ্য করে তুলতে পড়াশোনার পাশাপাশি কাবাডিতে প্রচুর সময় দিচ্ছি। জাতীয় পর্যায়ের যেকোনো টুর্নামেন্ট শেষে নিজের ভুলত্রুটিগুলো খোঁজার চেষ্টা এবং স্যারদের (কোচ) মাধ্যমে তা শুধরে নিতে চেষ্টা করি। এমন কি, প্রতিদিনই সকাল-বিকেল নিয়মিত অনুশীলন করছি। জাতীয় দলে লম্বা সময় খেলার স্বপ্ন দেখি। দেশসেরা রেইডার হয়ে দেশের জন্য শিরোপা জিততে চাই।



নজরকাড়া নৈপুণ্য দেখিয়ে কাবাডি মাতাতে শুরু করেছেন পাহাড় পর্বতে বেষ্টিত এক দুর্গম অঞ্চল বহেরাছড়ির মেয়ে নবমী চাকমা চিজিক্কো। হালকা-পাতলা লিকলিকে গড়নের এ তরুণী যেভাবে কাবাডি ম্যাটে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন, দলের প্রয়োজনে পয়েন্ট ছিনিয়ে নিচ্ছেন, কাক্ষিত জয়ে ভূমিকা রাখছেন তাতে করে নিজেকে ভবিষ্যতে জাতীয় দলের অপরিহার্য খেলোয়াড় হিসেবে পরিণত করে তুলছেন। ঢাকার মাঠে তিনি 'নবমী চাকমা' নামে পরিচিতি পেলেও পার্বত্য জেলার সবাই তাঁকে 'চিজিক্কো' নামেই বেশি চেনেন। এক প্রশ্নে চিজিক্কো বলেন, বাবা ফুটবল খেলতেন। তাঁকে দেখে আমিও ফুটবলার হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মনের অজান্তে ভালোবেসে ফেলেছিলাম ভলিবল। এই 'ভলিবল' দিয়েই আমার ক্রীড়ায় পথ চলা শুরু হয়েছিল। একদিন স্কুলে শুনতে পেলাম উপজেলা পর্যায় কাবাডি খেলা হবে। ছুটে গেলাম আমাদের জুড়াছড়ি উপজেলায়। সেখানে খেলাটি দেখে মন কেড়ে নিলো। শুরু হলো নতুন করে স্বপ্ন বোনা। এরপর রাঙ্গামাটি জেলার হয়ে সুযোগ পেলাম। ঢাকায় এসে কর্মকর্তাদের নজরে পড়ে গেলাম। ব্যাস সুযোগটা কাজে লাগিয়ে 'কাবাডি খেলোয়াড়' হয়ে উঠলাম।

চিজিক্কো বলেন, স্থানীয় পর্যায় শান্তিময় চাকমা স্যারের কাছে কাবাডির হাতেখড়ি হয়। কাবাডি ফেডারেশনের বিশেষ প্রশিক্ষণ ক্যাম্পেও ছিলাম। সেখানে কাবাডির নানা রকম

কলাকৌশল শেখার সুযোগ পেয়েছি। তারপর এশিয়ান গেমস উপলক্ষে ভারতীয় কোচ সাজুরাম গয়াত ও রমেশ ভাটিগিরি স্যারের কাছে প্রশিক্ষণ পেয়েছি। এমন কি, ভারতের রাও একাডেমিতে বিশেষ কন্ডিশনিং ক্যাম্প করার সুযোগ হয়েছে। বর্তমানে বজলুর রশিদ ও আবদুল জলিল স্যারের কাছে শিখছি। তাদের প্রশিক্ষণে এবার আমরা বাংলাদেশ পুলিশ দলের হয়ে 'বিজয় দিবস কাবাডি' টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। সেরা খেলোয়াড়ও হয়েছি। চিজিক্কো আরও বলেন, স্থানীয় পর্যায় বছরে যদি জাতীয় কাবাডি, কাবাডি লিগ ও টুর্নামেন্টে অন্তত ১৫ থেকে ২০ ম্যাচ খেলার সুযোগ পাই, উচ্চতর প্রশিক্ষণ পাই, পৃষ্ঠপোষকতা পাই, বিদেশি টুর্নামেন্ট খেলার সুযোগ পাই তাহলে ফুটবল-ক্রিকেটের মতো আমরাও দেশকে সাফল্য এনে দিতে পারব। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে দেশের বাইরে টুর্নামেন্ট খেলার সুযোগ সেভাবে হয়ে উঠছে না। তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, অন্যসব খেলার মতো সুযোগ-সুবিধা পেলে কাবাডিও পিছিয়ে থাকবে না।

এদিকে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারপ্রাপ্ত সাবেক তারকা খেলোয়াড় ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কোচ আবদুল জলিল 'চিজিক্কো' প্রসঙ্গে বলেন, এ মুহূর্তে যে কয়জন উদীয়মান রেইডার রয়েছেন তাদের মধ্যে রাঙ্গামাটির এই মেয়ে অন্যতম। সবশেষ ২০২৩ সালে চীনের হাংঝু এশিয়ান গেমসের মধ্য দিয়ে জাতীয় দলে তাঁর অভিষেক হয়। অভিষেকে নেপাল ও ইরানের সঙ্গে নিজেকে মেলে ধরার চেষ্টা করেন। বর্তমানে কাবাডি ম্যাটে ও'দারুণ পারফরম্যান্স করছেন। মেয়েটি যেভাবে প্রতিনিয়ত কঠোর অনুশীলন করে যাচ্ছেন তাতে আগামীদিনে দেশসেরা

